

হিসাববিজ্ঞান

নবম ও দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

হিসাববিজ্ঞান

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

প্রফেসর ড. ধীমান কুমার চৌধুরী

মোঃ শওকত আলী

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমন্ত্র সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হ্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিত্তিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের **হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি** প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেন লিপিবদ্ধ, হিসাব তৈরি ও ত্রুটি আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারবে। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শক্তিশালী একটি ভিত্তি তৈরির প্রতি লক্ষ রেখে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাসিক অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সর্তর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূল্য ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বালানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রামিত বালানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সর্তর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর, ২০২৫

প্রফেসর রাবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি	১-৭
২	লেনদেন	৮-২৬
৩	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি	২৭-৩৯
৪	মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	৪০-৫০
৫	হিসাব	৫১-৬১
৬	জাবেদা	৬২-৮১
৭	খতিয়ান	৮২-১০৬
৮	নগদান বই	১০৭-১২৮
৯	রেওয়ামিল	১২৯-১৪৩
১০	আর্থিক বিবরণী	১৪৪-১৭৯
১১	পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য	১৮০-১৯৪
১২	পারিবারিক ও আকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব	১৯৫-২১৩
	উন্নতমালা	২১৪-২১৬

প্রথম অধ্যায়

হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

(Introduction to Accounting)

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থ সম্পর্কিত ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ঘটনার সংখ্যা অগণিত ও বৈচিত্র্যময়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহীত এ সকল আর্থিক ঘটনার সামগ্রিক ফলাফল ও প্রভাব জানা কঠিন। হিসাববিজ্ঞান হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যেখানে সংঘটিত আর্থিক ঘটনাসমূহের সামগ্রিক প্রভাব এবং ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন পক্ষ হিসাব তথ্য জানতে সর্বদা আগ্রহী। তাই হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনসমূহের সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এদের প্রভাব ও ফলাফল নির্ণয় করে প্রতিবেদন আকারে বিভিন্ন পক্ষকে অবহিত করে।



চিত্র : পরিবেশ ও হিসাববিজ্ঞান

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব;
- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করতে পারব;
- মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাবব্যবস্থার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব;
- দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে হিসাব রাখতে আগ্রহী হব।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা

হিসাববিজ্ঞান এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি যেমন- খরচ পরিশোধ, আয় আদায়, সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়, পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, প্রাপ্য হিসাব হতে আদায় এবং প্রদেয় হিসাবকে পরিশোধ ইত্যাদি হিসাবের বইতে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক কার্যাবলির ফলাফল জানা যায়। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, ব্যাখ্যাকরণের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন নির্ণয় করা যায় এবং এসব তথ্যাবলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। হিসাববিজ্ঞানের জন্ম ব্যবহার করে হিসাবের বিভিন্ন বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়, যার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়। তাই হিসাববিজ্ঞানকে 'ব্যবসায়ের ভাষা' বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে আর্থিক ঘটনাসমূহ হিসাবের নির্দিষ্ট বইতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ, শ্রেণিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

কাজ : একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলির তালিকা করো।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

১. লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণ ব্যাতীত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তাই হিসাববিজ্ঞানের প্রথম উদ্দেশ্য লেনদেনসমূহকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা।
২. হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। আর (লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব) যাবতীয় আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব।
৩. প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব।
৪. হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের যাবতীয় ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্জিত মূলফা অর্জন করা সম্ভব।
৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধে হিসাববিজ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধের পাশাপাশি তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব।
৬. আর্থিক ফলাফল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করা।
৭. প্রতিষ্ঠানের একাধিক বছরের আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নতি ও অবনতির বিভিন্ন দিক চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।
৮. বিভিন্ন সেবামূলক অমূলাফাভোগী প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লাব ও সোসাইটিতে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থের আগমন ও বহির্গমনের পরিমাণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময়সত্ত্বে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হিসাবের উন্নত নির্ণয় করা যায়।
৯. সরকার কর, শুল্ক, ভ্যাট ধার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব আদায় করে এবং নিয়মিত ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে। সরকারের এ সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

তাছাড়া হিসাবের বিভিন্ন বই এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে লাগে যেমন ব্যাংক বা খণ্ডানকারী প্রতিষ্ঠান হতে খণ্ড গ্রহণ, পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ ইত্যাদি। সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও মিতব্যযী জীবন গঠনের জন্য হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যথাযথ হিসাব না রাখলে প্রতিষ্ঠানের ভালো ও খারাপ দিকগুলো জানা যাবে না। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে অপচয় রোধ এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব।

কাজ: তোমার দৈনন্দিন জীবনে হিসাববিজ্ঞান কীভাবে সাহায্য করতে পারে বলে মনে করো।

হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

সভ্যতার সূচনা হতে মানুষ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা হিসাব গাছের গায়ে, গুহায় বা পাথরে চিহ্ন দিয়ে রাখত। একসময় মানুষ সমাজবন্ধ হয়ে বসবাস শুরু করল এবং কৃষিকাজ আরম্ভ করল। ঘরে দাগ কেটে এবং রশিতে গৈটি দিয়ে ফসল ও মজুদের হিসাব রাখা শিখল। আন্তে আন্তে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সমাজ বিজ্ঞান লাভকরে, বিনিয়য় প্রথা চালু হয়, মুদ্রার প্রচলন হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু হয়। ক্রম-বিক্রয়, জমা-খরচ, দেনা-পাওনা এবং অন্যান্য লেনদেন হিসাবের বইতে অক্ষের মাধ্যমে লেখা শুরু হয়। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli- তাঁর জন্মনাম ছিল Fra Luca Bartolomeo de Pacioli) নামে একজন ইতালীয় গণিতবিদ সুস্মা ডি এরিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া অপোরশনারিট অপোরশনালিটা' (Summa de arithmeticica, geometria, Proportioni et proportionalita) নামে একটি গ্রন্থ লিখেন এবং এতে হিসাবরক্ষণের মূল নীতি 'দু তরফা দাখিলা (Double Entry)' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতি হয় এবং এরই ফলে হিসাববিজ্ঞানেরও উন্নতি হয়। ব্যবসায় যেমন ছোট থেকে বড় হতে থাকে তেমনি এর পরিধি ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, সরকারি, বেসরকারি, মুনাফাভোগী ও অমুনাফাভোগী সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে হিসাববিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কিত। বর্তমান কম্পিউটারের যুগে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে হিসাবের বই হাতে লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে করা হয়। ফলে সময় ও শ্রম লাঘবের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

কাজ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে হিসাববিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায়?

হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী :



হিসাববিজ্ঞানকে একটি 'তথ্যব্যবস্থা' (Information System) নামে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা বিবেচনা করেই লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ ও আর্থিক বিবরণী আকারে প্রস্তুত করা হয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী :

হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী বলতে প্রতিষ্ঠানের সেই সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বুঝায় যারা সরাসরি ব্যবসায় পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন। যেমন:

মালিক ও ব্যবস্থাপক : হিসাবরক্ষক হিসাবের বই এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব বিবরণী তৈরি করেন। ব্যবসায়ের মালিক এবং তাঁর ব্যবস্থাপক এসব হিসাব বিবরণী থেকে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থার পরিমাণ ও পরিবর্তন জানতে পারেন। ফলে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হয়।

কর্মচারী ও শ্রমিক : ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, শ্রমিক ও কর্মকর্তাগণ চাকরির নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা নির্ধারণে হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন। তাছাড়া বেতন, বোনাস ও আনুষঙ্গিক প্রাপ্তি সুযোগ-সুবিধার যথার্থতা বিচার ও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

বাহ্যিক ব্যবহারকারী :

হিসাব তথ্যের বাহ্যিক ব্যবহারকারী বলতে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যারা ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমে সরাসরি যুক্ত নন, কিন্তু আর্থিক বিবরণী ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেন। যেমন:

১. **ঝণ প্রদানকারী :** প্রতিষ্ঠানকে ঝণ সরবরাহের পূর্বে ঝণ পরিশোধ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য ঝণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাব পর্যালোচনা করে।
২. **সরকার :** সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ের হিসাব হতে যথাযথভাবে শুল্ক, ভ্যাট, কর এবং আয়কর আদায় ও পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত হতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।
৩. **প্রদেয় হিসাব :** বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করেই সরবরাহকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করেন। সংক্ষিপ্ত হিসাব হতে সহজেই এই ধারণা লাভ করা সম্ভব।
৪. **বিনিয়োগকারী :** ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক এমন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা, বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন।

এছাড়া হিসাব নিরীক্ষক, গ্রাহক, সরবরাহকারী, শ্রমিক সংঘ, বণিক সমিতি, সাধারণ জনগণ, গণমাধ্যম, বিশ্লেষক, বাজার গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

কাজ : হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো।

মূল্যবোধ সূচিতে ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা :

মূল্যবোধ হলো ব্যক্তি ও সমাজের চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির সমন্বয়ে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা একটি মানবিক যার দ্বারা মানুষ কোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে। নিচে মূল্যবোধ সূচিতে হিসাববিজ্ঞান কীভাবে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **সততা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ :** হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের রীতি-নীতি ও কলাকৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে আর্থিক দুর্নীতি, জালিয়াতি, সম্পদ ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং হিসাবের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। আর বছরের পর বছর এর অনুসরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ও দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়।
২. **ঝণ পরিশোধে সচেতনতা সৃষ্টি :** হিসাববিজ্ঞান ঝণগ্রহীতাদের মধ্যে ঝণ পরিশোধে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের মূল্যবোধ জগত করে। ফলে ঝণখেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
৩. **ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি :** সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার ধর্মীয়

মূল্যবোধের অংশ। সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করলে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আয় বুঝে ব্যয় করার মানসিকতা সৃষ্টি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪. সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি : সরকারের আয়ের অন্যতম উৎসগুলো হচ্ছে ভ্যাট, কাস্টমস ডিউটি, আয়কর প্রভৃতি। হিসাববিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক আয় ও ব্যয় নির্ণয় করা সম্ভব। ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।
৫. জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধ : সুষ্ঠু হিসাবব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সম্ভাব্য শাঙ্কা ও দুর্নামের ভয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে জালিয়াতি, তহবিল তছরপ, প্রতারণাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রবণতা হ্রাস পায়।

জবাবদিহিতায় হিসাববিজ্ঞান :

কোনো কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হলে কাজের ফলাফলের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দায়ী করা যায়। নিজের কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধতাই জবাবদিহিতা। এই জবাবদিহিতা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো—

- ক) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা : আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, যাতে করে দায়িত্বপালনে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে অর্পিত দায়িত্বের ফলাফল সম্পর্কে উৎর্বরতা কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের জবাব প্রদানেও সক্ষম হয়।
- খ) মালিক, ঝগডাতা ও বিনিয়োগকারীদের নিকট জবাবদিহিতা : প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের এই মর্মে জবাবদিহি করতে হয় যে, প্রস্তুতকৃত বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বিনিয়োগকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার কর্তৃকু নিশ্চিত হয়েছে, অর্জিত মুনাফা ও প্রাকলিত মুনাফার সংগতি রক্ষা হয়েছে কি না ইত্যাদি। এরপুঁ জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতে আর্থিক - অনার্থিক সকল ক্ষেত্রে চরম বিশ্রঙ্খলা ও অবনতি পরিলক্ষিত হয়।
- গ) সরকারের নিকট জবাবদিহিতা : সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কি না এবং যথাযথভাবে শুল্ক, ভ্যাট ও কর আদায় ও পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা দেখার অধিকার সরকারের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের রয়েছে। যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাবব্যবস্থার সম্পর্ক :

হিসাববিজ্ঞান শুধু মুনাফা নির্ণয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয় না। মুনাফা নির্ণয়ের পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজ এবং পরিবেশের যাতে কোনো রকম ক্ষতি না হয়, হিসাববিজ্ঞান সেদিকটিতেও অবদান রাখে। নিচের উদাহরণগুলো থেকে সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানের করণীয় বোঝা যাবে।

১. জলবায়ুদূষণ রোধে প্রতিষ্ঠান কিছু অর্থ খরচ করবে এবং হিসাবরক্ষক তার হিসাব রাখবে এবং সে হিসাব থেকে বোঝা যাবে ব্যবসায়ের মালিক সমাজ এবং পরিবেশ সম্পর্কে কর্তৃকু সজাগ। বিশেষ করে তেল কোম্পানিগুলো বায়ুদূষণ রোধে অনেক ব্যয় করে থাকে।
২. শিরু-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া আশপাশের পরিবেশ ও মানবস্থান্ত্রের ক্ষতি করে। ব্যবসায়ের মালিক ও হিসাবরক্ষককে দৃষ্টণ প্রতিরোধে অর্থ খরচ করতে হয়, হিসাব রাখতে হয় এবং এ বিষয়ে সরকারের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করে চলতে হয়।



৩. পণ্য তৈরিতে স্বাস্থ্যসম্মত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, যথাসম্ভব কম বিদ্যুৎ খরচ করা হয়, যন্ত্রপাতির শব্দ কম হতে হয় এবং আবর্জনা সঠিক স্থানে ফেলতে হয়। এসব কাজ করার জন্য কিছু অর্থ খরচ হয়। হিসাবরক্ষককে এ খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি ব্যয় করা অর্থের যথাযথ হিসাব রাখতে হয়।
৪. প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের জন্য কিছু খরচ করতে হয়, যেমন— গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান। এ জন্য প্রতিষ্ঠান বছরে কত টাকা খরচ করল তার হিসাব রাখতে হয়।

কাজ : সমাজ ও পরিবেশের হিতকর কাজ করতে একটি ব্যবসায়ের কী কী ব্যয় হয় তার একটি তালিকা করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

ক. হিসাবব্যবস্থা	খ. তথ্যব্যবস্থা
গ. নিরীক্ষাব্যবস্থা	ঘ. বিবরণী-ব্যবস্থা
২. প্রাচীনকালে মানুষ রশিতে গিট দিয়ে কীসের হিসাব রাখতো ?

ক. ফলমূলের	খ. শিকারকৃত পঙ্গ-পাখির
গ. ফসল ও মজুদের	ঘ. দেশা-পাওনার
৩. লুকা প্যাসিওলি কী ছিলেন?

ক. গণিতবিদ	খ. হিসাববিজ্ঞানী
গ. অর্থনীতিবিদ	ঘ. অডিটর
৪. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বাহ্যিক ব্যবহারকারী কে?

ক. মালিক	খ. ব্যবস্থাপক
গ. কর কর্তৃপক্ষ	ঘ. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক
৫. হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়	খ. ব্যয় নিরক্রিয় করা
গ. জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করা	ঘ. আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা
৬. সেবামূলক অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হলো-
 - i. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 - ii. বিজ্ঞাপনী সংস্থা
 - iii. সামাজিক সংঘ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ , ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফ্যালকন ফার্মেসী ঔষধ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সঠিক আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক জনাব শাহীনকে নিয়োগ দিলেন।

৭ . লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ে জনাব শাহীন নিচের কোনটিকে বিবেচনা করবেন ?

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ক. বিনিয়োগিত মূলধনের পরিমাণ | খ. বিক্রিত ঔষধের ব্যয় |
| গ. হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা | ঘ. শুধু নগদে ও চেকে বিক্রয় |

৮ . কাঞ্জিকত ফলাফল অর্জনের জন্য ফ্যালকন ফার্মেসীকে কোনটি নিরাকৃত করতে হবে ?

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ক. বিদ্যুৎ বিল | খ. ধারে ঔষধ বিক্রয় |
| গ. ঔষধ কোম্পানির কমিশন | ঘ. ভ্যাটের পরিমাণ |

৯ . প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য অর্জনে জনাব শাহীনকে নির্ণয় করতে হবে-

- i. লাভ-ক্ষতির পরিমাণ
- ii. মোট সম্পদের পরিমাণ
- iii. দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞান সক্ষম হয়-

- i. অধিক মুনাফা অর্জনে
- ii. সময় ও শ্রম লাঘবে
- iii. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয় কেন?
২. হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করো।
৩. সরকার বা রাষ্ট্রের প্রতি হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৪. আগ প্রদানকারীর জন্য ব্যবসায়ের হিসাব তথ্য যাচাই কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
৫. ধর্মীয় মূল্যবোধ সংগ্রহে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেনদেন (Transaction)

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই দৈনন্দিন জীবনে হিসাবব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। আদিকালে প্রত্যেকে তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য নিজেদের মধ্যে পণ্য বিনিময় করত। যে ঘটনাগুলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে কেবল ঐ ঘটনাগুলো থেকেই লেনদেনের জন্ম হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সকল ঘটনাই লেনদেন হবে না। ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক চিত্র পাওয়ার জন্য শুধু অর্থ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।



চিত্র: লেনদেনের প্রমাণপত্র

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- লেনদেনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- লেনদেনের প্রকৃতি শনাক্ত করতে পারব;
- হিসাব সমীকরণ বিশ্লেষণ করতে পারব;
- হিসাব সমীকরণে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের উৎস দলিলাদির তালিকা তৈরি করে বর্ণনা করতে পারব;
- লেনদেনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারব।

লেনদেনের ধারণা

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় হিসাব লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে লেনদেন শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় জগতে বিভিন্ন ঘটনার উঙ্গব হয়। কিন্তু সমস্ত ঘটনাকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় না। অর্থের অক্ষে পরিমাপযোগ্য ঘটনা, যা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে, সেই সমস্ত ঘটনাকেই লেনদেন হিসেবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সীমান্ত ট্রেডার্স ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য একটি আলমারি ক্রয় করলেন, আবার দোকান থেকে ফেরার পথে প্রতিষ্ঠানের মালিক দুষ্টিনায় আহত হলেন, উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার জন্ম হলো। কিন্তু প্রথমটি যেহেতু অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে, সেজন্য প্রথম ঘটনাটি লেনদেন, দ্বিতীয় ঘটনায় যেহেতু আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, সেহেতু দ্বিতীয় ঘটনাটি ব্যবসায়ের লেনদেন হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে না।

লেনদেন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো গ্রহণ ও প্রদান অর্থাৎ নেওয়া ও দেওয়া।

অর্থের আদান-প্রদান বা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য কোনো ঘটনা (Event) বা সেবা (Service) আদান-প্রদানের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ঐ সমস্ত ঘটনা বা আদান-প্রদানকে লেনদেন বলা হয়। বস্তুত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বিনিময়ের ফলে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে লেনদেনের সূচিটি হয়।

লেনদেন দুই ধরনের। যথা: (১) বাহ্যিক লেনদেন ও (২) অভ্যন্তরীণ লেনদেন

বাহ্যিক লেনদেনে কোনো অর্থনৈতিক ঘটনা দুটি পক্ষকে বা দুটি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ কোনো সরবরাহকারীর কাছ থেকে বাবুল স্টোরস্ কর্তৃক গণ্যদ্রব্য ক্রয় অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাড়িওয়ালাকে মাসিক ভাড়া প্রদান। পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ লেনদেন ব্যবসায়ের শুধু অভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ যত্নপাতি ব্যবহারের ফলে উচ্চত অবচয় বা মূল্যহ্রাস।

নগদ টাকার আদান-প্রদান বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও সেবা আদান-প্রদানের মাধ্যমে লেনদেনের উঙ্গব হতে পারে। যেমন মিসেস মাহবুবাকে কাজের বিনিময়ে ২,০০০ টাকা বেতন দেওয়া হলো অথবা ঘর ভাড়া বাবদ ৩,০০০ টাকা পাওয়া গেল, এটাও লেনদেন। আবার অদৃশ্যভাবে কোনো আর্থিক ঘটনা ঘটে থাকলে তা-ও লেনদেন হতে পারে। যেমন: দীর্ঘদিন সম্পদ ব্যবহারের ফলে যে মূল্য হ্রাস হয়, এর মাধ্যমেও লেনদেনের সূচিটি হয়।

কাজ : “প্রত্যেক লেনদেন ঘটনা, প্রত্যেক ঘটনা লেনদেন নয়” - ব্যাখ্যা করো।

লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, প্রত্যেকটি লেনদেনই ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা লেনদেন নয়। লেনদেনের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।

ক) অর্থের অক্ষে পরিমাপযোগ্য :

গেনদেনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনাকে অবশ্যই অর্থের অক্ষে পরিমাপযোগ্য হতে হবে নতুনা উক্ত ঘটনাকে লেনদেন বলা যাবে না। যেমন : ব্যবসায়ের ম্যানেজারের মৃত্যু একটি ক্ষতি, যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়, তাই এটি কোনো লেনদেন নয়। কিন্তু আগুনে পণ্য পুড়ে যাওয়ায় ২০,০০০ টাকা ক্ষতি হলো- এটি একটি লেনদেন।

খ) আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :

কোনো ঘটনা দ্বারা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে সেটিই লেনদেন হবে।
যেমন : নগদ ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো। এখানে প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র বৃদ্ধির পাশাপাশি নগদ ৫,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এই ঘটনা দিয়ে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে, সেহেতু এটি লেনদেন। আবার যদি ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমায়েশ (Order) দেওয়া হয়, তবে এটি কোনো লেনদেন হবে না, কারণ এই ঘটনা দিয়ে আর্থিক অবস্থার এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গ) দৈত সন্তা :

প্রতিটি লেনদেনেই দুটি পক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে এবং অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে। যেমন- কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হলো ৫,০০০ টাকা। এখানে একটি পক্ষ বেতন খরচ হিসাব এবং অপর পক্ষ নগদান হিসাব।

ঘ) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র :

লেনদেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি লেনদেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একটি আরেকটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন - ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করে ৭ দিন পর টাকা পাওয়া গেল। এখানে ধারে বিক্রয় একটি লেনদেন এবং ৭ দিন পরে টাকা প্রাপ্তি আরেকটি লেনদেন।

ঙ) দৃশ্যমানতা :

লেনদেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে। যেমন: আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা। এটা একটি দৃশ্যমান লেনদেন। আবার আসবাবপত্রের অবচয় ১,০০০ টাকা একটি অদৃশ্যমান লেনদেন।

চ) ঐতিহাসিক ঘটনা :

যে সকল আর্থিক ঘটনা পূর্বে নিয়মিতভাবে ঘটেছে সেগুলোই হলো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ভবিষ্যতে ও এরপ ঘটনাসমূহ ঘটতে পারে। এমন ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে। যেমন : অনাদায়ি পাওনা সঞ্চালিত, প্রাপ্তি হিসাব বাট্টা সঞ্চালিত ইত্যাদি।

ছ) হিসাব সমীকরণে প্রভাব বিস্তার :

প্রতিটি লেনদেনই হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে। লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদানে পরিবর্তন সাধিত হয়। “সম্পদ=দায়+মালিকানা স্বত্ত্ব”—এটি হলো হিসাব সমীকরণ। সূত্রাং কোনো ঘটনা লেনদেন কি না, তা হিসাব সমীকরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

হিসাব সমীকরণ :

কোনো প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট সম্পদের পরিমাণ, মালিকানা স্বত্ত্ব ও বহির্দায়ের সমষ্টির সমান হবে। যে সমীকরণের মাধ্যমে এই সমতা প্রমাণ করা হয়, তাকেই হিসাব সমীকরণ বলা হয়। হিসাবশাস্ত্রবিদগণ হিসাব সমীকরণ (সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ত্ব)-এর উপাদানগুলোর পরিবর্তনকারী ঘটনাকে লেনদেন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন আনয়নকারী ঘটনা লেনদেন হিসাবে গণ্য হয়।

হিসাব সমীকরণটি নিম্নরূপ :



$$A=L+OE \quad \text{যেখানে, } A = \text{Assets (সম্পদসমূহ)} \\ L = \text{Liabilities (দায়সমূহ)} \\ OE = \text{Owner's Equity (মালিকানা স্বত্ত্ব)}$$

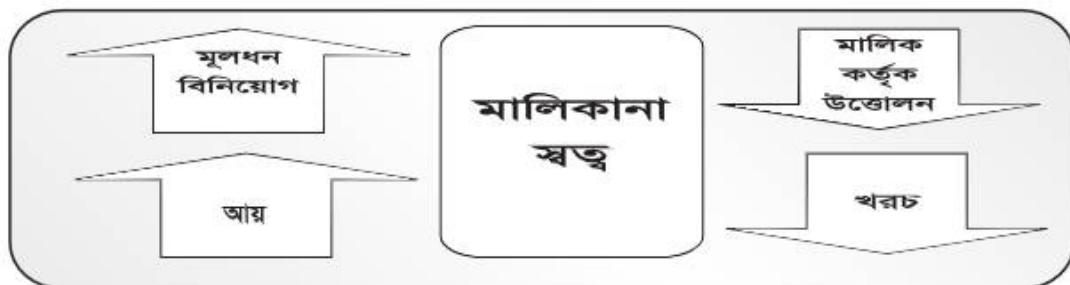
সম্পদ : সম্পদ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক পরিসম্পদ, যা কোনো ব্যবসায়ের মালিকানাধীন থাকে এবং যা মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ব্যবসায়ের মালিকানাধীন আসবাবপত্র, দালানকোঠা, কলকজা ইত্যাদি।

দায় : দায় হচ্ছে ব্যবসায়ের আর্থিক দায়বদ্ধতা, যা ব্যবসায়ের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ ব্যবসায়ের মোট সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের দাবিই হচ্ছে দায়।

মালিকানা স্বত্ত্ব : ব্যবসায়ের মোট সম্পদ থেকে তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ত্ব। অর্থাৎ মোট সম্পদের উপর মালিকের যে দাবি, তা-ই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ত্ব। মালিকানা স্বত্ত্বকে প্রভাবিত করার চারটি উপাদান রয়েছে। যথা :

- ❖ মালিকের বিনিয়োগ
- ❖ আয়
- ❖ উত্তোলন
- ❖ ব্যয় বা খরচ

চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো –



হিসাব সমীকরণটিকে বর্ধিত করলে পাওয়া যায় –

$$A = L + (C - D + R - E)$$

$$\text{সম্পদ} = \text{দায়} + \text{মূলধন} - \text{উত্তোলন} + \text{আয়} - \text{খরচ}$$

যেখানে,

A=Assets (সম্পদ)

L=Liabilities (দায়)

C=Capital (মূলধন)

D=Drawings (উত্তোলন)

R=Revenue (রেভিনিউ বা আয়)

E =Expenses (খরচ বা ব্যয়)

কোনো ঘটনা দেখানো হতে হলে তা হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিত যেকোনো একটি পরিবর্তন সাধন করবে। যথা :

- ১। মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ত্ব বাড়বে।
- ২। মোট সম্পদ কমলে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ত্ব কমবে।
- ৩। একটি সম্পদ বাড়লে অপর একটি সম্পদ কমবে।
- ৪। মালিকানা স্বত্ত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।
- ৫। মালিকানা স্বত্ত্ব কমলে মোট দায় বাড়বে।
- ৬। একটি দায় বাড়লে অপর একটি দায় কমবে।
- ৭। মালিকানা স্বত্ত্ব সম্পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হলো –

- ১। মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ত্ব বাড়বে।

উদাহরণ: নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	অসবাবপত্র		প্রদেয় হিসাব		মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
৫,০০০			=			৫,০০০

সম্পদ (নগদ) এবং মালিকানা স্বত্ত্ব (মূলধন) বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদাহরণ: ধারে ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো-

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		প্রদেয় হিসাব	+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
		৫,০০০		=	৫,০০০	

সম্পদ (যন্ত্রপাতি) এবং দায় (প্রদেয় হিসাব) বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। মোট সম্পদ কমলে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ত্ব কমবে।

উদাহরণ: প্রদেয় হিসাব পরিশোধ ৩,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		প্রদেয় হিসাব	+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
(৩,০০০)			=	(৩,০০০)		

সম্পদ (নগদ অর্থ) হ্রাস এবং দায় (প্রদেয় হিসাব) হ্রাস পেয়েছে।

উদাহরণ: নগদে বেতন পরিশোধ করা হলো ২,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		প্রদেয় হিসাব	+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
(২,০০০)			=			(২,০০০) (বেতন খরচ)

সম্পদ (নগদ) হ্রাস এবং মালিকানা স্বত্ত্ব (খরচ) হ্রাস পেয়েছে।

৩। একটি সম্পদ বাড়লে অপর একটি সম্পদ কমবে।

উদাহরণ: নগদ আসবাবপত্র ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		প্রদেয় হিসাব	+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
(১,০০,০০০)			১,০০,০০০			

সম্পদ (আসবাবপত্র) বৃদ্ধি এবং সম্পদ (নগদ) হ্রাস পেয়েছে।

৪। মালিকানা স্বত্ত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।

উদাহরণ: মালিক কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ের খণ্ড পরিশোধ ৫,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		খণ্ড	+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
				(৫,০০০)		৫,০০০ (মূলধন)

দায় (খণ্ড) হ্রাস এবং মালিকানা স্বত্ত্ব (মূলধন) বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। মালিকানা স্বত্ত্ব কমলে মোট দায় বাঢ়বে।

উদাহরণ: বাকিতে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		প্রদেয় হিসাব	+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
				৭,০০০		(৭,০০০) (ক্রয় ব্যয়)

দায় (প্রদেয় হিসাব) বৃদ্ধি এবং মালিকানা স্বত্ত্ব (খরচ) হ্রাস পেয়েছে।

৬। একটি দায় বাড়লে অপর একটি দায় করবে।

উদাহরণ: ২০,০০০ টাকা খণ্ড নিয়ে ঝেডেলন হিসাব পরিশোধ।

A (সম্পদ)	=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
		খণ্ড ২০,০০০	প্রদেয় হিসাব (২০,০০০)	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়

দায় (খণ্ড) বৃদ্ধি ও দায় (প্রদেয় হিসাব) হ্রাস পেরেছে।

৭। মালিকানা স্বত্ত্ব সম্পরিমানে হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে।

উদাহরণ: মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।

A (সম্পদ)	=	L (দায়)	+	OE (মালিকানা স্বত্ত্ব)
			+	মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়
				(৫০০০) (উত্তোলন) ৫০০০ (ক্রয় ব্যয় হ্রাস)

মালিকানা স্বত্ত্ব (উত্তোলন) হ্রাস ও মালিকানা স্বত্ত্ব (ক্রয় ব্যয় হ্রাস) বৃদ্ধি পেরেছে।

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

হিসাব সমীকরণ ($A=L+OE$) বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা হিসাবের শ্রেণিবিভাগ খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি।

সম্পদ	=	দায়	+	মালিকানা স্বত্ত্ব
অথবা				
সম্পদ	=	দায়	+	মালিকের মূলধন + আয় - ব্যয় - মালিকের উত্তোলন

উপরের সমীকরণটি লক্ষ করলে দেখা যায়, হিসাব পাঁচ প্রকার।

১। সম্পদ ২। দায় ৩। মূলধন ৪। রেভিনিউ বা আয় ৫। ব্যয়

হিসাব ও লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা/সম্পর্ক

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	শ্রেণি	হিসাব-সংশ্লিষ্ট লেনদেন
১.	মূলধন হিসাব	মালিকানা স্বত্ত্ব	মালিক প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা প্রদান করলে মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২.	উত্তোলন হিসাব	মালিকানা স্বত্ত্ব	প্রতিষ্ঠান থেকে মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা গ্রহণ করলে উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৩.	নগদান হিসাব	সম্পদ	লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটলে নগদান হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৪.	ব্যাংক হিসাব	সম্পদ	লেনদেনের দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটলে ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৫.	ক্রয় হিসাব	ব্যয়	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হলে ক্রয় করা হয়। ক্রয় এবং পণ্য চুরি, নষ্ট, ব্যবহার ও বিতরণ হলে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৬.	বিক্রয় হিসাব	আয়	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হলে বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৭.	আসবাবপত্র হিসাব	সম্পদ	চেয়ার, টেবিল, আলমারি, শোকেজ, ফাইল কেবিনেট প্রভৃতি ছায়া সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় হলে আসবাবপত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৮.	কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাব	সম্পদ	উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ক্রয়, সংস্থাপন, সম্প্রসারণ ও বিক্রয়সংক্রান্ত লেনদেন কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

୯.	କ୍ରୟ ଫେରତ/ ବିହିଃଫେରତ ହିସାବ	ବିପରୀତ ବ୍ୟାୟ	କ୍ରୟକୃତ ପଣ୍ଡ ଫେରତ ପ୍ରଦାନ କରା ହଲେ ଏହି ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ । ଏହି ବ୍ୟାୟହାସ କରେ ।
୧୦.	ବିକ୍ରି ଫେରତ/ ଆଙ୍କଃଫେରତ ହିସାବ	ବିପରୀତ ଆୟ	ବିକ୍ରିକୃତ ପଣ୍ଡ ଫେରତ ପାଓଯା ଗେଲେ ଏହି ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ । ଏହି ଆୟହାସ କରେ ।
୧୧.	ପାନ୍ଦନାର ହିସାବ/ ପ୍ରଦେଶ ହିସାବ	ଦାୟ	ବାକିତେ ପଣ୍ଡ କ୍ରୟ, କ୍ରୟକୃତ ପଣ୍ଡ ଫେରତ, ପ୍ରଦେଶ ହିସାବ ପରିଶୋଧ, ଛାଡ଼ ପାଓଯା ଓ ବିଲେ ସ୍ଥିକୃତ ପ୍ରଦାନ କରା ହଲେ ପ୍ରଦେଶ ହିସାବ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୧୨.	ଦେନାଦାର ହିସାବ/ ଆପ୍ଯ ହିସାବ	ସମ୍ପଦ	ବାକିତେ ପଣ୍ଡ ବିକ୍ରି, ବିକ୍ରିତ ପଣ୍ଡ ଫେରତ, ଆପ୍ଯ ହିସାବ ହତେ ପ୍ରାପ୍ତ, ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ, ଅର୍ଥ ଅନାଦୟୀ ହଲେ ଓ ବିଲେ ସ୍ଥିକୃତ ପାଓଯା ଗେଲେ ଆପ୍ଯ ହିସାବ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୧୩.	ପ୍ରଦେଶ ବିଲ ହିସାବ	ଦାୟ	ବିଲେର ମାଧ୍ୟମେ କ୍ରୟ, ପ୍ରଦେଶ ହିସାବ ବିଲେ ସ୍ଥିକୃତ ପ୍ରଦାନ, ବିଲ ପରିଶୋଧ ଓ ଅପରିଶୋଧଜନିତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହଲେ ପ୍ରଦେଶ ବିଲ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୧୪.	ଆପ୍ଯ ବିଲ ହିସାବ	ସମ୍ପଦ	ବିଲେର ମାଧ୍ୟମେ ବିକ୍ରି, ଆପ୍ଯ ହିସାବ ହତେ ବିଲେ ସ୍ଥିକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ, ବିଲେର ଅର୍ଥ ଆଦୟ, ବାଟ୍ଟାକରଣ ଓ ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନେର କାରଣେ ଆପ୍ଯ ବିଲ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୧୫.	ମଜୁଦ ପଣ୍ଡ ହିସାବ	ସମ୍ପଦ	କ୍ରୟକୃତ ପଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିସାବ ବଚର/ହିସାବକାଳେର ଶେଷେ ଅବିକ୍ରିତ ଥେକେ ଗେଲେ ଉଚ୍ଚ ହିସାବକାଳେର ଶେଷ ତାରିଖେ ଏଇ ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରା ହୁଏ, ଯା ଉଚ୍ଚ ଶେଷ ତାରିଖେ ସମାପନୀ ମଜୁଦ ପଣ୍ଡ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଚର/ହିସାବକାଳେର ୧ ମିନେ ପାରାନ୍ତିକ ମଜୁଦ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୧୬.	ଝଗ ହିସାବ	ଦାୟ	ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରୟୋଜନେ ଝଗ ଶ୍ରହଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ତା ପରିଶୋଧ ହଲେ ଝଗ ହିସାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଝଗ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ନାମ ମୁକ୍ତ ହତେ ପାରେ । ସେମନ-ରାକେଶେର ଝଗ ହିସାବ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଝଗ ହିସାବ ।
୧୭.	ବିନିଯୋଗ ହିସାବ	ସମ୍ପଦ	ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ଜଲସ ଅର୍ଥ ସାମୟିକ ବା ଦୀର୍ଘମୟାଦେର ଜନ୍ୟ ଶେଯାର, ସମ୍ଭାଗପତ୍ର, ପ୍ରାଇଜବନ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରେ ବିନିଯୋଗ କରଲେ ବା ଭାଙ୍ଗାନ୍ତେ ହଲେ ବିନିଯୋଗ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୧୮.	ବେତନ ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ	କର୍ମଚାରୀଦେର ବେତନ ପରିଶୋଧ ବା ଅପରିଶୋଧିତ ହଲେ ବେତନ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ । ଏଥାନେ ଉତ୍ୱେଖ, କର୍ମଚାରୀଦେର ନାମେ କୋନୋ ହିସାବ ଖୋଲା ହବେ ନା ।
୧୯.	ମନିହାରି ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ	ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦଲେର ଜନ୍ୟ କାଗଜ, କଲମ, ପେନିଲ, କ୍ଲେଲ, ଫାଇଲ କତର, ପିନ, କ୍ଲିପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରୁବ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରା ହଲେ ମନିହାରି ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।
୨୦.	ଭାଡ଼ା ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ	କାରଖାନା, ଅଫିସ, ଶୋକରୁମ ପ୍ରଭୃତି ହାନେର ଭାଡ଼ା ପରିଶୋଧ ବା ଅପରିଶୋଧିତ ହଲେ ଭାଡ଼ା ହିସାବ ଖୋଲା ହୁଏ । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରୟୋଜନେ ପୃଥିକ ପୃଥିକ ଭାଡ଼ା ହିସାବର ହତେ ପାରେ । ସେମନ-ଅଫିସ ଭାଡ଼ା ହିସାବ, କାରଖାନାର ଭାଡ଼ା ହିସାବ ପ୍ରଭୃତି ।
୨୧.	ପରିବହଣ ଖରଚ ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ	ପଣ୍ଡ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରିକାଲୀନ ସମ୍ଯ ତା ସଥାକ୍ରମେ ଆନନ୍ଦନ ଓ ପୌଛାନେର ଜନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାୟ ହଲେ କ୍ରୟ/ଆଙ୍କଃପରିବହଣ ହିସାବ ଓ ବିକ୍ରି/ବିହିଃପରିବହଣ ହିସାବ ଖୋଲା ହୁଏ ।
୨୨.	ପ୍ରଦନ୍ତ ସୁଦ ହିସାବ ଓ ଥାନ୍ତ ସୁଦ ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ ଓ ଆୟ	ସୁଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସୁଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବକେୟା ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସୁଦ ହିସାବ ଖୂଲାତେ ହୁଏ । ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଅନାଦୟୀ ସୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବିନିଯୋଗେ ସୁଦ ହିସାବ, ଉତ୍ୱେଲନେର ସୁଦ ହିସାବ, ପ୍ରଦନ୍ତ ଖଣ୍ଗେ ସୁଦ ହିସାବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାର ସୁଦ ଏବଂ ପ୍ରଦନ୍ତ ବା ବକେୟା ସୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ମୂଳଧନେର ସୁଦ, ଖଣ୍ଗେ ସୁଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାତିରିକେର ସୁଦ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ୱେଖ୍ୟାଗ୍ୟ ।
୨୩.	ବିଜ୍ଞାପନ ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ	ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରଚାରଣ ଓ ପ୍ରଚାରର ଜନ୍ୟ ସେ କୋନୋ ମାଧ୍ୟମେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାୟ କରା ହଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ହିସାବ ଖୋଲା ହୁଏ । ପୋସ୍ଟାର, ବ୍ୟାନାର, ରେଡିଓ, ଟିଭି, ବିନାମୂଲ୍ୟ ପଣ୍ଡ ବିତରଣ ପ୍ରଭୃତି କାରଣ ଉତ୍ୱେଖ୍ୟାଗ୍ୟ ।
୨୪.	କୁର୍ବାଣ ହିସାବ	ବ୍ୟାୟ	ଆପ୍ଯ ହିସାବରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦେଉଲିଯା ବା ଅନ୍ୟ କୋନୋ କାରଣେ ଅର୍ଥ ଆଦୟ ଅସସ୍ତବ ହଲେ କୁର୍ବାଣ ହିସାବରେ ଲିପିବନ୍ଧ ହୁଏ ।

২৫.	প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্তি বাট্টা হিসাব	ব্যয় ও আয়	প্রাপ্তি হিসাবের হতে পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য কিছু টাকা ছাড় প্রদান এবং খদের হিসাবে দেনা পরিশোধের সময় কিছু টাকা ছাড় পাওয়া গেলে তা বাট্টা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাট্টা প্রদান ও প্রাপ্তির জন্য ব্যথাক্রমে প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্তি বাট্টা হিসাব পৃথক নামে লিপিবদ্ধ হয়।
২৬.	অবচয় হিসাব	ব্যয়	স্থায়ী সম্পদের ব্যবহারজনিত কারণে মূল্য হ্রাস পেলে, হ্রাস প্রাপ্ত অংশের জন্য অবচয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২৭.	বকেয়া খরচ ও প্রাপ্তি আয় হিসাব	দায় ও সম্পদ	মুনাফা জাতীয় খরচ বকেয়া এবং মুনাফা জাতীয় আয় অনাদায়ীর জন্য পৃথক পৃথক হিসাব খুলতে হয়। যেমন—বকেয়া বেতন হিসাব, বকেয়া খণ্ডের সুদ হিসাব, অনাদায়ী কমিশন হিসাব, অনাদায়ী সুদ হিসাব ইত্যাদি।
২৮.	অগ্রিম খরচ ও অগ্রিম আয় হিসাব	সম্পদ ও দায়	কোনো খরচ হতে সুবিধা পাওয়ার পূর্বেই তার মূল্য পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট খরচ অগ্রিম হিসাব এবং আয়ের বিপরীতে সুবিধা প্রদানের পূর্বেই মূল্য আদায় হলে সংশ্লিষ্ট আয় অগ্রিম হিসাব খোলা হয়। যেমন—অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব, অগ্রিম ভাড়া হিসাব, অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি হিসাব, অগ্রিম উপভাড়া হিসাব ইত্যাদি। অগ্রিম প্রাপ্ত আয়কে অনুপোর্জিত আয় হিসাবে গণ্য করা হয়।
২৯.	মেরামত হিসাব	ব্যয়	স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, মেটেরগাঢ়ি ইত্যাদি) মেরামতের জন্য সাধারণভাবে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মেরামতের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের ফলে সম্পদের আয়ুক্তি বৃদ্ধি পেলে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ডেবিট হবে।
৩০.	অফিস সরঞ্জাম হিসাব	সম্পদ	প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার, এসি, ফটোকপি মেশিন, প্রিন্টার ইত্যাদি ত্রয় ও ত্রয়সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ এবং বিশেষ কারণে এগুলো বিক্রয়ের জন্য অফিস সরঞ্জাম হিসাব খোলা হয়।
৩১.	অফিস সাপ্লাইজ হিসাব	সম্পদ	ঘড়ি, স্ট্যাপলের, ক্যালকুলেটর, পেপার ওয়েট ইত্যাদি যার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ব্যবহার উপযোগিতা দীর্ঘদিন পাওয়া যায়। এ সকল ত্রয়ের জন্য অফিস সাপ্লাইজ হিসাব প্রভাবিত হবে।

বি. দ্র. উপরিউক্ত ছকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের ধারণা প্রদান করা হলো।

দলগত কাজ:

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ত্ব, রেভিনিউ বা আয় ও ব্যয় হিসাবের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে।

লেনদেন চিহ্নিকরণ ও উহার কারণ ব্যাখ্যাকরণ :

সোহেল এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে :

- ১। ৫০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করা হলো।
- ২। নগদে ১৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়।
- ৩। একজন প্রদেয় হিসাবকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ।
- ৪। ৮,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান।
- ৫। বিজ্ঞাপন বাবদ ২,০০০ টাকা প্রদান।
- ৬। জনাব মামুনকে মাসিক ৭,০০০ টাকা বেতনে ব্যবসায়ের ম্যানেজার নিয়োগ।

- ৭। ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন।
- ৮। মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ হতে ৫০০ টাকা চূরি হয়েছে।
- ৯। হাশেম ব্রাদার্স হতে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হলো।
- ১০। ১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য হানিফ ট্রেডার্সের নিকট ধারে বিক্রয়।

এসব ঘটনা লেনদেন কি না তা কারণসহ ব্যাখ্যা করা হলো -

সমাধান :

নং	লেনদেন কি না	কারণসহ ব্যাখ্যা (সমীকরণ পদ্ধতিতে)
১.	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ে নগদ সম্পদ ও মূলধন বাবদ মালিকানা বৃক্ষি পেয়েছে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর A এবং OE উপাদান বৃক্ষি পেয়েছে।
২.	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ে নগদ সম্পদ ত্রাস ও ত্রয় ব্যবহ বাবদ মালিকানা বৃক্ষি ত্রাস পেয়েছে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর A এবং OE উপাদান ত্রাস পেয়েছে।
৩.	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ে নগদ সম্পদ ত্রাস ও প্রদেয় হিসাব দায় ত্রাস পেয়েছে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর A এবং L উপাদান ত্রাস পেয়েছে।
৪.	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর কোনো উপাদান পরিবর্তন হয়নি।
৫.	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ে নগদ সম্পদ ত্রাস পেয়েছে ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বৃক্ষি পাওয়ায় মালিকানা বৃক্ষি ত্রাস পেয়েছে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর A এবং OE উপাদান ত্রাস পেয়েছে।
৬.	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর কোনো উপাদান পরিবর্তন হয়নি।
৭.	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ে নগদ সম্পদ ত্রাস পেয়েছে ও উত্তোলন বাবদ মালিকানা বৃক্ষি ত্রাস পেয়েছে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর A এবং OE উপাদান ত্রাস পেয়েছে।
৮.	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর কোনো উপাদান পরিবর্তন হয়নি।
৯.	লেনদেন নয়	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর কোনো উপাদান পরিবর্তন হয়নি।
১০.	লেনদেন	এই ঘটনাটির ফলে ব্যবসায়ে প্রাপ্য হিসাব সম্পদ বৃক্ষি পেয়েছে ও বিক্রয় আয় বাবদ মালিকানা বৃক্ষি পেয়েছে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ $A = L + OE$ এর A এবং OE উপাদান বৃক্ষি পেয়েছে।

হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব -

হাসান এন্ড এসোসিয়েটেস জানুয়ারি ১, ২০২৫ তারিখে আইন পেশার অফিস চালু করে। তার ব্যবসায়ে প্রথম মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ :

- জানু: ১ আইন পেশায় ৫০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ বিনিয়োগ করা হলো।
- জানু: ২ জানুয়ারি মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো ৩,০০০ টাকা।
- জানু: ৩ ধারে অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।
- জানু: ১০ মক্কেলদের নগদে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৬,০০০ টাকা।
- জানু: ১৫ অফিস কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ২,০০০ টাকা।
- জানু: ২০ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে খণ্ড নেওয়া হলো ২০,০০০ টাকা।
- জানু: ২৪ মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৭,০০০ টাকা।
- জানু: ২৯ বাকিতে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ ১০,০০০ টাকা।

হাসান এন্ড এসোসিয়েটসের ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সম্পন্ন লেনদেনগুলো বিশ্লেষণ করে নিম্ন বর্ণিত হিসাবসমূহ চিহ্নিত করা যায়।

১. নগদান হিসাব
২. মূলধন হিসাব
৩. ভাড়া হিসাব
৪. অফিস যন্ত্রপাতি হিসাব/সেবা সরঞ্জাম হিসাব
৫. যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী হিসাব
৬. সেবা আয় হিসাব
৭. বেতন হিসাব
৮. খরচ হিসাব
৯. প্রাপ্য হিসাব

হাসান এন্ড এসোসিয়েটসের

২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের লেনদেনসমূহের প্রভাব হিসাব সমীকরণে দেখানো হলো :

তারিখ	সম্পন্ন			=	দায়	+	মালিকানা ঘূর্ণ	মন্তব্য
	নগদ	প্রাপ্য হিসাব	যন্ত্রপাতি	=	ঝর্ণ			
২০২৫ জানু: ১	৫০,০০০			=		+	৫০,০০০	মূলধন আনয়ন
জানু: ২	(৩,০০০)			=		+	(৩,০০০)	ভাড়া খরচ
জানু: ৭				=		+		
জানু: ১০	৬,০০০			=		+	৬,০০০	সেবা আয়
জানু: ১৫	(২,০০০)			=		+	(২,০০০)	বেতন খরচ
জানু: ২০	২০,০০০			=	২০,০০০	+		
জানু: ২৪		৭,০০০		=		+	৭,০০০	সেবা আয়
জানু: ২৯	(১০,০০০)			=	(১০,০০০)	+		
উত্তুত	৬১,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	=	২০,০০০	৫,০০০	৫৮,০০০	
মোট		৮৩,০০০		=		৮৩,০০০		

জনাব সাগর ২০২৫ সালে ১ জানুয়ারি নগদ ৯০,০০০ টাকা এবং ২,৫০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে 'সাগর ইলেক্ট্রনিক্স' এর কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ সংঘটিত হয় :

জানয়ারি- ৩ ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জয়া দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো।

জানুয়ারি- ৫ নগদে ফ্যান ও এনার্জি বালব ক্রয় ২০,০০০ টাকা ও ধারে বৈদ্যুতিক তার ক্রয় ৫০,০০০টাকা।

জানুয়ারি- ৮ বিনামূল্যে বৈদ্যুতিক তার বিতরণ ৬,০০০ টাকা।

জানুয়ারি- ১৫ ব্যাংক থেকে খণ্ড গ্রহণ ১,০০,০০০ টাকা।

জানুয়ারি- ২৫ ফ্যান ও বৈদ্যুতিক তার বিক্রয় যথাক্রমে নগদে ৬০,০০০ টাকা ও চেকে ১০,০০০ টাকা।

জানুয়ারি- ২৮ বৈদ্যুতিক তার ফেরত ৫,০০০ টাকা।

সাগর ইলেক্ট্রনিক্সের উল্লিখিত লেনদেনসমূহ বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত হিসাবগুলো পাওয়া যায়;

১. নগদান হিসাব
২. আসবাবপত্র হিসাব
৩. ব্যাংক হিসাব
৪. প্রদেয় হিসাব
৫. ব্যাংক ঝণ হিসাব
৬. মূলধন হিসাব
৭. ক্রয় হিসাব
৮. বিজ্ঞাপন হিসাব
৯. বিক্রয় হিসাব
১০. ক্রয়ফেরত হিসাব।

সাগর ইলেক্ট্রনিক্সের উল্লিখিত লেনদেনসমূহ দ্বারা হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখানো হলো :

তারিখ	সম্পদ (A)			=	দায় (L)		+ মালিকানা স্থূল (OE)	মন্তব্য
	নগদ	আসবাবপত্র	ব্যাংক		প্রদেয় হিসাব	ব্যাংক ঝণ		
২০২৫ জানু-১	৯০,০০০	২,৫০,০০০		=			+ ৩,৪০,০০০	মূলধন
জানু-৩	(৫০,০০০)		৫০,০০০	=			+ (১০,০০০)	ক্রয় ব্যয়
জানু-৫	(২০,০০০)			= ৩০,০০০			+ (৬,০০০)	বিজ্ঞাপন
জানু-৮				=			+ ৬,০০০	ক্রয় প্রাপ
জানু-১৫			১,০০,০০০	=	১,০০,০০০		+ (৩,৪৫,০০০)	
জানু-২৫	৬০,০০০		১০,০০০	=			+ ৭০,০০০	বিক্রয়
জানু-২৮				= (৫,০০০)			+ ৫,০০০	ক্রয় ফেরত
উল্লিখিত	৮০,০০০	২,৫০,০০০	১,৬০,০০০	= ৪৫,০০০	১,০০,০০০	+ ৩,৪৫,০০০		
মোট		৮,৯০,০০০		=	৮,৯০,০০০			

কাজ : হিসাব সমীকরণে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের প্রভাব দেখাও

জনাব নার্গিস আক্তার মার্চ ১, ২০২৫ তারিখে ‘নার্গিস টেইলার্স’ নামে ব্যবসায় শুরু করেন। প্রথম মাসে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়:

- মার্চ ১ ২০,০০০ টাকা মূলধনস্থরূপ বিনিয়োগ করা হলো।
- মার্চ ৩ মার্চ মাসের দোকান ভাড়া পরিশোধ করা হলো ৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ৯ নগদে সেলাই মেশিন ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৪ কাপড় সেলাই বাবদ মজুরি আদায় ২,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৭ ব্যবসায়ের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ১,০০০ টাকা।
- মার্চ ২২ গ্রাহক হতে সেলাইয়ের মজুরি বাবদ প্রাপ্ত ১,৫০০ টাকা।
- মার্চ ২৫ সেলাই মেশিন মেরামত করা হলো ৩০০ টাকা।
- মার্চ ৩০ ২২ তারিখের বিলের অর্থ আদায় ১,২০০ টাকা।

ব্যাবসায়িক লেনদেনের উৎস এবং এ তদসংক্রান্ত দলিল পত্রাদি :

প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে এক বা একাধিক প্রমাণপত্র থাকে। লেনদেনের সত্যতা নিশ্চিত করতে এ সকল প্রমাণপত্র ব্যবহার হয়। যেমন: যেকোনো ব্যবসায়ী একই দিনে বহুবিধ লেনদেন সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয়, পণ্য ক্রয়, ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, বিক্রীত পণ্য ফেরত, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া বা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা—এরকম বহুবিধ ঘটনা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঘটতে পারে। আর এ সমস্ত ঘটনাই হলো মূলত ব্যবসায়ের লেনদেনের উৎস। সারা বছরের লেনদেনগুলো মুখ্যত রাখা সম্ভব নয়। কাজেই লেনদেনগুলোকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই গুরুত্ব সহকারে হিসাবের বিহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। একজন হিসাবরক্ষক যখন এই লিপিবদ্ধকরণের কাজটি সমাধা করেন, তখনই লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলও প্রস্তুত করেন। দলিলপত্রগুলো হচ্ছে চালান, ভাউচার, ক্যাশ মেমো, বিল, ডেবিট নেট, ক্রেডিট নেট, ব্যাট চালান ইত্যাদি। এই সমস্ত দলিল পত্রাদির ব্যাখ্যা, এদের নমুনা এবং ব্যবহার বর্ণনা করা হলো।

১। চালান : চালান হলো ধারে পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল। বিক্রেতা যখন পণ্য বিক্রয় করেন, তখন পণ্যের পূর্ণ বিবরণ-সংবলিত একটি লিখিত দলিল ক্রেতাকে হস্তান্তর করেন। এই লিখিত দলিলই হচ্ছে চালান।

চালানে ক্রেতার নাম ও ঠিকানা, পণ্যের পরিমাণ, বিবরণ, মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের শর্ত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। বিক্রেতার নিকট এটা বহিচালান এবং ক্রেতার নিকট তা আন্তঃচালান বলে গণ্য হয়। এই চালানের ভিত্তিতে ক্রেতা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় জাবেদায় এবং বিক্রেতা বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করেন।

নিচে একটি চালানের নমুনা দেখানো হলো—

চালান নং-০৫৭২৮		সুমন ট্রেডার্স ৫৩, নিউমার্কেট, ঢাকা		তারিখ : ১০ মার্চ ২০২৫
চালান				
ক্রেতার নাম: মেসার্স জাদিদ ট্রেডার্স				
ঠিকানা: বোর্ডবাজার, গাজীপুর।				
ক্র/নং	মালের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	নাজির শাহিদ চাল বাদ: কারবারি বাট্টা (৫%)	৪০	১,০০০ কেজি	৪০,০০০ ২,০০০
				৩৮,০০০
টাকা (কথায়): আটগ্রাম হাজার মাত্র।				
বিক্রয় শর্ত: ২/১০, মিট ৩০				
বি.দ্র. ভুল-ক্রেট সংশোধনযোগ্য।		বিক্রেতার স্বাক্ষর		

টাকা : পণ্যের মোট মূল্যের উপর যে পরিমাণ টাকা মওকুফ করে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয়, সেই মওকুফকৃত টাকাই হলো কারবারি বাট্টা।

২। ক্যাশমেমো : নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্যাশমেমো ব্যবহৃত হয়। পণ্য বিক্রেতা পণ্য ক্রেতাকে ক্যাশমেমো দিয়ে থাকেন ক্যাশমেমোর উপরিভাগে বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত থাকে। পণ্য বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের নাম, পরিমাণ, দর, মোট মূল্য, নিট মূল্য, কমিশন ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করে ক্রেতাকে প্রদান করেন ক্রেতা ক্যাশমেমো অনুসারে পণ্যমূল্য পরিশোধ করে পণ্য গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত ক্যাশমেমো তিন সেট তৈরি করা হয়।

ক্যাশমেমোর নমুনা

ভার্টচার নং ৫৬		আলম জেনারেল স্টের		তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৫
		ক্যাশমেমো		
ক্রেতার নাম : সীমান্ত এন্ড ট্রার্ডার্স				
ঠিকানা : চান্দননা, গাজীপুর				
নং	বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	জেল কলম বাদ: কারবারি বাট্টা (৫%)	৫.০০	১,০০০ পিস	৫,০০০ (২৫০) ৪,৭৫০
টাকা (কথায়): চার হাজার সাতশত পঞ্চাশ মাত্র।				
ক্রেতার স্বাক্ষর				
বি: মু: বিক্রীত পণ্য ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না।		বিক্রেতার স্বাক্ষর		

৩। ডেবিট নোট : ক্রয়কৃত পণ্য ফরমায়েশ অনুযায়ী না হলে অথবা নিম্নমানের হলে ক্রেতা বিক্রেতাকে উক্ত পণ্য ফেরত পাঠায়। এভাবে বিক্রীত পণ্য যখন কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার নিকট ফেরত আসে, তখন ক্রেতা উক্ত ফেরত পণ্যের পূর্ণ বিবরণ যথা— পণ্যের পরিমাণ, দর, মূল্য ইত্যাদি কাগজে লিখে ফেরত পণ্যের সাথে বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করে। নোটের মাধ্যমে বিক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তার বা তাদের হিসাব থাত উক্ত ফেরত পণ্যের মূল্যের জন্য ডেবিট করা হয়েছে। এরূপ নোটই ডেবিট নোট। ডেবিট নোট ক্রেতা তৈরি করে থাকেন।

ডেবিট নোটের নমুনা

ডেবিট নোট নং-১৭৩

ইমরান ব্রাদার্স

তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০২৫

মালিটোলা, বৎশাল ঢাকা

প্রাপকের নাম: মেসার্স স্প্ল্যান্স এন্টারপ্রাইজ

ঠিকানা: ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর-৬, ঢাকা।

সূত্র: ক্ষয়/চালান নম্বর ১২৬৫/৩ আগস্ট ২০২৫

ডেবিট নোট

ক্র: নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিস ১৩০০ টাকা করে ১০ পিস জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো এবং ফেরত পণ্যের মূল্য দ্বারা আপনাদের হিসাবকে ডেবিট করা হলো। বাদ: কারবারি বাট্টা	১৩,০০০ (১,০০০) ১২,০০০

টাকা (কথায়): বারো হাজার মাত্র।

ব্রিয়াল ব্যবস্থাপক

৪। ক্রেডিট নোট : বিক্রেতার কাছে বিক্রীত পণ্য ফেরত এলে বিক্রেতা প্রাপ্ত পণ্যের পূর্ণ বিবরণ যথা : পণ্যের পরিমাণ দর, মূল্য একটি কাগজে লিখে ক্রেতার নিকট প্রেরণ করে জানিয়ে দেয় যে, তার বা তাদের হিসাব খাত উত্ত ফেরত পণ্যের মূল্যের জন্য ক্রেডিট করা হয়েছে। এরপে নোট ক্রেডিট নোট। ক্রেডিট নোট বিক্রেতা তৈরি করে থাকে।

ক্রেডিট নোটের নমুনা

ক্রেডিট নোট নং-২৩৭

মেসার্স স্প্ল্যান্স এন্টারপ্রাইজ

তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫

প্রাপকের নাম: ইমরান ব্রাদার্স

৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর-৬, ঢাকা

ঠিকানা: মালিটোলা, বৎশাল ঢাকা

সূত্র: ডেবিট নোট ১৭৩/১৮ আগস্ট ২০২৫

ক্রেডিট নোট

ক্র: নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিস ১৩০০ টাকা করে ১০ পিস জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেছে এবং আপনাদের হিসাবকে ফেরত মালের মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছে। বাদ: কারবারি বাট্টা	১৩,০০০ (১,০০০) ১২,০০০

টাকা (কথায়): বারো হাজার মাত্র।

ব্রিয়াল ব্যবস্থাপক

৫। ভাউচার : লেনদেনে যে প্রমাণপত্র ব্যবহৃত হয়, তাকে ভাউচার বলে। যেমন : ৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় বাবদ বিক্রেতা ক্রেতাকে ৫,০০০ টাকার একটি ভাউচার দিয়ে থাকেন, আবার বাড়ি ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মালিক ভাড়াটিয়াকে ২,০০০ টাকা ভাউচার প্রদান করে থাকেন।

ভাউচার দুই প্রকার : যথা :

১. ডেবিট ভাউচার
২. ক্রেডিট ভাউচার

ক) ডেবিট ভাউচার : পণ্য ক্রয়ে এবং বিভিন্ন ব্যয়ের স্বপক্ষে ডেবিট ভাউচার ব্যবহৃত হয়। ডেবিট ভাউচারের সাথে চালান, ক্যাশমেমো যুক্ত করে ধারাবাহিকভাবে ভাউচার নম্বর প্রদানপূর্বক ক্যাশবুক বা নগদান রেজিস্ট্রারের ক্রেডিট দিক বা খরচের দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ডেবিট ভাউচার নমুনা ছক

আলী এন্ড হায়দার
আন্দরবিল্লা চট্টগ্রাম

তারিখ: -----

ডেবিট ভাউচার নম্বর: -----

গ্রহণকারীর নাম: -----

হিসাব খাতের নাম: -----

ঠিকানা: -----

নং	খরচের বিবরণ	টাকা

টাকা (কথায়): -----

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর

হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

গ্রাহীভার স্বাক্ষর

খ) ক্রেডিট ভাউচার : পণ্য বিক্রয় ও বিভিন্ন আয়ের জন্য যে ভাউচার ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় ক্রেডিট ভাউচার। ক্রেডিট ভাউচারের সাথে চালানের কপি, ক্যাশমেমো ইত্যাদি সংযুক্ত করে তাতে ধারাবাহিকভাবে ক্যাশ বুকের ডেবিট দিকে (অর্থ প্রাপ্তির দিকে) লিপিবদ্ধ করা হয়।

ক্রেডিট ভাউচারের নমুনা ছক

জহির এন্ড ব্রাদার্স

ফুলতলা, খুলনা

ক্রেডিট ভাউচার নম্বর: -----

তারিখ: -----

হিসাব খাতের নাম: -----

গ্রহণকারীর নাম: -----

নং	আয়ের বিবরণ	টাকা

টাকা (কথায়): -----

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর

হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

গ্রাহীভার স্বাক্ষর

কাজ : ২৫,০০০ টাকা পণ্য ক্রয়ের জন্য কান্দনিক নাম, ঠিকানা ব্যবহার করে একটি ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি ব্যবসায়ের লেনদেন বহির্ভূত ঘটনা?

- ক. ধারে পণ্য ক্রয় ১২,০০০ টাকা
- খ. আসবাবপত্রের অবচয় ২,০০০ টাকা
- গ. ২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ অদান
- ঘ. ২,৫০০ টাকার পণ্য ফেরত আসলো

২. লেনদেন-সংগ্রাহক ঘটনা হতে পারে -

- i. দৃশ্যমান
- ii. অদৃশ্যমান
- iii. অর্থসম্পর্কহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৩. ধারে ক্রিয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক. ডেবিট মোট | খ. ডেবিট ভাউচার |
| গ. চালান | ঘ. ক্রেডিট মোট |

৪. $A=L+OE$ সমীকরণটির OE উপাদানটি কী নির্দেশ করে?

- | | |
|----------|----------------------|
| ক. সম্পদ | খ. মালিকানা স্বত্ত্ব |
| গ. দায় | ঘ. মুনাফা |

নিচের তথ্য থেকে ৫, ৬, ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনির ট্রেডার্স এর মালিক ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ৫০,০০০ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। উক্ত মাসে ধারে বিক্রয়কৃত ১০,০০০ টাকার পণ্যের মধ্যে ৩,০০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে।

৫. ৫০,০০০ টাকার লেনদেনটির ফলে হিসাব সমীকরণের কোন উপাদান বৃদ্ধি পাবে?

- | | |
|-------------|----------|
| ক. ব্যয় | খ. মূলধন |
| গ. বিনিয়োগ | ঘ. দায় |

৬. ৩,০০০ টাকার লেনদেনটির জন্য মনির ট্রেডার্স কোন দলিলটি প্রস্তুত করবে ?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক. ডেবিট মোট | খ. ক্রেডিট মোট |
| গ. চালান | ঘ. ডেবিট ভাউচার |

৭. উদ্দীপকের আলোকে মাস শেষে মনির ট্রেডার্সের আর্থিক অবস্থায় প্রকাশ পাবে -

- মোট সম্পদ ৫৭,০০০ টাকা
- মোট দায় ৭,০০০ টাকা
- মালিকানা স্বত্ত্ব ৫৭,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৮. 'ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ উত্তোলন'- এই লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণে ভ্রাস পাবে-

- সম্পদ

- দায়

- মালিকানা স্বত্ত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৯. শুধু মালিকানা স্বত্ত্ব সমানভাবে ভ্রাস-বৃদ্ধি পায় এমন লেনদেন হলো-

- বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ
- বিক্রিত পণ্য ফেরত
- মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

১০. ২০২৫ সালের ২০ মার্চ তারিখের ক্রেডিট নোটে নিচের কোনটি সূত্র হিসেবে লেখা যায় ?
- ক. ক্রয়/চালান নম্বর ৬৫/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ. বিক্রয়/চালান নম্বর ৭০/১০ মার্চ ২০২৫
গ. ডেবিট নোট ২৫/১৫ মার্চ ২০২৫ ঘ. ডেবিট নোট ৩০/৩০ মার্চ ২০২৫

স্বজনশীল প্রশ্ন

১. 'রিফাত এন্টারপ্রাইজ' একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে :

- ডিসেম্বর ১ ৫,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।
 ডিসেম্বর ৩ ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো।
 ডিসেম্বর ৫ ধারে পণ্য ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
 ডিসেম্বর ১০ মালিক কর্তৃক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খাল গ্রহণ ৪০,০০০ টাকা।
 ডিসেম্বর ১৫ ৪৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমারেশ প্রদান।
 ডিসেম্বর ২০ প্রদেয় হিসাব পরিশোধ ১৫,০০০ টাকা।
 ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ব্যবসায়িক লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ. ঘটনাসমূহ হতে লেনদেন চিহ্নিত করে সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করো।
 গ. হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব দেখাও।

- ২। ২০২৫ জানুয়ারি মাসে 'চয়ন ব্রাদার্স'-এর ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয় :

- জানুয়ারি ১ ব্যবসায় মূলধন আনা হলো ৭৫,০০০ টাকা।
 জানুয়ারি ২ ১৮,০০০ টাকা বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দেওয়া হলো।
 জানুয়ারি ৭ ধারে পণ্য বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা।
 জানুয়ারি ১০ নগদে মনিহারি ক্রয় ২,২০০ টাকা।
 জানুয়ারি ১২ মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ছেলের স্কুলের বেতন দিলেন ২,০০০ টাকা।
 জানুয়ারি ২০ সুমনা ট্রেডার্সের নিকট হতে ৩০,০০০ টাকা পোওয়া গেল।
 ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ. 'চয়ন ব্রাদার্স'-এর লেনদেনগুলোর সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ ব্যাখ্যা করো।
 গ. 'চয়ন ব্রাদার্স'-এর লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব দেখাও।

৩. 'লিঙ্গ্যাল এইড' নামে জনাব আসফিয়া ২ মে ২০২৫ তারিখে তার আইন ব্যবসায় চালু করেন। প্রথম মাসের ঘটনাগুলো নিম্নরূপ :

- মে ২ আইন পোশায় ১,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হলো।
 মে ৪ অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো ১৮,০০০ টাকা।
 মে ৮ ধারে সেবা সরঞ্জাম ক্রয় করা হলো ৪০,০০০ টাকা।
 মে ১২ মক্কেলদের নগদে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৯০,০০০ টাকা।
 মে ১৬ অফিস কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ১০,০০০ টাকা।
 মে ২৫ ব্যাংক থেকে খাল নেওয়া হলো ১,০০,০০০ টাকা।
 মে ২৭ মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৬০,০০০ টাকা।
 মে ৩০ বাকিতে ক্রয়কৃত সেবা সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ ৩০,০০০ টাকা।

- ক. সেবা সরঞ্জামের অপরিশোধিত মূল্য নির্ণয় করো ।
 খ. মাস শেষে জনাব আসফিয়ার মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো ।
 গ. মে মাসের ৮, ১২, ২৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেনের দ্বারা হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও ।

৪. সেলিম ট্রেডার্স ফেক্রয়ারি ২০২৫-এ বিজয় ট্রেডার্সের নিকট নিম্নোক্ত পণ্য বিক্রয় করেন :

- ফেক্রয়ারি ১ নগদে ১৫০ টাকা দরে ১১৫ কেজি চিনি, ভাউচার নং ৩২ ।
 ফেক্রয়ারি ৭ ১৫২ টাকা দরে ৬০ কেজি চিনি ।
 ফেক্রয়ারি ১৫ ১৩০ টাকা দরে ৫০ কেজি মসুর ডাল, চালান নং ১৩৮, শর্ত ২/১৫, নিট ৪০ ।
 সেলিম ট্রেডার্স মোট বিক্রয়ের উপর ১০% কারবারি বাট্টা মঞ্জুর করেন ।
 ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ফেক্রয়ারি ৭ তারিখের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো ।
 খ. ফেক্রয়ারি ১ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ক্যাশমোমো প্রস্তুত করো ।
 গ. ফেক্রয়ারি ১৫ তারিখের লেনদেন হতে চালান প্রস্তুত করো ।

৫. জেমস ট্রেডার্স ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে নগদ ১,২০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে একটি ব্যবসায় শুরু করল । সারা মাসে প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয় :

- জানুয়ারি ২ প্রাইম ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো ।
 জানুয়ারি ৪ বেলাল এন্টারপ্রাইজের নিকট হতে ৪৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়, নগদ প্রদান ২০,০০০ টাকা ও চেকে প্রদান ১৫,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ৬ ৮০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়, নগদ ৩০,০০০ টাকা ও চেকে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল ।

জানুয়ারি ৯ বেলাল এন্টারপ্রাইজের অবশিষ্ট পাওনা ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো ।

জানুয়ারি ১৮ মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলেন ৮,০০০ টাকা ।

ক. জেমস ট্রেডার্সের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো ।

খ. জানুয়ারি ১, ২, ৪ ও ৯ তারিখের লেনদেনগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ করো যে, $A=L+OE$

গ. জেমস ট্রেডার্সের মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো ।

৬. আল-হাসান ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে নগদ ১৫,০০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৭,২০,০০০ টাকা নিয়ে 'আল-হাসান' নামে একটি রেস্টুরেন্ট চালু করেন । উক্তমাসে তার রেস্টুরেন্টে সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ :

জানুয়ারি ৫ গ্রাহকদের সেবা প্রদান ৭৫,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ৯ চেকের মাধ্যমে মাসিক ভাড়া প্রদান ৪০,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ১১ বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ করা হলো ১২,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ২১ ধারে অফিস সাপ্লাইজ ক্রয় করা হলো ১৭,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ২৮ গ্রাহককে ধারে ১,৭৫,০০০ টাকার সেবা প্রদান ।

জানুয়ারি ৩১ অফিস সাপ্লাইজের মূল্যে পরিশোধ করা হলো ১০,০০০ টাকা ।

ক. অফিস সাপ্লাইজের অপরিশোধিত মূল্য নির্ণয় করো ।

খ. ৯ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ভাউচার প্রস্তুত করো ।

গ. জানুয়ারি ১, ৫, ১১ ও ২৮ তারিখের লেনদেনের সাহায্যে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার ওপর প্রভাব দেখাও ।

৭. ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বড়ুয়া ট্রেডার্সের ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়:

জানুয়ারি ১ , পণ্ডত্রৈ ক্রয় ৬০,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ১২ অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ২৬,৫০০ টাকা ।

জানুয়ারি ২৩ অনিক ট্রেডার্সের নিকট পণ্য বিক্রয় ১,২৫,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ২৫ অফিস ভাড়া প্রদান ১৫,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ২৮ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ৩২,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ৩০ মনির ব্রাদার্সের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ২৮,০০০ টাকা ।

ক. জানুয়ারি মাসের ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো ।

খ. উক্ত মাসে বড়ুয়া ট্রেডার্সের নগদ লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো ।

গ. বড়ুয়া ট্রেডার্সের জানুয়ারি ১২, ২৩, ২৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেনগুলো দ্বারা দেখাও যে, $A=L+OE$

৮. ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে জনাব জহির একটি গাড়ি মেরামতের "জহির ওয়ার্কশপ" নামে ব্যবসায় শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয় ।

জানুয়ারি ১ জনাব জহির নগদ ৫,০০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন ।

জানুয়ারি ১৬ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য ৬৫,০০০ টাকা দিয়ে ঘন্টপাতি ক্রয় করেন ।

জানুয়ারি ২১ গাড়ি মেরামত করে ৮০,০০০ টাকা আয় করেন ।

জানুয়ারি ২৬ ওয়ার্কশপের ভাড়া প্রদান ২১,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ২৮ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন প্রদান করেন ২৫,০০০ টাকা ।

জানুয়ারি ৩০ মালিকের গাড়ি মেরামত ১৫,০০০ টাকা ।

ক. জহির ওয়ার্কশপের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো ।

খ. জানুয়ারি মাসে ব্যবসায়ের মোট আয় ও ব্যয়ের (খরচ) পরিমাণ নির্ণয় করো ।

গ. জানুয়ারি ১, ১৬, ২৮ ও ৩০ তারিখের সংঘটিত লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. লেনদেন বলতে কী বুঝায়?
২. হিসাব সমীকরণ কী? ব্যাখ্যা করো ।
৩. লেনদেনের দৈত সন্তা বলতে কী বুঝায়?
৪. মালিকানা স্বত্ত্ব বলতে কী বুঝায়?
৫. ডেবিট নোট কী ? ব্যাখ্যা করো ।

তৃতীয় অধ্যায়

দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System)

বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে হিসাব সংরক্ষণের জন্য নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত স্তরায় প্রকাশ করা হয়। ব্যবসায়ের সঠিক ফলাফল ও প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানার জন্য দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই।



এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- লেনদেনের দ্বৈত স্তর নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- লেনদেনে জড়িত দুটি পক্ষ অর্থাতে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্ত/চিহ্নিত করতে পারব;
- হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- লেনদেনের জন্য উপযুক্ত হিসাবের বই চিহ্নিত করতে পারব;
- একতরফা দাখিলার ধারণা নিয়ে ব্যবসায়ের মুনাফা নির্ণয় করতে পারব।



দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা :

ইতালির প্রসিদ্ধ গণিতবিদ লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আর্থিক ঘটনাবলি সঠিক ও সুচারূপভাবে লিপিবদ্ধ করার একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। উক্ত পদ্ধতিটি দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি নামে পরিচিত। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবরক্ষণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত সন্তায় কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি লেনদেনে দুই বা ততোধিক হিসাবখাত থাকে। এই হিসাবখাতগুলো দ্বৈত সন্তায় লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি হলো ডেবিট, অপরটি ক্রেডিট। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেনের দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ডেবিট লিখনের জন্য সমান অর্থের ক্রেডিট লিখন হবে। ফলে বছরের যেকোনো সময় হিসাবের মোট ডেবিট টাকার অক্ষ মোট ক্রেডিট টাকার অক্ষের সমান হয়। সঠিকভাবে হিসাব প্রণয়নের জন্য যে ব্যবস্থায় লেনদেনসমূহের দ্বৈত সন্তা যাথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

উদাহরণের সাহায্যে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

অফিসের কর্মচারীকে বেতন বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

এ লেনদেনটিকে হিসাব বইতে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হলে প্রথমে এর মধ্যস্থিত দুটি পক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। এ লেনদেনটির মধ্যস্থিত পক্ষ দুটি হচ্ছে-

ক) বেতন হিসাব

খ) নগদান হিসাব

যেহেতু বেতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যয়, সেহেতু ব্যয় বৃক্ষি পাওয়ায় বেতন হিসাব ৫,০০০ টাকা ডেবিট হবে। আবার যেহেতু বেতন প্রদানের ফলে নগদ টাকা ব্যবসায় হতে চলে গিয়েছে, সেহেতু নগদ তথা সম্পদ হ্রাস পাওয়াতে নগদান হিসাব ৫,০০০ টাকা ক্রেডিট হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ লেনদেনটির জন্য বেতন হিসাব যে পরিমাণ ডেবিট হয়েছে, নগদান হিসাবটি সমপরিমাণ ক্রেডিট হয়েছে। এটাই হচ্ছে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি।

দু তরফা দাখিলা হিসাবপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

হিসাববিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিই হচ্ছে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত সন্তায় প্রকাশ করা হয় ফলে। একটি হিসাব খাতকে প্রাণ সুবিধার জন্য ডেবিট এবং অপর হিসাব খাতকে প্রদত্ত সুবিধার জন্য ক্রেডিট করা হয়। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ১। দ্বৈত সন্তা : প্রতিটি লেনদেনে কমপক্ষে দুটি হিসাব থাকে। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করার পূর্বে প্রতিটি লেনদেনে জড়িত হিসাবখাতসমূহ বের করে তাদের প্রত্যেকটি কোন শ্রেণির হিসাব তা নিরূপণ করতে হয়। তারপর দু তরফা দাখিলা অনুযায়ী প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয়।

- ২। দাতা ও গ্রহীতা : প্রতিটি লেনদেনে সুবিধা গ্রহণকারী গ্রহীতা ও সুবিধা প্রদানকারী দাতা হিসেবে কাজ করে।
- ৩। ডেবিট ও ক্রেডিট করা : সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবকে ডেবিট ও সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।
- ৪। সমান অঙ্কের আদান-প্রদান : প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার পরিমাণ সমান হবে।
- ৫। সামগ্রিক ফলাফল : যেহেতু প্রতিটি লেনদেন ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকার অঙ্ক দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়, সেহেতু সামগ্রিক ফলাফল নির্ণয় সহজ হয়। মোট লেনদেনের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হয়।

দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ :

দু তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পদ্ধতি। এ হিসাব পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। দু তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতির সুবিধার কারণে বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। এর সুবিধাগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

- ১। পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ : প্রতিটি লেনদেনকে ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকায় লিপিবদ্ধ করা হয় বলে যেকোনো লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব জানা যায়।
- ২। লাভ-লোকসান নিরূপণ : এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়ের পরিপূর্ণ ও সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় বলে নির্দিষ্ট সময় পরে বিশদ আয় বিবরণী তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়ের নিট মুনাফা বা নিট লোকসান নির্ণয় করা যায়।
- ৩। গাণিতিক শুল্কতা যাচাই : প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট পক্ষের বিপরীতে সমপরিমাণ অঙ্কের ক্রেডিট দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে হয়। ফলে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করা যায়।
- ৪। আর্থিক অবস্থা নিরূপণ : একটি নির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মাধ্যমে কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- ৫। ভুল-ক্রতি ও জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধ : এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে খুব সহজেই ভুল ক্রতি ও জালিয়াতি চিহ্নিত করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়।
- ৬। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ব্যয় সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ৭। মোট দেনা-পাওনার পরিমাণ নির্ণয় : এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে ব্যবসায়ের মালিক যেকোনো সময় তার মোট পাওনা ও দেনার পরিমাণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- ৮। সঠিক কর নির্ধারণ : এ পদ্ধতিতে সঠিক হিসাব রাখার ফলে এর ভিত্তিতে নির্ণীত বিভিন্ন কর যথা আয়কর, ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি কর কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।
- ৯। সহজ প্রয়োগ : দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই ছেট - বড় সকল প্রতিষ্ঠানেই এই পদ্ধতি সহজে ব্যবহার করা যায়।

১০। সর্বজনীন স্বীকৃতি : দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বিধায় সমগ্র বিশ্বে এ পদ্ধতি একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলি :

পূর্বেই বলা হয়েছে, দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিটের টাকার অঙ্ক সমান হয়। এই ধারণাই হিসাব সমীকরণের ভিত্তি। হিসাব সমীকরণের মূল উপাদানগুলো হলো: সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব। আবার মালিকানা স্বত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে মূলধন, উত্তোলন আয় ও ব্যয় পাওয়া যায়।

অতএব, বলা যায়, আমরা ব্যবসায়ে প্রধানত পাঁচ ধরনের হিসাব দেখতে পাই :

- ১। সম্পদ
- ২। দায়
- ৩। মূলধন
- ৪। আয়
- ৫। ব্যয়

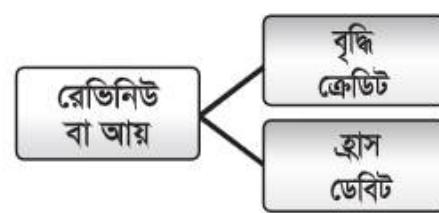
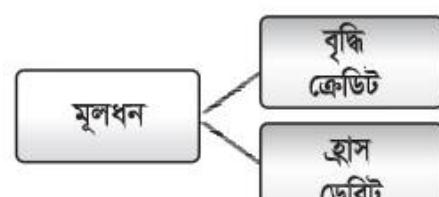
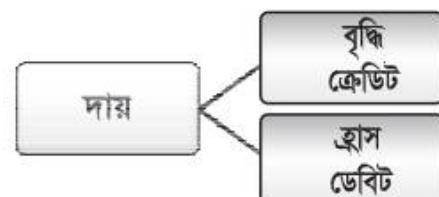
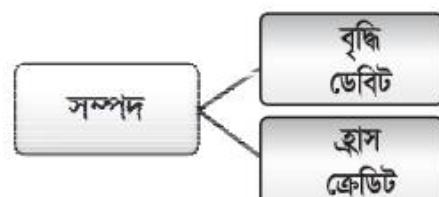
বিভিন্ন শ্রেণির হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :

১। সম্পদ : লেনদেনের ফলে সম্পদ বাঢ়তে পারে বা কমতে পারে। যেমন- আসবাবপত্র ক্রয় করা হলে সম্পদ বৃদ্ধি এবং বিক্রয় করা হলে হ্রাস পায়। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ও সম্পদহ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়।

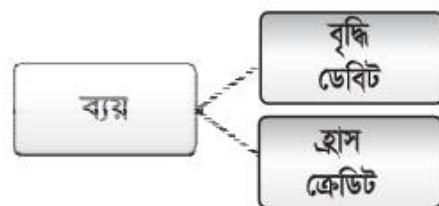
২। দায় : সম্পদের মতোই লেনদেনের ফলে দায় বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। যেমন- ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে দায় বৃদ্ধি পায় আবার ঋণের কিন্তি পরিশোধ করলে দায় হ্রাস পায়। সম্পদের সাথে দায়ের সম্পর্ক বিপরীত। তাই দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ও হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

৩। মালিকানা স্বত্ত্ব : ব্যবসা শুরু করার জন্য মালিক প্রথমে মূলধন আনে। ফলে মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার মালিক ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করলে মালিকানা স্বত্ত্ব হ্রাস পায়। মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য এক ধরনের দায়। কারণ হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী মালিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আলাদা সত্তা। ফলে দায়ের মতোই মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট এবং হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

৪। রেভিনিউ বা আয় : ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা হচ্ছে রেভিনিউ বা আয়ের ঐ অংশ, যা ব্যয় অপেক্ষা অধিক। সুতরাং আমরা বলতে পারি, রেভিনিউ বা আয় মালিকানা স্বত্ত্বের বৃদ্ধি ঘটায়। তাই রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট এবং হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।



৫। ব্যয় : ব্যয় রেভিনিউ বা আয়ের বিপরীত। রেভিনিউ বা আয় যেহেতু মালিকানা স্বত্ত্বের বৃদ্ধি ঘটায়, তাই ব্যয়ের ফলে মালিকানা স্বত্ত্বের হ্রাস ঘটবে। ব্যবসায়ের ব্যয় মালিকানা স্বত্ত্বকে কমিয়ে দেয়। তাই ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়।



লেনদেনে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো:

- ১। জনাব হাসান নগদ ৫০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ এনে ব্যবসায় শুরু করলেন।
- ২। অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা।
- ৩। কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৬,০০০ টাকা।
- ৪। পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- ৫। ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ২৫,০০০ টাকা।
- ৬। পণ্য বিক্রয় করা হলো ১৮,০০০ টাকা।
- ৭। বিজ্ঞাপন বাবদ চেক প্রদান করা হলো ৭,০০০ টাকা।
- ৮। কমিশন পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা।
- ৯। ব্যাংকের নিকট হতে সুদ পাওয়া গেল ১,২০০ টাকা।
- ১০। ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।
- ১১। ভাড়া বাবদ চেক প্রদান করা হলো ৬,০০০ টাকা।
- ১২। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ৮,০০০ টাকা।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ কারণসহ চিহ্নিত করা হলো: (এটি কোনো অনুমোদিত ছক নয়)

১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০ ৫০,০০০	প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ (সম্পদ) বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদান হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে মালিক প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ আনয়ন করায় মালিকানা স্বত্ত্ব বেড়েছে, তাই মূলধন হিসাব ক্রেডিট।
২	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	আসবাবপত্র ক্রয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানে একদিকে আসবাবপত্র নামক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে। তাই আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ও নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৩	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০ ৬,০০০	বেতন প্রদানের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বেতন হিসাব ডেবিট অন্য দিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৪	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০ ২০,০০০	পণ্য ক্রয় করাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ক্রয় ডেবিট অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় তা ক্রেডিট।
৫	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০ ২৫,০০০	ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা দেওয়ায় ব্যাংকের ব্যাণ্ডেস বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট, অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় তা ক্রেডিট।
৬	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৮,০০০ ১৮,০০০	পণ্য বিক্রয়ের ফলে নগদ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ডেবিট, অন্যদিকে বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট।
৭	বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৭,০০০ ৭,০০০	বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ডেবিট, অন্যদিকে ব্যাংক খেকে টাকা পরিশোধ করায় সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।
৮	নগদান হিসাব কমিশন আয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০ ৩,০০০	কমিশন নগদে প্রাপ্ত হওয়ায় নগদ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে কমিশন নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রেডিট।

৯	ব্যাংক হিসাব ব্যাংক সুদ হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,২০০ ১,২০০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করায় ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ব্যাংক ডেবিট, অন্যদিকে সুদ নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রেডিট।
১০	প্রাপ্য হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০ ১৫,০০০	ধারে বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্য হিসাব এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাপ্য হিসাব নামক সম্পদ ডেবিট, অন্যদিকে বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রয় ক্রেডিট।
১১	ভাড়া হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০ ৬,০০০	ভাড়া পরিশোধের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাড়া হিসাব ডেবিট, অন্যদিকে চেক প্রদানের ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।
১২	নগদান হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০ ৮,০০০	ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে নগদ অর্থ উত্তোলন করায় নগদ অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে তা ডেবিট, অন্যদিকে ব্যাংকের ব্যালেন্স হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।

কাজ : মেসার্স জয়া এন্ড কোং-এর নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ কারণসহ উল্লেখ করো-

- ১। মিসেস জয়া মুখার্জি ব্যবসায়ে আরও ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন।
- ২। অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।
- ৩। অফিস ভাড়া তিন মাসের অগ্রিম প্রদান করা হলো ১৮,০০০ টাকা।
- ৪। রাজনের নিকট পণ্য বিক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।
- ৫। ব্যাংক চার্জ ধার্য করল ১,৫০০ টাকা।
- ৬। ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৬,০০০ টাকা।
- ৭। ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।
- ৮। মজুরি প্রদান করা হলো ৩,০০০ টাকা।
- ৯। ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা।
- ১০। মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১০,০০০ টাকা

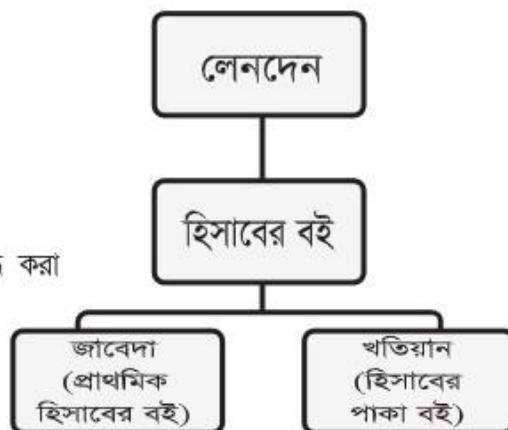
দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রাঙ্কিত হিসাবের বই :

দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে যে সকল প্রধান হিসাবের বই রাখা হয়, তার শ্রেণিবিভাগ নিচে দেখানো হলো-

ক) জাবেদা : লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে প্রথম যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকেই হিসাবের প্রাথমিক বই বা জাবেদা বলে। জাবেদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে :

- ১। ক্রয় জাবেদা : ক্রয় জাবেদায় ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

- ২। বিক্রয় জাবেদা : বিক্রয় জাবেদায় ধারে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৩। ক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রয় ফেরত জাবেদায় ধারে ক্রীত পণ্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৪। বিক্রয় ফেরত জাবেদা : বিক্রয় ফেরত জাবেদায় ধারে বিক্রীত পণ্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা করা হয়।
- ৫। নগদ প্রাপ্তি জাবেদা : নগদ অর্থ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৬। নগদ প্রদান জাবেদা : নগদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ৭। প্রকৃত জাবেদা : যেসকল লেনদেন উপর্যুক্ত কোনো প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা যায় না, সেগুলো প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।



খ) খতিয়ান : জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করে উপর্যুক্ত শিরোনামের অধীনে প্রতিটি হিসাবের আলাদা আলাদা ছকে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে খতিয়ান বলে।

হিসাব চক্র : Accounting cycle

হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী হিসাবরক্ষণের কাজগুলো পর্যায়ক্রমে প্রতিটি হিসাবকালে আবর্তিত হয়। হিসাবরক্ষণের ধাপগুলোর এই ধারাবাহিক আবর্তনই হিসাব চক্র।

- ১। লেনদেন শনাক্তকরণ : হিসাব চক্রের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের প্রতিটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- ২। লেনদেন বিশ্লেষণ : এই ধাপে প্রতিটি লেনদেন বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতগুলো চিহ্নিত করা হয়। যেমন: ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হলো। এখনে দুটি হিসাব বিদ্যমান। একটি যন্ত্রপাতি হিসাব ও অপরটি নগদান হিসাব।

- ৩। জাবেদাভুক্তকরণ : বিশ্লেষণকৃত হিসাবখাতগুলো দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে প্রযোজ্য হিসাবের প্রাথমিক বইতে ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।



- ৪। খতিয়ানে স্থানস্তর : এই ধাপে জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলোকে আলাদা আলাদা হিসাবের শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিটি হিসাবখাতের জন্য আলাদা আলাদা খতিয়ান তৈরি করে প্রতিটি হিসাবের নির্দিষ্ট সময়ান্তে উদ্ভৃত নির্ণয় করা হয়।
- ৫। রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ : লেনদেনসমূহ নির্ভুলভাবে হিসাব বাহিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে খতিয়ানের ডেবিট উদ্ভৃত ও ক্রেডিট উদ্ভৃতের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।
- ৬। সমন্বয় দাখিলা : ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রাপ্ত আয়, বকেয়া খরচ, অগ্রিম খরচ এবং অনুপোর্জিত আয় ইত্যাদি দফাগুলোকে সংশ্লিষ্ট হিসাবে সমন্বয় করতে সমন্বয় দাখিলা প্রদান করা হয়।
- ৭। কার্যপত্র প্রস্তুত : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করার উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বহুঘরবিশিষ্ট একটি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, যাকে কার্যপত্র (Worksheet) বলে।
- ৮। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি, সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
- ৯। সমাপনী দাখিলা : কারবারের মুনাফাজাতীয় আয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসাবসমূহ ও উত্তোলন হিসাব বছরান্তে বন্ধ করতে হয়। এক বছরের আয়-ব্যয় পরবর্তী হিসাব বছরে যাবে না, তাই সমাপনী দাখিলার প্রয়োজন হয়।
- ১০। হিসাব-পরবর্তী রেওয়ামিল বা প্রারম্ভিক জাবেদা : সমাপনী দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের আয়, ব্যয় ও উত্তোলন হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। অবশিষ্ট সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব হিসাবের জের নিয়ে পরবর্তী হিসাব বছর শুরু করা হয়। এর জন্য হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল বা প্রারম্ভিক জাবেদা প্রস্তুত করা হয়।

হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা পদ্ধতি :

চলমান ধারণার নীতি অনুসারে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রতিটি হিসাবকাল শেষে পুনরায় একই ধারাবাহিকতায় হিসাবরক্ষণের কার্যসমূহ পরিচালিত হয়। অর্থাৎ চলতি হিসাবকাল শেষে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী হিসাবকাল আরম্ভ হয় এবং নতুনভাবে হিসাব লেখা শুরু হয়। ফলে দেখা যায় ব্যবসায়িক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত পর্যন্ত প্রতিবছর হিসাবসংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। চলতি বছরের সম্পদ ও দায়ের সমাপনী জেরসমূহকে পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক জের হিসাবে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে চলতি বছরের শেষ তারিখের সম্পদসমূহকে ডেবিট এবং দায়সমূহকে ক্রেডিট করে পরবর্তী হিসাব বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট ও লেনদেনের সংখ্যা কম, সে সকল প্রতিষ্ঠানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো লেনদেনের একটি পক্ষের, কোনো লেনদেনের দুটি পক্ষেরই এবং কোনো লেনদেনের কোনো পক্ষই লিপিবদ্ধ করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে একতরফা দাখিলা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এই পদ্ধতিতে কিছু সম্পদ ও দায়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হলেও আয় ও ব্যয় হিসাব গুলোসংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র/পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

$$\text{লাভ/ক্ষতি} = \{(\text{সমাপনী মূলধন} + \text{উত্তোলন}) - (\text{প্রারম্ভিক মূলধন} + \text{অতিরিক্ত মূলধন})\}$$

প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ – প্রারম্ভিক মোট দায়

সমাপনী মূলধন = সমাপনী মোট সম্পদ – সমাপনী মোট দায়

সমাপনী মূলধন ও উত্তোলনের সমষ্টি প্রারম্ভিক ও অতিরিক্ত মূলধনের সমষ্টি অপেক্ষা পরিমাণে বড় হলে পার্থক্যটি লাভ এবং পরিমাণে ছোট হলে পার্থক্যটি ক্ষতিস্বরূপ গণ্য করা হয়। উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো—
মিসেস শাহেলা খাতুন একজন শুদ্ধ ব্যবসায়ী। নিম্নোক্ত তথ্য তার হিসাব বই হতে সংগৃহ করা হয়েছে।

	০১/০১/২০২৫	৩১/১২/২০২৫
মোট সম্পদ	১,২০,০০০	১,৫০,০০০
মোট দায়	৩৫,০০০	৫৫,০০০

২০১৭ সালে অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ২০,০০০ টাকা এবং মালিকের মোট উত্তোলন ৩০,০০০ টাকা।

২০১৭ সালের শাহেলা খাতুনের লাভ/ক্ষতি নির্ণয় করো :

সমাধান:

$$\begin{aligned}
 \text{প্রারম্ভিক মূলধন} &= \text{প্রারম্ভিক মোট সম্পদ} - \text{প্রারম্ভিক মোট দায়} \\
 &= (1,20,000 - 35,000) = ৮৫,০০০ \\
 \text{সমাপনী মূলধন} &= \text{সমাপনী মোট সম্পদ} - \text{সমাপনী মোট দায়} \\
 &= (1,50,000 - 55,000) = ৯৫,০০০ \\
 \therefore \text{লাভ/ক্ষতি} &= \{(\text{সমাপনী মূলধন} + \text{উত্তোলন}) - (\text{প্রারম্ভিক মূলধন} + \text{অতিরিক্ত মূলধন})\} \\
 &= [(৯৫,০০০ + ৩০,০০০) - (৮৫,০০০ + ২০,০০০)] \\
 &= (১,২৫,০০০ - ১,০৫,০০০) \\
 &= ২০,০০০ \\
 \therefore \text{লাভের পরিমাণ} &= ২০,০০০ টাকা
 \end{aligned}$$

কাজ : জনাব পঙ্গশ কুমার পাগ একজন মুদি ব্যবসায়ী। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তার উত্তোলনের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা এবং তিনি কোন অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করেননি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মোট সম্পদ ১,২০,০০০ এবং মোট দায় ৩০,০০০ টাকা ছিল। লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিসাব সংরক্ষণের জন্য 'দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি' বেশি জনপ্রিয় কেন?

ক. সহজ পদ্ধতি বলে

খ. জাটিল এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে

গ. সহজ এবং অসম্পূর্ণ পদ্ধতি বলে

ঘ. পূর্ণাঙ্গ এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে

২. দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো-

- i. এ পদ্ধতিতে দাতা ও গ্রহীতা দুটি পক্ষ থাকবে।
- ii. মোট ডেবিট অঙ্ক সর্বদাই মোট ক্রেডিট অঙ্কের সমান হবে।
- iii. গ্রহীতার হিসাব ক্রেডিট ও দাতার হিসাব ডেবিট হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কুমা ট্রেডার্সের মোট সম্পদ ও মোট দায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৮০,০০০ ও ৭৫,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে:

নগদ ৮০,০০০ টাকা, মজুদ পণ্য ৩৪,০০০ টাকা, প্রাপ্য হিসাব ৯৬,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৪০,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব ৪৫,০০০ টাকা, ব্যাংক ঋণ ৫০,০০০ টাকা, বছরের মাঝামাঝি মালিক অভিযন্ত মূলধন আনয়ন করেন ৬০,০০০ টাকা এবং ব্যবসায় হতে মালিক নগদ উত্তোলন করেন ৩৫,০০০ টাকা।

৩. ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. ১,০৫,০০০ টাকা | খ. ১,৮০,০০০ টাকা |
| গ. ১,৫৫,০০০ টাকা | ঘ. ২,৫০,০০০ টাকা |

৪. সমাপ্তনী দায়ের পরিমাণ কত টাকা?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. ৭৫,০০০ টাকা | খ. ৯৫,০০০ টাকা |
| গ. ১,৫৫,০০০ টাকা | ঘ. ১,৭০,০০০ টাকা |

৫. ২০২৫ সালে মুনাফার পরিমাণ কত টাকা?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. ২৫,০০০ | খ. ৭৫,০০০ |
| গ. ১,২৫,০০০ | ঘ. ১,৭৫,০০০ |

৬. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সাধারণত হিসাব সংরক্ষণ করা হয়.....

- i. সম্পদ
- ii. দায়
- iii. ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৭। নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ –
সমাপনী মোট সম্পদ
- গ) প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ –
প্রারম্ভিক মোট দায়
- খ) সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মোট দায় +
সমাপনী মোট দায়
- ঘ) সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ +
সমাপনী মোট সম্পদ

৮। নিচের কোনটি আর্থিক বিবরণীর খসড়াশৰূপ ব্যবহার করা হয়?

- ক) রেওয়ামিল
- খ) সমন্বয় দাখিলা
- গ) সমাপনী দাখিলা
- ঘ) কার্যপত্র

৯। হিসাবচক্রের ধাপগুলোতে কোন ধারাবাহিকতাটি সঠিক?

- ক) রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, কার্যপত্র, আর্থিক বিবরণী
- খ) সমন্বয় দাখিলা, রেওয়ামিল, আর্থিক বিবরণী, কার্যপত্র
- গ) কার্যপত্র, রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, আর্থিক বিবরণী
- ঘ) রেওয়ামিল, কার্যপত্র, সমন্বয় দাখিলা, আর্থিক বিবরণী

১০। প্রারম্ভিক মূলধন ৭০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মূলধন ৯০,০০০ টাকা হলে, লাভ/ক্ষতির পরিমাণ কত?

- ক) লাভ ২০,০০০ টাকা
- খ) ক্ষতি ২০,০০০ টাকা
- গ) ক্ষতি ৭০,০০০ টাকা
- ঘ) লাভ ৯০,০০০ টাকা

১১। দুরতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি কোনটি?

- ক) ক্রয় বৃদ্ধি ডেবিট, আয় হ্রাস ক্রেডিট
- খ) ব্যয় বৃদ্ধি ডেবিট, আয় হ্রাস ক্রেডিট
- গ) সুবিধা গ্রহণকারী ডেবিট, সুবিধা প্রদানকারী ক্রেডিট
- ঘ) সুবিধা গ্রহণকারী ক্রেডিট, সুবিধা প্রদানকারী ডেবিট

সূজনশীল প্রশ্ন

১. 'কবি এন্ড ছবি ট্রেডার্স' দুরতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে প্রতিটি হিসাবের বই সংরক্ষণ করে থাকেন।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যবসায়ে সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

ডিসেম্বর ১ নগদ ১৫,০০,০০০ টাকা মূলধন ব্যবসায়ে আনা হলো।

ডিসেম্বর ১২ ২,৫০,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো।

ডিসেম্বর ২৩ নগদে ৬০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।

ডিসেম্বর ২৪ ম্যানেজার শাকিলাকে বেতন প্রদান করা হলো ৪৮,০০০ টাকা। ভাউচার নং ১০২

ডিসেম্বর ৩০ নগদে কমিশন প্রাপ্তি ৮,৫০০ টাকা।

ডিসেম্বর ৩১ ৫% বাট্টায় চেক দ্বারা পণ্য ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ডিসেম্বর মাসে মোট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. 'কবি এন্ড ছবি ট্রেডার্স'-এর ডিসেম্বর ১, ২৩, ৩০ ও ৩১ তারিখের লেনদেনগুলোর ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

গ. 'কবি এন্ড ছবি ট্রেডার্স'-এর ২৪ ডিসেম্বর তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটা ভাউচার প্রস্তুত করো।

২. 'আবুর রহমান এন্টারপ্রাইজ' ২০২৫ সালের মার্চ ১ তারিখে নগদ ২,৪০,০০০ টাকা; ৫৬,০০০ টাকার যত্নপাতি; ২১,০০০ টাকার পণ্ডৰ্ব্ব নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে অন্যান্য লেনদেন-
- মার্চ ৩ : কাশেম ট্রেডার্সের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ৩৪,০০০ টাকা।
- মার্চ ৬ : জাহিদ স্টোরের নিকট বিক্রূট বিক্রয় করেন ১৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ৭ : দোকান ভাড়া প্রদান ১৬,৫০০ টাকা।
- মার্চ ১০ : নগদে পণ্য বিক্রয় ৭৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৭ : নগদে পণ্য ক্রয় ৩৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৯ : পুরাতন যত্নপাতি বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ২১ : জনতা ট্রেডার্সের নিকট থেকে ময়দা ক্রয় ১৭,৫০০ টাকা।
- মার্চ ২৮ : মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে উত্তোলন করেন ৪,৫০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মার্চ মাসের বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. হিসাব সমীকরণের উপর ১, ৩, ৭ ও ১০ তারিখের লেনদেনগুলোর প্রভাব দেখাও।

গ. মার্চ ৬, ১৭, ১৯, ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করো।

৩. 'আলম সার্ভিসেস সেন্টার' ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে নগদ ৫,০০,০০০ টাকা; ৭৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ও ৫৫,০০০ টাকার ব্যাংক খণ্ড নিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেন। উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ:
- জানুয়ারি ২ : অফিস ভাড়া পরিশোধ ২২,০০০ টাকা
- জানুয়ারি ১০ : কাগজ ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা
- জানুয়ারি ১২ : কম্পিউটার মেরামত করা হলো ৩২,০০০ টাকা
- জানুয়ারি ২০ : চেকে মজুরি প্রদান করা হলো ৮,৫০০ টাকা
- জানুয়ারি ২৫ : বিসিটি ব্যাংক হতে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি (ভাউচার নং ৫০৩) ১৩,০০০ টাকা

ক. প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. জানুয়ারি ২ থেকে ২০ তারিখের লেনদেনগুলোর কারণসহ ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করো।

গ. ২৫ জানুয়ারির লেনদেন অবলম্বনে ক্রেডিট ভাউচার প্রস্তুত করো।

৪. জনাব খালেক ২০২৫ সালের ১ জুলাই নগদ ১,২০,০০০ টাকা এবং ৭৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে পিউ ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। উক্ত মাসে তার অন্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ:
- জুলাই ৪ : নগদে ৬৬,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।
- জুলাই ১২ : নগদে ৩০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
- জুলাই ১৫ : জুলাই ৪ তারিখে ক্রয়কৃত আসবাবপত্র আনার জন্য পরিবহন খরচ প্রদান ৪,০০০ টাকা।
- জুলাই ২০ : ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মনিহারি ক্রয় করে নগদ ৮,০০০ টাকা প্রদান করা হলো।
- জুলাই ২৫ : চেক দ্বারা বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
- জুলাই ৩০ : মালিক কর্তৃক উত্তোলন ৫,৭৫০ টাকা।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মোট ছায়ী সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ. পিউ ট্রেডার্সের জুলাই ১৫ থেকে ৩০ তারিখের লেনদেনগুলোর কারণসহ ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করো।
- গ. পিউ ট্রেডার্সের জুলাই মাস শেষে মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫. জনাব রোকেয়া পানামা সপ্তের মালিক ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো তার ব্যবসায়ে সংঘটিত হয় :
- জানুয়ারি ১ : নগদে ৫,৫০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো।
 - জানুয়ারি ১০ : প্রিয়ত্ব ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা।
 - জানুয়ারি ১৮ : নগদে ৮০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
 - জানুয়ারি ২৫ : মালিক ব্যবসায়ের জন্য ৯০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনলেন।
 - জানুয়ারি ৩০ : ধারে বিক্রয় বাবদ পাওলা ১,১০,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেল।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে নিট দেনাদারের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 - খ. উপর্যুক্ত জানুয়ারি ১ থেকে ২৫ তারিখের লেনদেনগুলোর সমীকরণভিত্তিক কারণ লেখো।
 - গ. পানামা সপ্তের জানুয়ারি ১০ থেকে ৩০ তারিখের লেনদেনসমূহের কারণসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।
৬. জনাব শহীদুল ইসলাম তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর বিস্তারিত হিসাব সংরক্ষণ করেন না।
 ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে তাঁর ব্যবসায়ের মোট সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫,৫০,০০০ টাকা ও ১,৭০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে জনাব শহীদুল ইসলাম আরও ৫০,০০০ টাকা নতুন করে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। উক্ত বছরে তিনি মোট ৪০,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত সম্পদ ও দায়সমূহ ছিল :

নগদ ১,৮৫,০০০ টাকা; আসবাবপত্র ১,৮০,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ১,৩০,০০০ টাকা; মজুদ পণ্য ৯০,০০০ টাকা; ব্যাংক ঋণ ৬০,০০০ টাকা এবং প্রদেয় হিসাব ৫৫,০০০ টাকা।

- ক. 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর ধারাঙ্গিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ. 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- গ. ধারাঙ্গিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন যথাক্রমে ৫,৫০,০০০ টাকা ও ৬,৮৫,০০০ টাকা ধরে ২০২৫ সালে জনাব 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন :

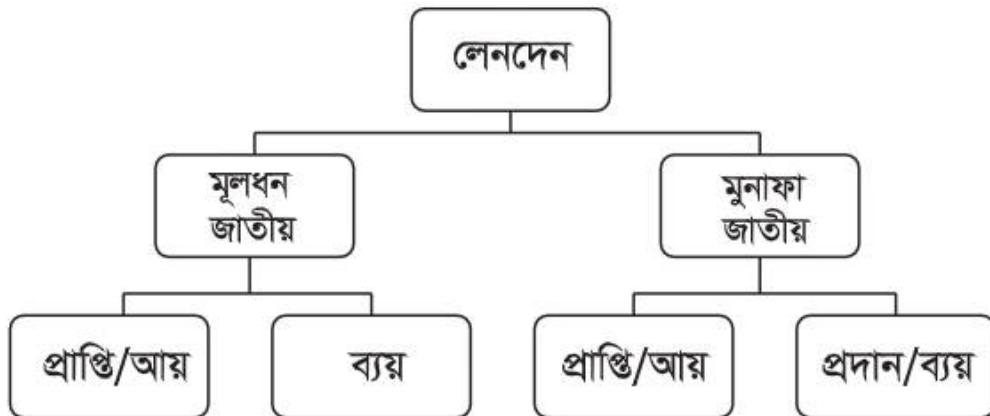
১. দুরত্বফা দাখিলা পদ্ধতির দুটি মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।
২. বিভিন্ন প্রকার হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করো।
৩. হিসাব চক্রটি অঙ্কন করো।
৪. একত্রফা দাখিলা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করো।
৫. কার্যপত্র কেন প্রস্তুত করা হয় ?

চতুর্থ অধ্যায়

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন

Capital and Revenue Transaction

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্ট কালব্যাপী চলমান থাকবে, যা সকলেই আশা করে। নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ও সার্বিক অবস্থা জানাও প্রয়োজন। কিছু লেনদেনের সুবিধা নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়ে যায় এবং কিছু লেনদেনের সুবিধা দীর্ঘ সময়ব্যাপী পাওয়া যায়। এই অবস্থা বিবেচনা করেই লেনদেনসমূহকে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে বিভক্তকরণের উপরই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা জানা নির্ভর করে। তাই মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন সঠিকভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়।



চিত্র : লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব;
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারব।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা

ব্যবসায়ের সকল লেনদেন দুই ভাগে বিভক্ত: মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয়। মূলধন জাতীয় লেনদেনের সুবিধা ভোগের মেয়াদ মুনাফা জাতীয় লেনদেন অপেক্ষা অধিক। মুনাফা জাতীয় লেনদেন যেখানে নিয়মিত সংঘটিত হয়, সেখানে মূলধন জাতীয় লেনদেন অনিয়মিত। এরূপ আরও কতিপয় দিক/বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এই দুই ধরনের লেনদেনকে পরস্পর পৃথক করে।

লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা দেখি - লেনদেনটি নগদ না অঙ্গদ; লেনদেনটি দৃশ্যমান না অদৃশ্যমান প্রকৃতি বিষয়। লেনদেনসমূহকে নিম্নোক্ত অবস্থা থেকে বিবেচনা করা যায়-



কাজ : উপরিউক্ত তিনটি অবস্থা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করো-

- ❖ ব্যাংক হতে ১,০০,০০০ টাকা খণ্ড গ্রহণ।
- ❖ পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
- ❖ বাকিতে আলমারি ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- ❖ কর্মচারীকে বেতন পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
- ❖ পুরাতন মোটর গাড়ি বিক্রয় ৭০,০০০ টাকা।
- ❖ ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের উপর সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।

যে সকল লেনদেন হতে দীর্ঘযোগ্যাদি (১ বছরের অধিক) সুবিধা পাওয়া যায়, যার টাকার অংক সাধারণত অপেক্ষাকৃত বড় এবং লেনদেন নিয়মিত সংঘটিত হয় না, তা মূলধন জাতীয় লেনদেন। অপরদিকে, যে সকল লেনদেন হতে স্বল্পযোগ্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়, লেনদেনের টাকার অঙ্কের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু নিয়মিত সংঘটিত হয় (নির্দিষ্ট সময় পর পর), তা মুনাফা জাতীয় লেনদেন।



চিত্র : লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয়

যেসকল প্রাপ্তি অনিয়মিত, টাকার পরিমাণ বড় এবং এক বছরের অধিক সময় সুবিধা ভোগ করা যায়, তাই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি। ব্যবসায়ে মূলধন আনয়ন, ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ, স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিক্রয় প্রভৃতি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয় একক্রমে মনে হলেও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিরই একটি অংশ।

মূলধন জাতীয় আয়ও প্রতিবছর হয় না। কোনো যন্ত্রপাতি কয়েক বছর ব্যবহারের পর যদি বিক্রয় করা হয়, সেখান থেকে কিছু আয় হতে পারে। ধরা যাক, একটি পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় হলো ৮০,০০০ টাকা, যার ব্যবহার পরবর্তী মূল্য ছিল ৬৫,০০০ টাকা। এখানে মূলধনী আয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা ($৮০,০০০ - ৬৫,০০০$)। অক্ষ রাখতে হবে যে, মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ৮০,০০০ টাকার সবচুকুই মূলধন জাতীয় আয় নয়।

কাজ : জনাব রতন ২০২৩ সালে একটি জমি ২,৮০,০০০ টাকায় ক্রয় করেন, যা ২০২৫ সালে ৪,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

মূলধন জাতীয় ব্যয়

যে সকল ব্যয় অনিয়মিত, টাকার পরিমাণ বড় এবং ১ বছরের অধিক সময় সুবিধা ভোগ করা যায়, এই সকল ব্যয়ই মূলধন জাতীয় ব্যয়। স্থায়ী সম্পদ (জমি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি ইত্যাদি) ক্রয়, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় সম্পর্কিত অন্যান্য খরচ (সম্পদ ক্রয়ের আমদানি শুল্ক, জাহাজ ভাড়া, পরিবহণ খরচ, সংস্থাপন ব্যয় প্রভৃতি) মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য। এখানে উল্লেখ্য, যে সকল ব্যয়ের ফলে সম্পদ সম্প্রসারিত ও আয়ুক্তাল বৃদ্ধি পায়, তা-ও মূলধন জাতীয় ব্যয়। যেমন : একটি মেশিন পুরনো হয়ে যাওয়ার পর ১০,০০০ টাকা মূল্যের নতুন যন্ত্রাংশ সংযোজন করে মেরামত করা হলো, ফলে মেশিন সচল হওয়ার পাশাপাশি তার মেয়াদও বৃদ্ধি পাবে। অতএব বলা যায়, যে সকল ব্যয়ের উপযোগিতা বর্তমান হিসাব বছরের পাশাপাশি পরবর্তী একাধিক বছর গুলোতেও পাওয়া যাবে, তা-ই মূলধন জাতীয় ব্যয়।



চিত্র : মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ

মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় :

যে সকল প্রাপ্তি নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্ধাং নিয়মিত আদায় হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উপযোগিতা শেষ হয়ে যায় তাই মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি। পণ্য বিক্রয়লক্ষ অর্থ, ব্যাংকে জমা টাকার সুদ, প্রাপ্তি বাড়ি ভাড়া, প্রাপ্তি কমিশন ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ। মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও মুনাফা জাতীয় আয় একই অর্থবোধক মনে হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির সবচুকুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা জাতীয় আয় হয় না।

ধরা যাক, হিসাবকাল ২০২৫ সালে ভাড়া পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা কিন্তু এর মধ্যে ১০,০০০ টাকা পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সাল সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে ২০২৫-এর মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় আয় ৪০,০০০ টাকা।

কাজ : মূলধন জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় আয়ের পার্থক্য ছক আকারে তৈরি করো।

মুনাফা জাতীয় প্রদান/খরচ

ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়মিত যে সকল খরচ নির্দিষ্ট সময় পর পর সংঘটিত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাকে মুনাফা জাতীয় প্রদান/খরচ বলা হয়। পণ্য ক্রয়, ভাড়া পরিশোধ, বেতন পরিশোধ, মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়, বিজ্ঞাপন খরচ ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় খরচের উদাহরণ। মুনাফা জাতীয় খরচ দ্বারা সম্পদ অর্জিত না হলেও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখে। মুনাফা জাতীয় প্রদান ও খরচ একই অর্থবোধক মনে হলেও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। মুনাফা জাতীয় খরচ, মুনাফা জাতীয় প্রদানেরই একটি অংশ। চলতি হিসাবকালের সঙ্গে প্রায়ই বিগত হিসাবকালের বকেয়া এবং পরবর্তী হিসাবকালের খরচ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। চলতি, বিগত ও পরবর্তী হিসাবকাল সংশ্লিষ্ট মোট পরিশোধকৃত অর্থ মুনাফা জাতীয় প্রদান, শুধু চলতি হিসাবকালের অংশটুকুই মুনাফা জাতীয় খরচ হিসেবে গণ্য হবে। স্থায়ী সম্পদ মেরামতের ফলে সম্পদের আয়ুক্তালে কোনো প্রভাব না পড়লে, উক্ত খরচ মুনাফা জাতীয় খরচ হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

মুনাফা প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুনাফা জাতীয় খরচের ন্যায় স্বল্পমেয়াদি সুবিধা না পেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা ভোগ করা যায়, এরপ ব্যয়ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিষিক্ষিত হয়। এই ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হলো-

মেশিনের কর্মসূক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পার্টস ক্রয় ১০,০০০ টাকা
এবং শ্রমিকের মজুরি প্রদান ৬০০ টাকা

মূলধন জাতীয় ব্যয় ১০,০০০ টাকা

মুনাফা জাতীয় খরচ ৬০০ টাকা

মেশিনারি

মেরামত

আর্থিক অবস্থার বিবরণী (সম্পদ)

বিশদ আয় বিবরণী

কাজ : মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য ছক আকারে তৈরি করো।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা :

একজন ব্যবসায়ীকে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে (সাধারণত প্রতিবছর) ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানতে হয়। এ জন্য অন্তত তিনটি বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়—বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income) মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তন বিবরণী (Statement of changes in Equity) এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)। বিশদ আয় বিবরণী থেকে আমরা ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ, মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তন বিবরণী হতে ব্যবসায়ের প্রতি মালিকের পাওনার পরিমাণ এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ জানতে পারি।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রভাব

শুধু মুনাফা জাতীয় আয় ও খরচের ভিত্তিতে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অপরদিকে শুধু মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই ধরনের লেনদেন পরম্পর অবস্থান পরিবর্তন করে আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হলে কখনই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ-ক্ষতি এবং সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ জানা যাবে না।

কাজ : একটি ব্যয়কে তুমি মূলধন জাতীয় না ধরে মুনাফা জাতীয় ধরে হিসাব করলে কী অসুবিধা হবে?

বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

মুনাফা জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট হিসাব বছরে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক বছরসমূহে সুবিধা পাওয়া যায় বলেই এই ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয়। যেহেতু এই ব্যয়ের দ্বারা একাধিক বছর সুবিধা তোগ করা যায়, তাই এই ব্যয়কে হিসাবকালসমূহের মাঝে বিভক্ত করে, চলতি হিসাবকালের অংশটুকু মুনাফা জাতীয় খরচের ন্যায় এবং অবশিষ্ট অংশ সাময়িকভাবে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নতুন পণ্য তৈরির পূর্বের গবেষণা ও পরীক্ষা ব্যয়, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা এককালীন বড় অঙ্কের ব্যয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ইত্যাদি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় হিসাবের তালিকা

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	শ্রেণি এবং প্রভাব	কারণ
১। মূলধন আনা হলো	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি	ব্যবসায়ে অনেক বছর ব্যবহার হবে, মালিককে এ টাকা ফেরত দিতে হবে
২। জমি, দালানকোঠা, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি/আয়	অনিয়মিত প্রাপ্তি
৩। ঋণ গ্রহণ করা হলো	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি	ব্যবসায় অনেক বছর ব্যবহার হবে এবং এ টাকা ফেরত দিতে হবে
৪। পণ্য বিক্রয়	মুনাফা জাতীয় আয়	নিয়মিত হয়
৫। ব্যাংকে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি	ঢ	ঢ
৬। দালান কোঠার ভাড়া প্রাপ্তি	ঢ	ঢ
৭। শেয়ারে বিনিয়োগের লভ্যাংশ প্রাপ্তি	মুনাফা জাতীয় আয়	ঢ
৮। সেবার বিনিয়য়ে কমিশন গ্রহণ	ঢ	ঢ

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	শ্রেণি এবং প্রভাব	কারণ
১। জমি ক্রয়	মূলধন জাতীয় ব্যয়	অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে
১০। জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যয়	ঐ	জমি ক্রয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত
১১। দালান কোঠা নির্মাণ	ঐ	অনিয়মিত ও ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে
১২। যত্নপাতি ক্রয়	ঐ	ঐ
১৩। নতুন পথের গবেষণা ব্যয়	বিলাসিত মুনাফা জাতীয়	একাধিক হিসাবকালব্যাপী সুবিধা পাওয়া যাবে
১৪। যত্নপাতি ক্রয় পরিবহণ খরচ	মূলধন জাতীয় ব্যয়	অনিয়মিত ও যত্নপাতির সাথে অন্তর্ভুক্ত
১৫। যত্নপাতির বড় ধরনের মেরামত খরচ	ঐ	অনিয়মিত ও যত্নপাতির আয়ুকাল বাড়াবে
১৬। আসবাবপত্র ক্রয়	ঐ	অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে।
১৭। পণ্য ক্রয়	মুনাফা জাতীয় খরচ	নিয়মিত হয়
১৮। বেতন ও মজুরি প্রদান	ঐ	ঐ
১৯। ঝনের সুদ প্রদান	ঐ	ঐ
২০। বাড়ি ভাড়া প্রদান	ঐ	ঐ
২১। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল প্রদান	ঐ	ঐ
২২। বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান	ঐ	ঐ
২৩। বিমা প্রিমিয়াম প্রদান	ঐ	ঐ
২৪। যত্নপাতির দৈনন্দিন মেরামত খরচ প্রদান	ঐ	ঐ
২৫। দালানকোঠা, যত্নপাতি ও আসবাবপত্রের ব্যবহারজনিত শয়	ঐ	ঐ

কাজ : আরও কিছু মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণের তালিকা তৈরি করো।

উদাহরণ :

২০২৫ সালের ৩১ মার্চ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের হিসাবের বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল:

- ভাড়া প্রদান ৭৫০ টাকা।
- বৈদ্যুতিক খরচ (যার মধ্যে আছে নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবল ক্রয় ৬,০০০ টাকা) ১,৭০০ টাকা।
- আনয়ন ভাড়া (যার মধ্যে ৫,০০০ টাকা আছে নতুন সিমেন্ট মিঞ্চাচার আনয়নে) ৬,৫০০ টাকা।
- ড্রিলিং মেশিন ক্রয় ৪,১০০ টাকা।

করণীয় :

মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত?

সমাধান

মূলধন জাতীয় ব্যয় :

নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবলের ব্যয়	৬,০০০ টাকা	ভাড়া	৭৫০ টাকা
নতুন সিমেন্ট মিঞ্চাচার আনয়ন ব্যয়	৫,০০০ টাকা	বৈদ্যুতিক খরচ	১,৭০০ টাকা
ড্রিলিং মেশিন	৪,১০০ টাকা	আনয়ন ভাড়া	১,৫০০ টাকা
মোট	১৫,১০০ টাকা	মোট	৩,৯৫০ টাকা

মুনাফা জাতীয় খরচ :

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনটি?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. সুদ প্রদান | খ. ভাড়া প্রদান |
| গ. মেশিন ক্রয় | ঘ. পণ্য ক্রয় |

২. যদি মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় খরচ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে কোনটি নির্ণয় ভুল হবে?

- | | |
|---------------------|------------------|
| ক. ব্যাংক ব্যালেন্স | খ. প্রাপ্য হিসাব |
| গ. প্রদেয় হিসাব | ঘ. নিট মুনাফা |

৩. মুনাফা জাতীয় খরচ হলো-

- বিক্রয়ের জন্য গাঢ়ি ক্রয়
- ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য যত্নপাতি ক্রয়
- ডেলিভারি ভ্যানের রোড ট্যাক্স ও বিমা প্রিমিয়াম প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. যত্নপাতি ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যত্নপাতি বিক্রয়লক্ষ অর্থ দ্বারা কী বুঝায় ?

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ক. মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি | খ. মূলধন জাতীয় আয় |
| গ. মুনাফা জাতীয় আয় | ঘ. মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি |

৫. ব্যবসায়ের জন্য পণ্য আমদানির শুল্ক-

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ক. মূলধন জাতীয় ব্যয় | খ. মুনাফা জাতীয় খরচ |
| গ. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় | ঘ. মুনাফা জাতীয় আয় |

৬. ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত জমির রেজিস্ট্রেশন বাবদ ৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হলো। এটি কোন ধরনের ব্যয়?

- | | |
|------------------|---------------------------|
| ক. মুনাফা জাতীয় | খ. মূলধন জাতীয় |
| গ. নিয়মিত | ঘ. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় |

৭. বিশদ আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে-

- মুনাফা জাতীয় ব্যয়
 - মুনাফা জাতীয় আয়
 - মূলধন জাতীয় ব্যয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৮. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে-

- i. মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি
- ii. মুনাফা জাতীয় ব্যয়
- iii. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৯. ব্যবসায়ের পণ্য আনয়নের জাহাজ ভাড়া প্রদান কোন ধরনের লেনদেন?

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ক. মুনাফা জাতীয় | খ. মূলধন জাতীয় |
| গ. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় | ঘ. অপরিচালন |

১০. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়-

- i. ৩ বছরের জন্য পণ্যের প্রচারণা বাবদ এ্যান্ড ফার্মকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা
- ii. ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করা হলো ১৫,০০০ টাকা
- iii. ব্যবসায়ের অফিস স্থানাঞ্চল বাবদ ব্যয় ২৫,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

২০২২ সালের ১ জানুয়ারি জনাব প্লাবন ভৌমিক তাঁর ব্যবসায়ের জন্য ৪০,০০০ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করলেন এবং যন্ত্রটি সংস্থাপন বাবদ ৫,০০০ টাকা ব্যয় করলেন। যন্ত্রটি তিনি ২০২৫ সালে ২৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। এ সময় যন্ত্রটির মূল্য অবচয় বাদ দেওয়ার পর ছিল ২৪,০০০ টাকা।

১১. মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত টাকা?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. ৪০,০০০ | খ. ৪৫,০০০ |
| গ. ৪৬,০০০ | ঘ. ৬৯,০০০ |

১২. চার বছরে উক্ত যন্ত্রের মোট কত টাকা অবচয় হয়েছে?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. ১৫,০০০ | খ. ১৬,০০০ |
| গ. ২০,০০০ | ঘ. ২১,০০০ |

১৩. মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত টাকা?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. ১,০০০ | খ. ১৫,০০০ |
| গ. ১৬,০০০ | ঘ. ২০,০০০ |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ২০২৫ সালে 'বোরহান এন্টারপ্রাইজ' নামের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের কিছু অংশ নিম্নরূপ :

লেনদেনের বিবরণ	টাকা
ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ	৫,০০,০০০
যন্ত্রপাতি ক্রয়	১,৫০,০০০
ব্যাংক থেকে খাদ্য গ্রহণ	৩,০০,০০০
পণ্য ক্রয়	১০,০০,০০০
কর্মচারীর বেতন প্রদান	৩,৮০,০০০
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল প্রদান	১২,০০০
যন্ত্রপাতির অবচয়	১৫,০০০
বিনিয়োগ হতে মুনাফা প্রাপ্তি	১৮,০০০
ভাড়া প্রদান (যার মধ্যে ৩,০০০ টাকা ২০২৬ সালের জন্য)	৮০,০০০
কমিশন প্রাপ্তি (যার মধ্যে ৪,০০০ টাকা ২০২৪ সালের)	৫০,০০০
পণ্য বিক্রয়	২০,০০,০০০
মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন	৫,০০০

- ক) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ) মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।
- গ) মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করো।

২. সাকিব ট্রেডার্স ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহ সংঘটিত হয়েছে-

এপ্রিল ১: ধানমন্ডি থেকে মতিবিলে ব্যবসায় ছানাঙ্কের বাবদ ব্যয় ২৫,০০০ টাকা

এপ্রিল ২: মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৩,০০০ টাকা

এপ্রিল ৪: নতুন মেশিন ক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা

এপ্রিল ৫ নতুন মেশিন ক্রয়ের বহন খরচ ৭,৫০০ টাকা

এপ্রিল ৭: নতুন মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ১৫,০০০ টাকা

এপ্রিল ১০: পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় ৩,০০০ টাকা

এপ্রিল ১২: অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় ৪০,০০০ টাকা

এপ্রিল ১৫: নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় ১৮,০০০ টাকা

ক. সাকিব ট্রেডার্সের বিলাসিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করো।

খ. সাকিব ট্রেডার্সের মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ. ৪ তারিখে ত্রীত মেশিন ১,৯৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে, সাকিব ট্রেডার্সের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিরূপণ করো।

৩. জনাব নাজিম ঢাকার উত্তরায় ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'ক্যাসেল থ্রি স্টার' নামে একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন। তাঁর রেস্টুরেন্টের কয়েকটি লেনদেন নিম্নরূপ-

- তৈজসপত্র ক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
- সাজসজ্জা-সামগ্রী ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হলো ৩,০০০ টাকা।
- মালামাল আনয়নের ভ্যানগাড়ি মেরামত ১,০০০ টাকা।
- রেস্টুরেন্টে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো ২২,০০০ টাকা।
- নষ্ট রেফিজারেটর চালুর জন্য নতুন কমপ্রেসার ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
- কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৯,০০০ টাকা।
- গ্রাহকদের সেবা প্রদানের জন্য প্রাপ্তি ২৫,০০০ টাকা।
- ভাড়া পরিশোধ ৫০,০০০ টাকা।
- আলমারি ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।

- ক) মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ) মুনাফা জাতীয় খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 গ) মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৪. 'রাহা এন্ড ব্রাদার্স' নামে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জুন, ২০২৫ মাসের কয়েকটি লেনদেন নিম্নরূপ :

ব্যবসায়ের মূলধন আনয়ন	২,৫০,০০০	টাকা
পণ্য ক্রয়	৭,০০,০০০	টাকা
বাট্টা প্রাপ্তি	৫,৭০০	টাকা
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৮,০০,০০০	টাকা
বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি (২০২৪ সালের ৫০%)	৮০,০০০	টাকা
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত লাভ	৪,৫০০	টাকা
আমদানি শুল্ক পরিশোধ	৫,০০০	টাকা
ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয়	৭৫,০০০	টাকা
ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ	৫০,০০০	টাকা
পণ্য বিক্রয়	৭,৩০,০০০	টাকা
বিমা সেলামি	৭,৫০০	টাকা
শিক্ষানবিশ সেলামি (যার ৭৫% টাকা গত বছরের)	৮০,০০০	টাকা
পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয়	১০,০০০	টাকা
ঝরণের সুদ প্রদান	৫,০০০	টাকা

- ক) মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ) মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 গ) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫. ২০২৫ সালের মে মাসে প্রবির ও সুপ্রিয়া দুই বন্ধু মিলে 'আগুয়ান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর' নামে একটি চেইন শপ চালু করেন। উক্ত শপের কয়েকটি লেনদেন নিচে দেওয়া হলো:

২০২৫

মে ৪ :	ধারে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০ টাকা
মে ৭ :	দোকানের সাজসজ্জার পরিবর্তন ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা
মে ১০ :	পণ্য পরিবহণ ব্যয় ১,৫০০ টাকা
মে ১২ :	পণ্য বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা
মে ১৫ :	বাট্টা প্রদান ৭০০ টাকা
মে ১৬ :	ধারে পণ্য বিক্রয় ২২,০০০ টাকা
মে ২০ :	দোকানের জন্য ক্রিজ ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা
মে ২২ :	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ১,২০০ টাকা
মে ২৫ :	কমিশন প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা
মে ৩০ :	লভ্যাংশ প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা

ক) উপর্যুক্ত তথ্যাদি হতে মূলধন জাতীয় লেনদেনের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) উক্ত ব্যবসায়ের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ) উক্ত ব্যবসায়ের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন :

১. মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের দৃটি পার্থক্য লেখ।
২. উদাহরণসহ মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
৩. উদাহরণসহ মুনাফা জাতীয় প্রদান ও খরচ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
৪. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।
৫. উদাহরণসহ বিলধীত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

হিসাব (Account)

লেনদেন ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। লেনদেনের ফলে অর্থের প্রাপ্তি যেমন ঘটতে পারে, তেমনি প্রদানও ঘটতে পারে; আবার কোনো কোনো লেনদেনের ফলে আয় বা ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, একইভাবে সম্পদ বা দায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঘটতে পারে। বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। লেনদেনের ফলে যে সকল আয়, ব্যয়, সম্পদ বা দায় প্রভাবিত হবে, তা নির্দিষ্ট ছকে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়মানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেকটি খাতের মোট ও নিট পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। লেনদেনের ফলে প্রতিটি খাতের ক্রমাগত পরিবর্তন ও নিট পরিমাণ জানার জন্য হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

‘T’—ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম

ডেবিট

হিসাবের কোড নং

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:	টাকা
		পঁ:				পঁ:	

‘চলমান জের’— ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট

চিত্র : হিসাব ছক।

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- হিসাবের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিসাবের বিভিন্ন প্রকার ছক ('T'—ছক ও 'চলমান জের' ছক) প্রস্তুত করতে পারব;
- হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব;
- দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবে ডেবিট-ক্রেডিট লিপিবদ্ধ করতে পারব।

হিসাবের ধারণা :

হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লেনদেনসমূহ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা জরুরি। লেনদেনের ফলে সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় ও মালিকানা স্বত্ত্বের ক্রমাগত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি হিসাবের ক্রমাগত হ্রাস-বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি হিসাবের নিট পরিমাণ জানা প্রয়োজন।

ঘটনা :

মাহী ট্রেডার্স ২০২৫ সালের মার্চ মাসে পণ্য বিক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা; পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক হতে ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উক্ত মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৮,০০০ টাকা; গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৬,০০০ টাকা; যাতায়াত বাবদ ৩,৫০০ টাকা এবং কর্মচারীর বেতন বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় করে।

উপরের ঘটনায় মাহী ট্রেডার্সের মার্চ ২০২৫ মাসের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান উল্লেখ করা হয়েছে। মাসান্তে মাহী ট্রেডার্সের হাতে নগদ কত টাকা অবশিষ্ট থাকবে? তা জানতে চাইলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হবে—

$$\text{মোট প্রাপ্তি} = (১৫,০০০ + ৩,০০০ + ৫,০০০) = ২৩,০০০ \text{ টাকা।}$$

$$\text{মোট প্রদান} = (৮,০০০ + ৬,০০০ + ৩,৫০০ + ২,০০০) = ১৯,৫০০ \text{ টাকা।}$$

$$\text{অবশিষ্ট} = (২৩,০০০ - ১৯,৫০০) = ৩,৫০০ \text{ টাকা।}$$

হিসাববিজ্ঞানে উপরিউক্ত তথ্য উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়—

ডেবিট	নগদান হিসাব		ক্রেডিট
হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
বিক্রয়	১৫,০০০	বাড়ি ভাড়া	৮,০০০
আসবাবপত্র	৩,০০০	গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল	৬,০০০
ব্যাংক ঋণ	৫,০০০	যাতায়াত	৩,৫০০
		বেতন	২,০০০
		উদ্ধৃত (পার্থক্য)	৩,৫০০
	<u>২৩,০০০</u>		<u>২৩,০০০</u>

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সম্পদ, দায়, রেভিনিউ বা আয়, ব্যয় ও মালিকানা স্বত্ত্বের জন্য একাপ পৃথক পৃথক ছক সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

কাজ : হিসাবের ছকটি কৌসের অনুরূপ এবং কী কী বিশেষ দিক লক্ষ করছ?

হিসাব হচ্ছে এমন একটি ছক যা বিবরণী, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি খাতের আর্থিক পরিবর্তন ও অবস্থা প্রকাশিত হয়।
নগদান হিসাব; আসবাবপত্র হিসাব; ব্যাংক হিসাব; ক্রয় হিসাব; বিক্রয় হিসাব; বেতন হিসাব; ভাড়া হিসাব ইত্যাদি।

হিসাবের ছক

হিসাববিজ্ঞানে হিসাব প্রক্ষেত্রের জন্য দুই ধরনের ছক ব্যবহৃত হয়—

'T'—ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম

ডেবিট	হিসাবের কোড নং				ক্রেডিট		
তারিখ	বিবরণ	জা:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:	টাকা

'চলমান জের'— ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ভৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট

'T'— ছকের বৈশিষ্ট্য

- ❖ হিসাবের একটি শিরোনাম থাকবে।
- ❖ ছকটি ডেবিট ও ক্রেডিট দুইটি অংশে বিভক্ত।
- ❖ উভয় অংশে চারটি করে মোট আটটি কলাম থাকবে।
- ❖ নির্দিষ্ট সময় পর পর হিসাবের উদ্ভৃত (ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের পার্থক্য) নির্ণয় করতে হবে।
- ❖ হিসাবের কোড নম্বর থাকবে।

'চলমান জের'— ছকের বৈশিষ্ট্য

- ❖ হিসাবের একটি শিরোনাম থাকবে।
- ❖ হিসাবের কোড নম্বর উল্লেখ থাকবে।
- ❖ তারিখ, বিবরণ ও জাবেদা পৃষ্ঠার (জা: পৃ:)
কলাম একটি।
- ❖ টাকার কলাম মোট ৪টি।
- ❖ ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার কলাম পাশাপাশি
অবস্থিত।
- ❖ প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধের পর হিসাবের
উদ্ভৃত নির্ণয় করা হয়।

কাজ: দুইটি ছকের মাঝে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান তা চিহ্নিত করো।

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

হিসাব সমীকরণ ($A=L+OE$) বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা হিসাবের শ্রেণিবিভাগ খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি।

সম্পদ	=	দায়	+	মালিকানা স্বত্ত্ব
অথবা				
সম্পদ	=	দায়	+	মালিকের মূলধন + আয় - ব্যয় - মালিকের উত্তোলন

উপরের সমীকরণটি লক্ষ করলে দেখা যায়, হিসাব পাঁচ প্রকার।

১। সম্পদ ২। দায় ৩। মূলধন ৪। রেভিনিউ বা আয় ৫। ব্যয়

হিসাব ও লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা/সম্পর্ক

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	শ্রেণি	হিসাব-সংশ্লিষ্ট লেনদেন
১.	মূলধন হিসাব	মালিকানা স্বত্ত্ব	মালিক প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা প্রদান করলে মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২.	উত্তোলন হিসাব	মালিকানা স্বত্ত্ব	প্রতিষ্ঠান হতে মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা গ্রহণ করলে উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৩.	নগদান হিসাব	সম্পদ	লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটলে নগদান হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৪.	ব্যাংক হিসাব	সম্পদ	লেনদেনের দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ বুকি ও হ্রাস ঘটলে ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৫.	ক্রয় হিসাব	ব্যয়	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য (বিজ্ঞয়ের উদ্দেশ্যে যা ক্রয় করা হয়) ক্রয় এবং পণ্য চুরি, নষ্ট, ব্যবহার ও বিতরণ হলে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৬.	বিক্রয় হিসাব	আয়	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হলে বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৭.	আসবাবপত্র হিসাব	সম্পদ	চেয়ার, টেবিল, অলমারি, শোকেজ, ফাইল কেবিনেট প্রভৃতি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় হলে আসবাবপত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৮.	কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাব	সম্পদ	উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ক্রয়, সংস্থাপন, সম্প্রসারণ ও বিক্রয়সংক্রান্ত লেনদেন কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৯.	ক্রয় ফেরত/বহিঃফেরত হিসাব	বিপরীত ব্যয়	ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত প্রদান করা হলে এই হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি ব্যয়হ্রাস করে।
১০.	বিক্রয় ফেরত/আন্তঃফেরত হিসাব	বিপরীত আয়	বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে এই হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি আয়হ্রাস করে।
১১.	প্রদেয় হিসাব	দায়	বাকিতে পণ্য ক্রয়, ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, প্রদেয় হিসাব পরিশোধ, ছাড় পাওয়া ও বিলে স্থীরূপ প্রদান করা হলে পাওনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১২.	প্রাপ্ত হিসাব	সম্পদ	বাকিতে পণ্য বিক্রয়, বিক্রিত পণ্য ফেরত, প্রাপ্ত হিসাব হতে প্রাপ্তি, ছাড় প্রদান, অর্থ অনাদায়ী হলে ও বিলে স্থীরূপ পাওয়া গেলে দেনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৩.	প্রদেয় বিল হিসাব	দায়	বিলের মাধ্যমে ক্রয়, প্রদেয় হিসাব বিলে স্থীরূপ প্রদান, বিল পরিশোধ ও অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান হলে প্রদেয় বিল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৪.	প্রাপ্ত বিল হিসাব	সম্পদ	বিলের মাধ্যমে বিক্রয়, প্রাপ্ত হিসাব হতে বিলে স্থীরূপ প্রাপ্তি, বিলের অর্থ আদায়, বিল বাট্টাকরণ ও বিল প্রত্যাখানের কারণে প্রাপ্ত বিল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৫.	মজুদ পণ্য হিসাব	সম্পদ	ক্রয়কৃত পণ্য নির্দিষ্ট হিসাব বছর/হিসাবকালের শেষে অবিক্রীত থেকে গেলে উক্ত হিসাবকালের শেষ তারিখে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, যা উক্ত শেষ তারিখে সমাপনী মজুদ পণ্য এবং পরবর্তী বছর/হিসাবকালের ১ম দিনে প্রারম্ভিক মজুদ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

১৬.	ঝণ হিসাব	দায়	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ঝণ গ্রহণ ও পরবর্তীতে তা পরিশোধ হলে ঝণ হিসাব প্রভূবিত হবে। ঝণ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত হতে পারে। যেমন—রাকেশের ঝণ হিসাব বা ব্যাংক ঝণ হিসাব।
১৭.	বিনিয়োগ হিসাব	সম্পদ	প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবড ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে বা ভাঙ্গানো হলে বিনিয়োগ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৮.	বেতন হিসাব	ব্যয়	কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ বা অপরিশোধিত হলে বেতন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ্য, কর্মচারীদের নামে কোনো হিসাব খোলা হবে না।
১৯.	মনিহারি হিসাব	ব্যয়	প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য কাগজ, কলম, পেপিল, কেল, ফাইল কভার, পিল, ক্লিপ ইত্যাদি দ্রব্যাদি ক্রয় করা হলে মনিহারি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২০.	ভাড়া হিসাব	ব্যয়	কারখানা, অফিস, শোবর্ম প্রভৃতি স্থানের ভাড়া পরিশোধ বা অপরিশোধিত হলে ভাড়া হিসাব খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পৃথক পৃথক ভাড়া হিসাবও হতে পারে। যেমন—অফিস ভাড়া হিসাব, কারখানার ভাড়া হিসাব প্রভৃতি।
২১.	পরিবহণ খরচ হিসাব	ব্যয়	পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়কালীন সময় তা যথাক্রমে আনয়ন ও পৌছানোর জন্য অর্থ ব্যয় হলে ক্রয়/আন্তঃপরিবহণ হিসাব ও বিক্রয়/বাহিৎপরিবহণ হিসাব খোলা হয়।
২২.	প্রদত্ত সুদ হিসাব ও প্রাপ্ত সুদ হিসাব	ব্যয় ও আয়	সুদ প্রাপ্তি ও প্রদান এবং সুদ প্রাপ্তি ও বকেয়া সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সুদ হিসাব খুলতে হয়। প্রাপ্তি বা অনাদায়ী সুদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুদ হিসাব, উত্তোলনের সুদ হিসাব, প্রদত্ত ঝাগের সুদ হিসাব, ব্যাংক জমার সুদ এবং প্রদত্ত বা বকেয়া সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের সুদ, ঝাগের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
২৩.	বিজ্ঞাপন হিসাব	ব্যয়	প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা ও প্রচারের জন্য যেকোন মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হলে বিজ্ঞাপন হিসাব খোলা হয়। পোস্টার, ব্যানার, রেডিও, টিভি, বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।
২৪.	কুখ্য হিসাব	ব্যয়	দেনাদারের মৃত্যু, দেউলিয়া বা অন্য কোনো কারণে অর্থ আদায় অসম্ভব হলে কুখ্য হিসাব খোলা হয়। এখানে উল্লেখ্য সন্দেহযুক্ত পাওনার জন্য কুখ্য সংঘর্ষ হিসাব খোলা হয়।
২৫.	প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব	ব্যয় ও আয়	প্রাপ্ত হিসাব হতে পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য কিছু টাকা ছাড় প্রদান এবং প্রদেয় হিসাব দেনা পরিশোধের সময় কিছু টাকা ছাড় পাওয়া গেলে তা বাট্টা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাট্টা প্রদান ও প্রাপ্তির জন্য যথাক্রমে প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব পৃথক নামে লিপিবদ্ধ হয়।
২৬.	অবচয় হিসাব	ব্যয়	স্থায়ী সম্পদের ব্যবহারজনিত কারণে মূল্য হ্রাস পেলে, হ্রাস প্রাপ্ত অংশের জন্য অবচয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২৭.	বকেয়া খরচ ও প্রাপ্ত আয় হিসাব	দায় ও সম্পদ	মুনাফা জাতীয় খরচ বকেয়া এবং মুনাফা জাতীয় আয় অনাদায়ীর জন্য পৃথক পৃথক হিসাব খুলতে হয়। যেমন—বকেয়া বেতন হিসাব, বকেয়া ঝাগের সুদ হিসাব, অনাদায়ী কমিশন হিসাব, অনাদায়ী সুদ হিসাব ইত্যাদি।
২৮.	অগ্রিম খরচ ও অগ্রিম আয় হিসাব	সম্পদ ও দায়	কোনো খরচ হতে সুবিধা পাওয়ার পূর্বেই তার মূল্য পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট খরচ অগ্রিম হিসাব এবং আয়ের বিপরীতে সুবিধা প্রদানের পূর্বেই মূল্য আদায় হলে সংশ্লিষ্ট আয় অগ্রিম হিসাব খোলা হয়। যেমন—অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব, অগ্রিম ভাড়া হিসাব, অগ্রিম শিক্ষান্বিষ সেলামি হিসাব, অগ্রিম উপভাড়া হিসাব ইত্যাদি। অগ্রিম প্রাপ্ত আয়কে অনুপার্জিত আয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

২৯.	মেরামত হিসাব	ব্যয়	স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, মোটর গাড়ি ইত্যাদি) মেরামতের জন্য সাধারণভাবে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মেরামতের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের ফলে সম্পদের আয়ুক্তাল বৃদ্ধি পেলে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ডেবিট হবে।
৩০.	অফিস সরঞ্জাম হিসাব	সম্পদ	প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার, এসি, ফটোকপি মেশিন, পিটার ইত্যাদি ত্বরণ ও ক্রয়সংগ্রাহ আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ এবং বিশেষ কারণে এগুলো বিক্রয়ের জন্য অফিস সরঞ্জাম হিসাব খোলা হয়।
৩১.	অফিস সাপ্লাইজ হিসাব	সম্পদ	ঘড়ি, স্ট্যাপলার, ক্যালকুলেটর, পেপার গুয়েট ইত্যাদি যার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ব্যবহার উপযোগিতা দীর্ঘদিন পাওয়া যায়। এ সকল ক্রয়ের জন্য অফিস সাপ্লাইজ হিসাব প্রতাবিত হবে।

বি. দ্র. উপরিউক্ত ছকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের ধারণা প্রদান করা হলো।

দলগত কাজ:

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ত্ব, রেভিনিউ বা আয় ও ব্যয় হিসাবের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে।

ডেবিট ও ক্রেডিট

‘T’ ও ‘চলমান জের’ উভয় ছকে আমরা ডেবিট ও ক্রেডিট এই দুইটি শব্দ লক্ষ করেছি। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণ ব্যতীত হিসাব প্রস্তুত সম্ভব নয়। তাই পাঠের এই অংশে বিভিন্ন শ্রেণির হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় নীতি ব্যাখ্যা করা হলো-

কোন হিসাবের বাম দিককে ডেবিট এবং ডান দিককে ক্রেডিট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শব্দ দুইটি হিসাবকে নির্দেশনা প্রদান করে। ডেবিট শব্দের অর্থ বাম ও ক্রেডিট শব্দের অর্থ ডান। তাই হিসাবের বাম দিক ডেবিট এবং ডান দিক ক্রেডিট-এটা হিসাববিজ্ঞানের একটি রীতি।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অধ্যায়ে আমরা জানতে পেরেছি-প্রতিটি লেনদেন দুইটি বিপরীতমুখী সমপরিমাণ পরিবর্তন আনয়ন করে। একটি পরিবর্তন ডেবিট এবং অপরটি ক্রেডিট।

প্রতিটি লেনদেনের দ্বারা অন্তত দুইটি হিসাবখাত প্রতাবিত হয়, একটি হিসাবের ডেবিট দিক প্রতাবিত হলে অপরটির ক্রেডিট দিক প্রতাবিত হবে। কখনোই লেনদেনের দ্বারা দুইটি হিসাবের একই দিক প্রতাবিত হবে না। অর্থাৎ ডেবিট ও ডেবিট বা ক্রেডিট ও ক্রেডিট হবে না।

প্রতিটি লেনদেন সম্পর্কে হওয়ার পর হিসাব সমীক্ষণের উভয় দিক সর্বদা সমান থাকবে এবং হিসাবের মোট ডেবিট টাকা মোট ক্রেডিট টাকার সমান হবে; এই দুইটি তত্ত্ব হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ে সহায়তা করে।

$$\boxed{A} = \boxed{L} + \boxed{OE}$$

$$\boxed{\text{সম্পদ}} = \boxed{\text{দায়}} + \boxed{\text{মালিকানা স্বত্ত্ব}}$$

মোট ডেবিট	=	মোট ক্রেডিট
সম্পদ ডেবিট	+	মালিকানা স্বত্ত্ব ক্রেডিট

মূলধন আনয়ন (নগদ অর্থ বা যেকোনো সম্পদ) ও আয় অর্জিত হলে মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি এবং মালিকের উত্তোলন (নগদ অর্থ বা যেকোনো সম্পদ) ও ব্যয় সংঘটিত হলে মালিকানা স্বত্ত্ব হ্রাস পায়। এখানে উল্লেখ্য, মালিক কর্তৃক নগদ অর্থ বা যেকোনো সম্পদ আনয়ন এবং গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় যাতে করে দুইটির মোট পরিমাণ সহজেই জানা যায়।

ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের সারসংক্ষেপ

ডেবিট	ক্রেডিট
* সম্পদ বৃদ্ধি	* সম্পদ হ্রাস
* দায় হ্রাস	* দায় বৃদ্ধি
* মালিকানা স্বত্ত্ব হ্রাস	* মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি
* রেভিনিউ বা আয় হ্রাস	* রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি
* ব্যয় বৃদ্ধি	* ব্যয় হ্রাস

হিসাবের উপর লেনদেনের প্রভাব উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো—

নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু হলো

লেনদেনের ফলে নগদ অর্থ (সম্পদ) বৃদ্ধি এবং মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে—

নগদান হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি) ডেবিট ৫০,০০০ টাকা

মূলধন হিসাব (মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি) ক্রেডিট ৫০,০০০ টাকা

আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা

লেনদেনের ফলে আসবাবপত্র বৃদ্ধি এবং নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে—

আসবাবপত্র হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি) ডেবিট ১০,০০০ টাকা

নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস) ক্রেডিট ১০,০০০ টাকা

ব্যাংকে ৫,০০০ টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলা হলো

ব্যাংক হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি) ডেবিট ৫,০০০ টাকা

নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস) ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

নগদে পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা

নগদান হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি) ডেবিট ১২,০০০ টাকা

বিক্রয় হিসাব (রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি) ক্রেডিট ১২,০০০ টাকা

মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ১,০০০ টাকা

উত্তোলন হিসাব (মালিকানা স্বত্ত্বহাস) ডেবিট ১,০০০ টাকা
 নগদান হিসাব (সম্পদহাস) ক্রেডিট ১,০০০ টাকা

কাজ : নিচের ছক অনুসরণ করে প্রতিটি লেনদেনের সাথে জড়িত হিসাবের শ্রেণি উল্লেখ করে কারণসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

১. মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ে আসবাবপত্র আনয়ন ৫,০০০ টাকা
২. বিমল ট্রেডার্সের নিকট হতে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা
৩. বাকিতে পণ্য বিক্রয় ৯,০০০ টাকা
৪. বিমল ট্রেডার্সকে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো ১,০০০ টাকা
৫. বাকিতে বিক্রিত পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা
৬. ভাড়া অগ্রিম প্রদান ৩,০০০ টাকা
৭. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা
৮. রমজানের নিকট হতে খাল গ্রহণ ৬,০০০ টাকা
৯. বিমল ট্রেডার্সকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
১০. প্রাপ্য হিসাব হতে প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা

ক্র/নং	পক্ষ/হিসাব	হিসাবের শ্রেণি	ডেবিট/ক্রেডিট	টাকা	কারণ
১.	আসবাবপত্র হিসাব মূলধন হিসাব	সম্পদ মালিকানা স্বত্ত্ব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	সম্পদ বৃদ্ধি মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি
	বোঝার জন্য একটি লেনদেন ছকে উপস্থাপন করা হলো।				

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। হিসাবের ‘T’ ছকে মোট কয়টি কলাম ?
 ক) ৬টি খ) ৭টি গ) ৮টি ঘ) ১০টি
- ২। হিসাব সমীকরণের সঠিক প্রকাশ হলো -
 i) সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ত্ব
 ii) সম্পদ-মালিকানা স্বত্ত্ব = দায়
 iii) সম্পদ + মালিকানা স্বত্ত্ব = দায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ৩। কোনো হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট টাকার পার্থক্যকে কী বলা হয়?
 ক) লাভ খ) ক্ষতি গ) দায় ঘ) উত্তুন্ত

୪। ଥାପ୍ୟ ହିସାବ କୋଣ ଶ୍ରେଣିର ହିସାବ?

- | | |
|--------------------|--------|
| କ) ସମ୍ପଦ | ଖ) ଦାୟ |
| ଗ) ମାଲିକାନା ସ୍ଵତ୍ତ | ଘ) ଆୟ |

୫। ଏକଇ ଶ୍ରେଣିଭୁକ୍ତ ହିସାବଙ୍କୁ ହଲୋ—

- i) ବେତନ
- ii) ବିକ୍ରୟ
- iii) ବିଜ୍ଞାପନ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| କ) i ଓ ii | ଖ) i ଓ iii | ଗ) ii ଓ iii | ଘ) i, ii ଓ iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

୬। ଲେନଦେନେର ସାଥେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହିସାବ ଖାତ କ୍ରେଡ଼ିଟ ହ୍ୟ, ସେଇନାମିନ୍ -

- i) ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
- ii) ମାଲିକାନା ସ୍ଵତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
- iii) ଖରଚତ୍ରାସ ପାଇଁ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| କ) i ଓ ii | ଖ) i ଓ iii | ଗ) ii ଓ iii | ଘ) i, ii ଓ iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

୭। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରତିଟି ଖାତେର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିଟ ପରିମାଣ ଜାନାର ଜନ୍ୟ କୋଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହ୍ୟ?

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| କ) ହିସାବ | ଖ) ଭାଉଚାର | ଗ) ଜାବେଦୀ | ଘ) ରେଗ୍ୟୋମିଲ |
|----------|-----------|-----------|--------------|

୮। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ଅଳ୍ସ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଶେଯାର, ଝଗପତ୍ର ବା ବନ୍ଦ କ୍ରୟ କରଲେ କୋଣ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଦ ହବେ?

- | | | | |
|----------|------------|------------|--------|
| କ) ମୂଳଧନ | ଖ) ଉତ୍ତୋଳନ | ଗ) ବିନିଯୋଗ | ଘ) ଖାଦ |
|----------|------------|------------|--------|

୯। ଚଲମାନ ଜେର ଛକେ କଥନ ହିସାବେ ଉତ୍ସୁତ ନିର୍ଣ୍ୟ କରା ହ୍ୟ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| କ) ପ୍ରତି ସଞ୍ଚାହ ଶେଷେ | ଖ) ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷେ |
| ଗ) ପ୍ରତିଟି ଲେନଦେନ ଲିପିବନ୍ଦେର ପର | ଘ) ପ୍ରତିଦିନେର ଶେଷେ |

୧୦। ହିସାବ ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ହିସାବ କତ ପ୍ରକାର?

- | | |
|------|------|
| କ) ୪ | ଖ) ୫ |
| ଗ) ୬ | ଘ) ୭ |

୧୧। କୋଣ ଲେନଦେନେର ପ୍ରଭାବେ ମାଲିକାନା ସ୍ଵତ୍ତେର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାବେ?

- କ) ବ୍ୟାଂକ ହତେ ମାଲିକେର ଜନ୍ୟ ୨,୦୦୦ ଟାକା ଉତ୍ତୋଳନ ।
- ଖ) ୫,୦୦୦ ଟାକାର ଆସବାବପତ୍ର କ୍ରୟ ।
- ଗ) ବାକିତେ ପଣ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ୮,୦୦୦ ଟାକା ।
- ଘ) ନଗଦେ ପଣ୍ୟ କ୍ରୟ ୨,୦୦୦ ଟାକା ।

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

নরেশ ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের মে ৩১ তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্ধৃত নিম্নরূপ ছিল :

আসবাবপত্র হিসাব ২০,০০০ টাকা, নগদান হিসাব ৩০,০০০ টাকা, ক্রয় হিসাব ১০,০০০ টাকা, বিক্রয় হিসাব ২৫,০০০ টাকা, মূলধন হিসাব ৪০,০০০ টাকা, উত্তোলন হিসাব ৫,০০০ টাকা।

১২। নরেশ ট্রেডার্সের মোট সম্পদ কত টাকা?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) ৫০,০০০ | খ) ৬০,০০০ |
| গ) ৬৫,০০০ | ঘ) ৭৫,০০০ |

১৩। মালিকানা স্বত্ত্বের নিট পরিমাণ কত হবে?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক) ৩৫,০০০ টাকা | খ) ৫০,০০০ টাকা |
| গ) ৬৫,০০০ টাকা | ঘ) ৭০,০০০ টাকা |

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

জনাব জাহিদ ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি নগদ ২,০০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকার প্রাইজবণ্ড ৪ ২৫,০০০ টাকা খণ্ড নিয়ে জাহিদ ট্রেডার্স নামে ব্যবসায় শুরু করেন। ৩১ জানুয়ারি কর্মচারীদের ৫,০০০ টাকা বেতন পরিশোধ করেন।

১৪। জাহিদ ট্রেডার্সের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ক) ২,৪৫,০০০ টাকা | খ) ২,২০,০০০ টাকা | গ) ২,০০,০০০ টাকা | ঘ) ১,৮০,০০০ টাকা |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

১৫। উপর্যুক্ত ৫,০০০ টাকার লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের-

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| i) A উপাদান হ্রাস পাবে | ii) L উপাদান বৃদ্ধি পাবে | iii) OE উপাদান হ্রাস পাবে |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii | গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

সূজনশীল প্রশ্ন

১। “শাহীন এন্টারপ্রাইজ”-এর ২০২৫সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্ধৃতের পরিমাণ নিম্নরূপ:

মূলধন.....	২,৫০,০০০ টাকা
বন্ধকী খণ্ড	১,০০,০০০ টাকা
অগ্রিম ভাড়া.....	২০,০০০ টাকা
আয়কর	১৫,০০০ টাকা
বকেয়া বেতন	১২,০০০ টাকা
জীবন বিমা প্রিমিয়াম	৫,০০০ টাকা
প্রদেয় বিল.....	৩০,০০০ টাকা

আসবাবপত্র	৯০,০০০ টাকা
প্রাপ্য হিসাব	৬৫,০০০ টাকা
প্রদেয় হিসাব.....	৮০,০০০ টাকা
অনাদায়ী সুদ.....	৫,০০০ টাকা
ফ্রগাতি	১,২০,০০০ টাকা
ব্যাংক হিসাব	৫৫,০০০ টাকা
নগদান হিসাব	২৫,০০০ টাকা

অগ্রিম প্রাপ্ত কমিশন ৪,০০০ টাকা, সুনাম ১৫,০০০ টাকা, অনুপার্জিত উপভাড়া ২,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক উত্তোলন ৮,৫০০ টাকা, বকেয়া মনিহারি ৩,০০০ টাকা।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মোট উভোলনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ. শাহীন এস্টারপ্রাইজের সম্পদ হিসাব চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।
 গ. উল্লিখিত হিসাবগুলো হতে মোট দায় হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করো।

২. জনাব অপু ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি নগদ ১,৭০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের ২টি ফটোকপি মেশিন নিয়ে "কম্পোজ এন্ড কপি" নামে একটি ব্যবসায় শুরু করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের অন্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

- জানু - ৩, ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলেন।
 ,,-৮, দোকানে বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপনের খরচ ১৫,০০০ টাকা প্রদান।
 ,,-৭, ফটোকপি ও কম্পোজের কাগজ ক্রয় ২,০০০ টাকা।
 ,,- ৮, বাকিতে ১টি ফ্যান ক্রয় ৩,০০০ টাকা।
 ,,- ১৫, দোকানের পরিচিতির জন্য এলাকায় ২,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রচারপত্র বিতরণ।
 ,,- ২৪, একটি স্কুলের প্রশ্ন ফটোকপি বাবদ নগদে পাওয়া গেল ৮,০০০ টাকা।
 ,,- ৩০, দোকান ভাড়া বাবদ ৫,০০০ টাকার চেক প্রদান।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ. জানুয়ারি ১, ৩, ৭ ও ১৫ তারিখের লেনদেনের সাথে জড়িত হিসাবের শ্রেণি দেখাও।
 গ. জানুয়ারি ৪, ৮, ২৪ ও ৩০ তারিখের লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

৩. রড ও সিমেন্টের পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স পদ্মা সিল'-এর ২০২৫ সালের মার্চ মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

- মার্চ- ২, ১০০০ ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা।
 ,,- ৬, রড ও সিমেন্ট পরিমাপের জন্য নতুন ক্ষেত্র ক্রয় ৪০,০০০ টাকা।
 ,,- ৯, পূর্বের পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি ২,০০,০০০ টাকা।
 ,,- ১৫, ব্যাংক হতে উভোলন ১,৫০,০০০ টাকা।
 ,,- ১৮, রেজা ট্রেডার্সের নিকট ২০০ ব্যাগ সিমেন্ট বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা।
 ,,- ২০, ১০০ টন রড আনার জন্য ট্রাক ভাড়া প্রদান ২৫,০০০ টাকা।
 ,,- ২৬, রেজা ট্রেডার্স হতে ১০ ব্যাগ সিমেন্ট ফেরত এলো।
 ,,- ২৮, রড ও সিমেন্ট আনা-নেওয়ার জন্য একটি মোটর ভ্যান ক্রয় ২,২০,০০০ টাকা।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ব্যয় হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ. মার্চ ২ থেকে মার্চ ১৫ তারিখের লেনদেনগুলো হতে হিসাবের শ্রেণি উল্লেখসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।
 গ. মার্চ ১৮ থেকে মার্চ ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর কারণসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

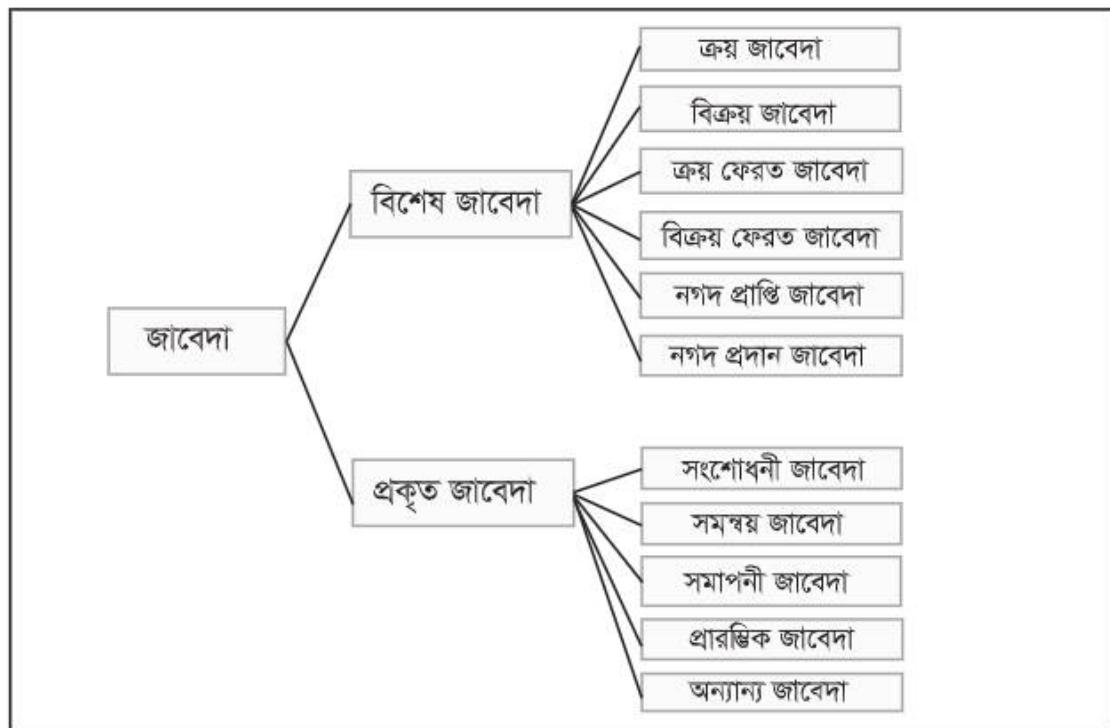
সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন :

১. হিসাব কেন প্রস্তুত করা হয় ?
২. হিসাবের T ছকের বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩. হিসাবের চলমান জের ছকের ২ টি বৈশিষ্ট্য লিখ।
৪. হিসাবের উত্তৃত কীভাবে নির্ণয় করা হয়

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাবেদা (Journal)

আর্থিক ও অনার্থিক ঘটনা চিহ্নিতকরণের পর আর্থিক লেনদেনসমূহ প্রাথমিক হিসাবের বইতে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ চিহ্নিতপূর্বক লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। লেনদেনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিবেচনা করেই জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী যে শ্রেণির জাবেদা প্রযোজ্য, ঐ জাবেদাতেই তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।



চিত্র : জাবেদার শ্রেণিবিভাগ

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- প্রারম্ভিক লিখন হিসেবে জাবেদার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করতে পারব;
- লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান করতে পারব;
- চালানের ভিত্তিতে ক্রয় ও বিক্রয় জাবেদা, ডেবিট নোটের ভিত্তিতে ক্রয় ফেরত জাবেদা এবং ক্রেডিট নোটের ভিত্তিতে বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব;
- যথাযথভাবে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব।

জাবেদার ধারণা :

লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে যতটুকু সম্ভব লেনদেনের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। লেনদেনের এই বিবরণ প্রাথমিকভাবে প্রথম জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা সহকারে জাবেদাতে লিখে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে হিসাবের পাকা বই খতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জাবেদা সহায়ক বই হিসেবে কাজ করে। যার কারণেই জাবেদাকে হিসাবের প্রাথমিক বই বলা হয়।

জাবেদা বই সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু হিসাব তৈরির সুবিধার্থে জাবেদাকরণ প্রয়োজন। জাবেদায় লিপিবদ্ধ থাকার কারণে হিসাবে লেনদেন বাদ পড়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

কাজ : উপরিউক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে জাবেদার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

জাবেদার গুরুত্ব

প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বই নির্ভুল ও স্বচ্ছ হওয়া অত্যবশ্যক। এই হিসাবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য এই উদ্দেশ্য অর্জনে জাবেদা কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ : প্রতিষ্ঠানে অস্থ্য লেনদেন সংযুক্ত হয়। এই লেনদেন সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। জাবেদায় লেনদেন লিপিবদ্ধ থাকলে পরবর্তীতে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তকরণে কোনো অসুবিধা হয় না।

লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাণ জানা : খতিয়ান হতে নির্দিষ্ট দিনে, সঞ্চাহে বা মাসে কয়টি লেনদেন সংযুক্ত হয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। জাবেদায় লেনদেন তারিখের ক্রমানুসারে লেখা হয় বলে নির্দিষ্ট তারিখে, সঞ্চাহে বা মাসে মোট কয়টি লেনদেন ঘটেছে তা সহজেই জানা যায়। মোট কত টাকার লেনদেন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, তা-ও জাবেদা থেকে জানা সম্ভব।

দৈত স্বতার প্রয়োগ নিশ্চিত : দু তরফা দাখিলা পঞ্জাতি অনুযায়ী লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ একত্রে জাবেদায় লেখা হয়। ফলে জাবেদা হতে দৈত স্বতার প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

লেনদেনের ব্যাখ্যা : লেনদেন সম্পর্কিত কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দিলে জাবেদা হতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। কারণ জাবেদা বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধের পাশাপাশি লেনদেন সংযুক্ত হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়।

ভুল-ক্রিটিহ্রাস: লেনদেন খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে জাবেদায় লেখা হলে হিসাবে ভুল ক্রিটি ও খতিয়ানে বাদ পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ভবিষ্যৎ সূত্র : জাবেদায় লেনদেনসমূহকে তারিখের ক্রমানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সজিয়ে লিখে রাখা হয়। ভবিষ্যৎ যেকোনো প্রয়োজনে জাবেদাকে দলিল/প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা যায়।

পাকা বহির সহায়ক : জাবেদা খতিয়ানের সহায়ক বইস্বরূপ কাজ করে বিধায়, খতিয়ান প্রস্তুত সহজ, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হয়।

সাধারণ জাবেদার নমুনা ছক

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
			মোট	*****

কাজ : শিক্ষক বোর্ডে ছকটি অঙ্কন করে, শিক্ষার্থীদের ছকটির প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য বলতে বলবেন।

তারিখ : এই কলামে লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ বছর, মাস ও দিন উল্লেখ থাকবে। অবশ্যই লেনদেন সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই জাবেদা প্রদান করতে হবে।

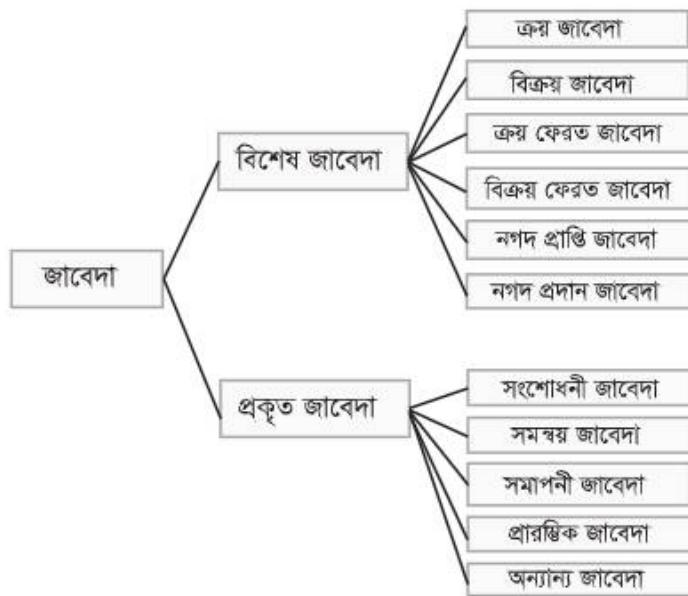
বিবরণ : এই কলামে লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ/হিসাব উল্লেখ করা হয়। সর্বদা ডেবিট পক্ষ প্রথম এবং ক্রেডিট পক্ষ দ্বিতীয় লাইনে লেখা হয়। পাশাপাশি অল্প কথায় লেনদেনটি ব্যাখ্যাও করা হয়।

খতিয়ান পৃষ্ঠা (খ. পৃ.) : লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট হিসাব খতিয়ানের যে পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে লেখা হবে, তার পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়। যাতে করে সহজেই লেনদেনটি খতিয়ান হতে বের করা যায়।

ডেবিট ও ক্রেডিট : ডেবিট হিসাবের ও ক্রেডিট হিসাবের টাকার পরিমাণ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষের বরাবরে যথাক্রমে ডেবিট ও ক্রেডিট কলামে লেখা হবে। অবশ্যই উভয় কলামে টাকার পরিমাণ সমান হতে হবে। প্রতিটি জাবেদা লিখন সম্পর্কে করার পর বিবরণের ঘরে একটি রেখা টানতে হয়।

জাবেদার শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহের মাঝে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। লেনদেনসমূহকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। খতিয়ানে হিসাবসংরক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে জাবেদার শ্রেণিবিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই জাবেদাকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—



বিশেষ জাবেদা

ব্যবসায়ের প্রায় সমস্ত লেনদেনই নিচে উল্লেখিত কোনো একটি বিশেষ জাবেদায় লেখা হয়।

১. ক্রয় জাবেদা : ক্রয় জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের সকল বাকিতে পণ্য ক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।
২. বিক্রয় জাবেদা : বিক্রয় জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের সকল বাকিতে পণ্য বিক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।
৩. ক্রয় ফেরত জাবেদা : বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে ক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।
৪. বিক্রয় ফেরত জাবেদা : বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।
৫. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা : যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ প্রাপ্তি ঘটে (নগদ পণ্য বিক্রয়সহ), তা নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।
৬. নগদ প্রদান জাবেদা : যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ প্রদান ঘটে (নগদ পণ্য ক্রয়সহ), তা নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদানে বিবেচ্য বিষয়

দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের ন্যূনতম দুইটি পক্ষ বিদ্যমান। ডেবিট পক্ষ এবং ক্রেডিট পক্ষ। জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে আমরা এই দুইটি পক্ষকেই চিহ্নিত করি। লেনদেনের জন্য সর্বদা একটি ডেবিট পক্ষ ও একটি ক্রেডিট পক্ষ হবে তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লেনদেন অনুযায়ী একাধিক ডেবিট বা ক্রেডিট পক্ষ থাকতে পারে। তবে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে, ডেবিট পক্ষের মোট টাকার পরিমাণ যেন ক্রেডিট পক্ষের মোট টাকার পরিমাণের সমান হয়। এখানে উল্লেখ্য, শুধু দুইটি পক্ষ চিহ্নিতই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি উপযুক্ত হিসাব শিরোনাম প্রদানও জরুরি। যদি ভুল বা অনুপযুক্ত হিসাব শিরোনাম লেখা হয়, তবে কখনই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক চিত্র প্রকাশ পাবে না। হিসাব অধ্যায়ে লেনদেন-সংশ্লিষ্ট হিসাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। নিচে জাবেদা দাখিলার কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(ক) পণ্য, মাল, চেক প্রভৃতি নামে কোনো হিসাব হবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
পণ্য বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান	ক্রয় হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট

(খ) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ফেতে যথাক্রমে বিক্রেতা ও ক্রেতার নাম উল্লেখ থাকলে তা বাকিতে হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। তবে নামের পাশাপাশি নগদ, চেক, ব্যাংক প্রভৃতি কথা যুক্ত থাকলে তা বাকিতে হয়েছে বলে গণ্য করা যাবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
হাসানের নিকট হতে ক্রয়	ক্রয় হিসাব	ডেবিট
	ওদেয় (হাসান) হিসাব	ক্রেডিট
খালেকের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(গ) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় বাকিতে হয়েছে কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম উল্লেখ নেই, এই ক্ষেত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় হিসাব ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাব লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
বাকিতে পণ্য ক্রয়	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব
ধারে পণ্য বিক্রয়	প্রাপ্য হিসাব বিক্রয় হিসাব

(ঘ) ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বাকিতে ক্রয় ও বাকিতে বিক্রয় হয়েছিল বলে গণ্য করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
আন্তঃফেরত	বিক্রয় ফেরত হিসাব প্রাপ্য হিসাব
ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া	প্রদেয় হিসাব

(ঙ) সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন, পুরাতন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন :
আসবাবপত্র ক্রয় হিসাব, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় হিসাব, নতুন অফিস সরঞ্জাম হিসাব প্রভৃতি নামে হিসাব খোলা যাবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব
পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়	নগদান হিসাব যন্ত্রপাতি হিসাব

(চ) সাধারণত আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কখনই কোনো হিসাব খোলা হবে না। যদিও ঐ আয় অনাদায়ী এবং ব্যয় অপরিশেষিত থাকে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
কর্মচারী জামিলকে বেতন প্রদান	বেতন হিসাব নগদান হিসাব
মনি স্টেশনারি হতে বাকিতে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	মনিহারি হিসাব বকেয়া মনিহারি হিসাব/মনিহারী ক্রয় বাবদ দায় হিসাব
তপু ট্রেডার্সের নিকট কমিশন প্রাপ্য হয়েছে	প্রাপ্য কমিশন হিসাব কমিশন আয় হিসাব

(ছ) ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পণ্য ব্যবহার, বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ, পণ্য চুরি, পণ্য নষ্ট প্রভৃতি লেনদেনের ফলে পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাই এই সকল ক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন	উত্তোলন হিসাব ক্রয় হিসাব
দোকান হতে পণ্য চুরি হলো	বিবিধ ক্ষতি হিসাব ক্রয় হিসাব

(জ) প্রতিষ্ঠান হতে উত্তোলন হলে মালিকের ব্যক্তিগত উত্তোলন বুঝাবে। ব্যাংক হতে উত্তোলন হলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। মালিকের জন্য উল্লেখ থাকলে তা উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যবসায় হতে উত্তোলন	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট
ব্যাংক হতে উত্তোলন	নগদান হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট

(ঝ) পণ্য, নগদ অর্থ, কোন সম্পদ চুরি বা বিনষ্ট হলে বিবিধ ক্ষতি হিসাব নামে লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ক্যাশ বাক্স হতে টাকা চুরি	বিবিধ ক্ষতি হিসাব	ডেবিট
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট
অগ্নি দুর্ঘটনায় পণ্য বিনষ্ট হলো	বিবিধ ক্ষতি/অগ্নিজনিত ক্ষতি	ডেবিট
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(ঝঃ) ব্যাংক সুদ মঞ্জুর বা ধার্য এবং ব্যাংক চার্জ সর্বদা ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে গণ্য করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক সুদ হিসাব	ক্রেডিট
ব্যাংক চার্জ ধার্য করল	ব্যাংক চার্জ হিসাব	ডেবিট
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট

(ট) স্থায়ী সম্পদের মূল্য ব্যবহার বা অন্য কারণে ত্বাস পেলে তা সম্পদের অবচয় হিসাবে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ক্রেডিট না করে ‘পুঁজীভূত অবচয় হিসাব—সংশ্লিষ্ট সম্পদ’ নামে ক্রেডিট করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধার্য	অবচয় হিসাব	ডেবিট
	পুঁজীভূত অবচয় (আসবাবপত্র) হিসাব	ক্রেডিট

(ঠ) যেকোনো উৎস হতে চেক পাওয়া গেলে, তা ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কারণ প্রতিষ্ঠানকে বাহক বা খোলা চেক প্রদান করা হয় না, হিসাবে প্রদেয় চেক (Account Payee) প্রদান করা হয়।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
পণ্য বিক্রয় বাবদ রাজীবের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
প্রাপ্ত হিসাব হতে চেক প্রাপ্তি, যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট
	প্রাপ্ত হিসাব	ক্রেডিট

(ড) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট হতে যেকোনো সুবিধা গ্রহণ করলে মূলধন হিসাব ক্রেডিট এবং মালিককে সুবিধা প্রদান করলে উভ্যেলন হিসাব ডেবিট হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
কর্মচারীদের বেতন মালিক ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ করলেন	বেতন হিসাব মূলধন হিসাব ডেবিট ক্রেডিট
মালিকের বাজার খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ	উভ্যেলন হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট ক্রেডিট

(চ) দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির সময় যে পরিমাণ অর্থ ছাড় পাওয়া ও দেওয়া হয়, তা যথাক্রমে প্রদেয় ও প্রাপ্য হিসাবকে প্রভাবিত করবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
১০,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,০০০ টাকা প্রদান করা হলো।	প্রদেয় হিসাব প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট ক্রেডিট নগদান হিসাব প্রদেয় বাট্টা হিসাব প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ক্রেডিট
প্রাপ্য হিসাব হতে ৭,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৬,৫০০ টাকা প্রাপ্তি	নগদান হিসাব প্রদেয় বাট্টা হিসাব প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ক্রেডিট নগদান হিসাব প্রদেয় বাট্টা হিসাব প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ক্রেডিট
	১০,০০০ ১,০০০ ৯,০০০
	৬,৫০০ ৫০০ ৭,০০০

কাজ : জাবেদাকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা হলো তা নাম সহকারে বল।

প্রকৃত জাবেদা : সাধারণ জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদা একই অর্থবোধক। যে সকল লেনদেন বিশেষ জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয় না সে সকল লেনদেন প্রকৃত জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১। সংশোধনী জাবেদা : লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে কোনো ভুল সংঘটিত হলে হিসাবে কাটা-ছেঁড়া করে ঠিক করা যায় না। নতুন জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে উক্ত ভুল সংশোধন করতে হয়। ভুল সংশোধনের জন্য যে জাবেদা দাখিলা নতুন করা হয়, তা-ই সংশোধনী জাবেদা।

আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা, ভুলবশত ক্রয় হিসাব ১০,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করা হয়েছে।

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ ডিসে: ৩১	আসবাবপত্র হিসাব ক্রয় হিসাব (আসবাবপত্র হিসাবের পরিবর্তে ভুলে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছিল, যা সংশোধন করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট -	১০,০০০	১০,০০০

২। সমন্বয় জাবেদা : আর্থিক ফলাফল নিরূপণের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় বকেয়া বা অগ্রিম খরচ, প্রাপ্য অথবা অগ্রিম প্রাপ্তি আয়, অবচয় বা অবলোপন, কুর্খণ সংঘর্ষ ইত্যাদি লেনদেনের প্রাথমিক হিসাব বইতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যে জাবেদা প্রস্তুত করা হয়, তাই সমন্বয় জাবেদা।

২০২৫ সালে ভাড়া বাবদ পরিশোধ হয়েছে ১০,০০০ টাকা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে জানা গেল উক্ত ভাড়ার মধ্যে অগ্রিম ভাড়া ২,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে সমন্বয় জাবেদা হবে—

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পঃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ ডিসে: ৩১	অগ্রিম ভাড়া হিসাব ভাড়া হিসাব (অগ্রিম ভাড়া প্রদান ভাড়া হিসাবের সহিত সমৰ্থ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	— —	২,০০০ ২,০০০

টাকা : অগ্রিম খরচ সম্পদ বিধায় সংশ্লিষ্ট খরচ হতে বাদ যাবে, এতে করে খরচ হ্রাস এবং চলতি সম্পদ (অগ্রিম ভাড়া) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। সমাপনী জাবেদা : কোনো নির্দিষ্ট বছরের মুনাফা জাতীয় আয় ও খরচ পরবর্তী বছরের হিসাবে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাই আর্থিক বিবরণী প্রস্তরের সময় মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবসমূহ বন্ধ করে দিতে হয়। মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাব বন্ধ করার জন্য আয় হিসাব ডেবিট ও ব্যয় হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। তাছাড়া সমাপনী জাবেদার মাধ্যমে উভ্রূলন হিসাবও বন্ধ করা হয়।

উদাহরণ – ২০২৫ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয় ও খরচ হিসাবের উদ্ভূতসমূহ ছিল –
ক্রয় ৫০,০০০; বিক্রয় ৮০,০০০; বেতন ১০,০০০; ভাড়া ৫,০০০।

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পঃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ ডিসে : ৩১	বিক্রয় হিসাব আয় বিবরণী (বিক্রয় হিসাবের উদ্ভূত আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	— —	৮০,০০০ ৮০,০০০
	আয় বিবরণী ক্রয় হিসাব বেতন হিসাব ভাড়া হিসাব (ক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও ভাড়া হিসাবের উদ্ভূত আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট	৬৫,০০০	৫০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০

৪। প্রারম্ভিক জাবেদা : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিগত বছরের হিসাবকালের শেষ দিনের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ পরবর্তী বছরের শুরুতে হিসাবে নিয়ে আসার জন্য প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদান করা হয়।

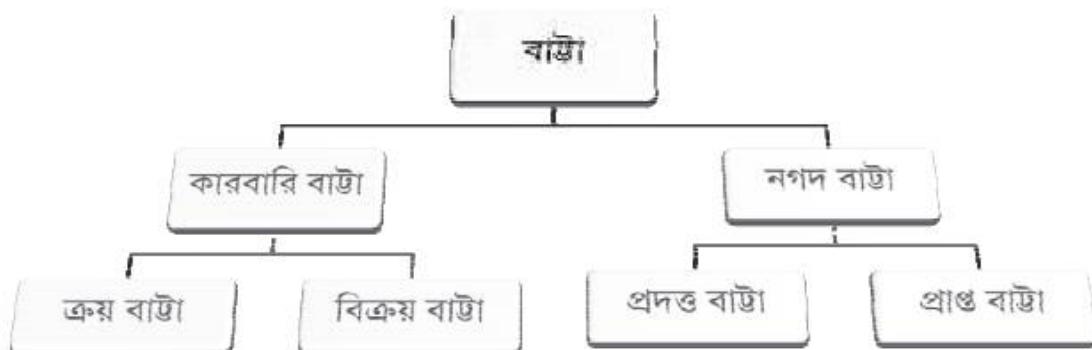
উদাহরণ – ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫-এ নগদান হিসাব ৫০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র হিসাব ৩০,০০০ টাকা, প্রাপ্য হিসাব
হিসাব ২০,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব হিসাব ১৫,০০০ টাকা এবং মূলধন হিসাব ৮৫,০০০ টাকা।

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পঃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৬ জানু : ১	নগদান হিসাব আসবাবপত্র হিসাব প্রাপ্য হিসাব প্রদেয় হিসাব মূলধন হিসাব ২০২৫ সালের শেষ কর্মদিবসের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে ২০২৬ সালের প্রারম্ভিক দাখিলা লেখা হলো)	ডেবিট ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট —	৫০,০০০ ৩০,০০০ ২০,০০০ — — —	১৫,০০০ ৮৫,০০০

৫। **অল্যান্য জাবেদা:** বিশেষ জাবেদার লেনদেনসমূহ এবং প্রকৃত জাবেদার উল্লিখিত চার ধরনের লেনদেন ছাড়াও ব্যবসায়ে আরও লেনদেন সম্পন্ন হয়, যেমন- ধারে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বাট্টা প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি, পণ্য বিতরণ প্রভৃতি। এসব লেনদেনও প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।

বাট্টা ও বাট্টার প্রকারভেদ

সাধারণ অর্থে কোনো বস্তুর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয়/বিক্রয় সম্ভব হলে, যতটুকু মূল্য কম পরিশোধ করা/প্রাপ্তি হয় তা-ই বাট্টা।



কারবারি বাট্টা (Trade Discount) :

বিক্রেতা পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতা যখন পূর্বনির্ধারিত বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, তা কারবারি বাট্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারবারি বাট্টা বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাট্টা এবং ক্রেতার জন্য ক্রয় বাট্টা। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই এই বাট্টার হিসাব রাখে না। প্রকৃত যে মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে, তা-ই হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ বাট্টা (Cash Discount) :

ব্যবসায়ের ক্রয়-বিক্রয় প্রায়ই বাকিতে সংঘটিত হয়। ক্রেতা - বিক্রেতার মাঝে দেনা-পাওনার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে যে টাকা ছাড় দেয় তাই নগদ বাট্টা। এই বাট্টা বিক্রেতার জন্য প্রদত্ত বাট্টা এবং ক্রেতার জন্য প্রাপ্ত বাট্টা। উভয় পক্ষ তাদের হিসাবের বইতে এই বাট্টা লিপিবদ্ধ করে।

কাজ : নগদ ও কারবারি বাট্টার মাঝে তুলনা করো।

উদাহরণ-১

জনাব নীলা চৌধুরী ‘নীলা এন্টারপ্রাইজ’-এর মালিক। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে তাঁর ব্যবসায়ের কয়েকটি লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

মার্চ	১	পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
মার্চ	২	আসবাবপত্র ক্রয় ১২,০০০ টাকা।
মার্চ	৩	বাহারের নিকট বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
মার্চ	৭	ব্যাথকে জমা দান ৮,০০০ টাকা।

মার্চ	৯	বাকিতে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।
মার্চ	১২	কুখ্য সংগঠিত ধার্য করা হলো ২,০০০ টাকা।
মার্চ	১৫	কুখ্য হিসেবে অবলোপন করা হলো ১,০০০ টাকা।
মার্চ	১৮	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১,০০০ টাকা।
মার্চ	৩০	কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৭,০০০ টাকা।

নীলা এন্টারপ্রাইজের সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ:পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ মার্চ ১	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব (নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৯,০০০	৯,০০০
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব (নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১২,০০০	১২,০০০
মার্চ ৩	প্রাপ্য হিসাব (বাহার) বিক্রয় হিসাব (বাহারের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০	১৫,০০০
মার্চ ৭	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব (নগদ অর্থ বাংকে জমা দেয়া হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
মার্চ ৯	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব (বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
মার্চ ১২	কুখ্য হিসাব কুখ্য সংগঠিত হিসাব (কুখ্য সংগঠিত ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
মার্চ ১৫	কুখ্য সংগঠিত হিসাব প্রাপ্য হিসাব (কুখ্য হিসেবে অবলোপন করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
মার্চ ১৮	মনিহারি হিসাব নগদান হিসাব (নগদে মনিহারি দ্রব্য ক্রয় করে আসে)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
মার্চ ৩০	বেতন হিসাব নগদান হিসাব (নগদে বেতন প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট	৭,০০০	৭,০০০
		মোট	৬০,০০০	৬০,০০০

উদাহরণ-২

জনাব শওকত ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকার পণ্য দ্রব্য নিয়ে
শওকত ট্রেডার্স নামে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

জুলাই	২	জনতা ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো ২০,০০০ টাকা।
জুলাই	৭	ব্যবসায়ের জন্য কম্পিউটার ক্রয় ২২,০০০ টাকা।
জুলাই	৯	কুমি স্টোর্চের নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা।
জুলাই	১০	বাবুল ট্রেডার্সের নিকট হতে ১০% বাট্টায় ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
জুলাই	১২	অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৮,০০০ টাকা।
জুলাই	১৫	বাবুল ট্রেডার্সের নিকট পণ্য ফেরত পাঠানো হলো ১,০০০ টাকা (বাট্টা বাদে)।
জুলাই	২০	ব্যবসায়ের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ৩,০০০ টাকা।
জুলাই	২৩	বাবুল ট্রেডার্সকে চেক প্রদান ৫,০০০ টাকা।
জুলাই	২৫	জনাব শওকতের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ ২,০০০ টাকা।
জুলাই	৩০	কর্মচারী রায়হানের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে ৩,৫০০ টাকা।

শওকত ট্রেডার্স

সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ.পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ জুলাই ১	নগদান হিসাব ক্রয় হিসাব মূলধন হিসাব (নগদ অর্থ ও পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)	ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০ ২০,০০০	৯০,০০০
জুলাই ২	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব (নগদ অর্থ জমা দিয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
জুলাই ৭	অফিস সরঞ্জাম হিসাব নগদান হিসাব (নগদে কম্পিউটার ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২২,০০০	২২,০০০
জুলাই ৯	ব্যাংক হিসাব বিক্রয় হিসাব (কুমির নিকট পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক থাপ্তি)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
জুলাই ১০	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব (বাবুল ট্রেডার্স) (১০% বাট্টায় বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১৩,৫০০	১৩,৫০০
জুলাই ১২	অগ্রিম ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব (অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
জুলাই ১৫	প্রদেয় হিসাব (বাবুল ট্রেডার্স) ক্রয় ফেরত হিসাব (বাবুলকে পণ্য ফেরত পাঠানো হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০

জুলাই ২০	বিজ্ঞাপন হিসাব নগদান হিসাব (প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
জুলাই ২৩	প্রদেয় হিসাব (বাসুল ট্রেজার্স) ব্যাংক হিসাব (বাসুলকে দেনা পরিশোধ বাবদ চেক প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
জুলাই ২৫	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
জুলাই ৩০	বেতন হিসাব বকেয়া বেতন হিসাব (রায়হানের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,৫০০	৩,৫০০
			মোট	১,৫৪,০০০
				১,৫৪,০০০

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জাবেদা

জনাব পীয়ৃষ্ঠ কুমার ২০২৫ সালের ১ মার্চ ঢাকার বেইলি রোডে ‘কুমার থিয়েটার’ নামে ব্যবসায় শুরু করেন। ১ মার্চ তারিখে ব্যবসায়ে তিনি ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। মার্চ মাসে তার ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

- মার্চ ২ থিয়েটারের ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৯০,০০০ টাকা।
- মার্চ ৪ থিয়েটারের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ১৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ৬ থিয়েটারের জন্য চেয়ার, টেবিল ক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
- মার্চ ৭ মধ্য নির্মাণ ও সাজসজ্জা বাবদ ব্যয় ৫০,০০০ টাকা।
- মার্চ ১২ শিল্পী ও কলাকুশলীদের আপ্যায়ন খরচ ২,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৫ থিয়েটারে নাটক প্রদর্শনের টিকেট বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৮ শিল্পীদের সম্মানী প্রদান ২৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ২৫ ইলেকট্রিক বিল পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা।
- মার্চ ২৮ থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান ১২,০০০ টাকা।

সমাধান:

কুমার থিয়েটারের সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ:পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ মার্চ ১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব (নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
মার্চ ২	অগ্রিম ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব (অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ)	ডেবিট ক্রেডিট	৯০,০০০	৯০,০০০
মার্চ ৮	বিজ্ঞাপন হিসাব নগদান হিসাব (বিজ্ঞাপন খরচ পরিশোধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০	১৫,০০০

মার্চ ৬	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব (আসবাবপত্র ক্রয়)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০,০০০	৩০,০০০
মার্চ ৭	অফিস সরঞ্জাম খরচ হিসাব নগদান হিসাব (মধ্য নির্মাণ ও সাঙ্গসজ্জা ব্যয়)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০
মার্চ ১২	আপ্যায়ন খরচ হিসাব নগদান হিসাব (আপ্যায়ন বাবদ ব্যয় পরিশোধ)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
মার্চ ১৫	নগদান হিসাব সেবা আয় হিসাব (নাটকের টিকেট বিক্রয় বাবদ আয়)	ডেবিট ক্রেডিট	৮০,০০০	৮০,০০০
মার্চ ১৮	সম্মানী ব্যয় হিসাব নগদান হিসাব (শিল্পী ও কলাকুশলীর সম্মানী প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০	২৫,০০০
মার্চ ২৫	বিদ্যুৎ খরচ হিসাব বকেয়া বিদ্যুৎ খরচ (বিদ্যুৎ বিল অপরিশোধিত)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব নগদান হিসাব (থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট	১২,০০০	১২,০০০
		মোট	৮,০৭,০০০	৮,০৭,০০০

কাজ : ২০২৫সালের এপ্রিল মাসে মেসার্স শ্টাইন এন্ড কোং-এর লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

- এপ্রিল ১ প্রাপ্য হিসাব হতে চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ৩ মারফকের নিকট হতে ঋণ ফ্রেগ ২০,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ৫ আন্তঃঘরেরত ৫০০ টাকা।
 - এপ্রিল ৮ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ২,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ১০ প্রাপ্য হিসাব ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
 - এপ্রিল ১২ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় বিলের অর্থ পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ১৫ অফিসের জন্য চেয়ার ও টেবিল ক্রয় ৭,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ১৮ বিনিয়োগের সুদ আদায় হলো ১,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ২০ প্রাপ্য করিশন ৬০০ টাকা।
 - এপ্রিল ২২ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৪,০০০ টাকা।
 - এপ্রিল ২৫ প্রদেয় হিসাব চেকে পরিশোধ ৬,৫০০ টাকা এবং বাটা প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।
 - এপ্রিল ৩০ আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধার্য কর ৮০০ টাকা।
- উপরোক্ত লেনদেনসমূহের সাধারণ জাবেদা দাখিলা লিখ।

ক্রয় জাবেদা : বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান যা ক্রয় করে, তা-ই পণ্য। এই পণ্য ক্রয় নগদে বা বাকিতে কিংবা উভয় ধরনের হতে পারে। বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। চালানের উপর ভিত্তি করেই ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করা হয়। নিচে চালান ও ক্রয় জাবেদার নমুনা প্রদান করা হলো-

চালান নং-১৬৫০	সওদাগর এজেন্সি ৫১/৩, বাদামতলি সদরঘাট, ঢাকা		তারিখ: ২ মার্চ ২০২৫
ক্রেতার নাম: রাহা স্টোর্স ঠিকানা: ২৩/২, কাঁচালবাগান, ঢাকা।	চালান		
ক্র/নং	মালের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ
১	নার্জির শাইল চাল বাদঃ কারবারি বাট্টা (৫%)	৪০	১,০০০ কেজি
			৪০,০০০ ২,০০০ ৩৮,০০০
টাকা (কথায়): আটগ্রাম হাজার টাকা মাত্র।			
বিক্রয় শর্ত: ২/১০, নিট ৩০			
বিদ্রু. ভুল-ক্রেড়িট সংশোধনযোগ্য।			
বিক্রেতার স্বাক্ষর			

রাহা স্টোর্সের ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ২ মার্চ ১০	সওদাগর এজেন্সি নার্গিস এজেন্সি	২/১০, নিট ৩০ ৩/৫, নিট ২০	১৬৫০ ১২৩০	✓ ✓	৩৮,০০০ ২৩,০০০ ৬১,০০০	←
(নার্গিস এজেন্সির নাম নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো)						

বিক্রয় শর্ত: বিক্রয় শর্ত যদি এই রূপ হয়—২/১০, নিট ৩০। এর দ্বারা বোঝায় ক্রেতা পণ্যের মূল্য ১০ দিনে পরিশোধে সমর্থ হলে পরিশোধযোগ্য ২% নগদ বাট্টা পাবে। যদি অসমর্থ হয় তবে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য (চালানে উল্লিখিত) পরিশোধ করতে হবে।

বিক্রয় জাবেদা: বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। বিক্রয় জাবেদাও চালানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। বিক্রয় জাবেদার নমুনা নিম্নরূপ—

সওদাগর এজেন্সির বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	চালান নম্বর	সূত্র	প্রাপ্য হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ২ মার্চ ১২	রাহা স্টোরস রেহানা স্টোর	১৬৫০ ১৬৫১	✓ ✓	৩৮,০০০ ৩২,০০০	৬০,০০০

বি. দ্র. ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা হতে খতিয়ানে স্থানান্তরকরণ অংশটি খতিয়ান অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাপ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বহন খরচ, প্যাকিং খরচ, বিমা খরচ প্রতি সম্পূর্ণ। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এটা নির্ধারিত থাকে যে, কে এটা বহন করবে। খরচসমূহ চালানের অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা ক্রেতাকেই পণ্যের মূল্যের সাথে পরিশোধ করতে হয়। চালানে উল্লিখিত মোট মূল্যেই ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।

কাজ: শাহজাহান স্টোরস, ঢাকার কারওয়ান বাজারের একটি পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২৫সালের নভেম্বর মাসের কয়েকটি সেনদেন নিম্নরূপ:

নভেম্বর ১ মিলি স্টোরস, ঢাকা এর নিকট প্রতি কেজি ১০০ টাকা করে ৫০ কেজি মুসুর ডাল বিক্রয়। কারবারি বাট্টা ২%। চালান নং ২৫৩। শর্ত: ৩/১০, নিট ২০।

নভেম্বর ৫ জনি ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি পাউণ্ড ২০০ টাকা করে ৫০০ পাউণ্ড চা ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৫%। চালান নং-৫৩৩। শর্ত: ৩/১৫, নিট ৩০।

নভেম্বর ৮ রতন স্টোরসের নিকট প্রতি পাউণ্ড ২২০ টাকা করে ১০০ পাউণ্ড চা বিক্রয়। বাট্টা ৩%। চালান নং ২৫৪।

নভেম্বর ১২ জাফর ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি পিটার ১২০ টাকা করে ৩০০ পিটার সয়াবিন তেল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৪%। চালান নং ৫৩৪।

নভেম্বর ১৫ শিকদার এন্ড সঙ্গের নিকট প্রতি বঙ্গা ২০০০ টাকা করে ১০০ বঙ্গা আটা বিক্রয়। কারবারি বাট্টা ৩%। চালান নং-২৫৫।

নভেম্বর ২০ রত্না ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি প্যাকেট ৩৫০ টাকা করে ৫০ প্যাকেট গুড়া দুধ ক্রয়। কারবারি বাট্টা ২% এবং চালান নং ৫৩৫।

তথ্যাবলির ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

ক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রয়কৃত পণ্য ফরমায়েশ অনুযায়ী না হওয়া, নিম্নমানের বা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করা হলে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্য ফেরত পাঠায়। পণ্য ফেরত পাঠানোর জন্য ক্রেতা একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করে বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করে এবং ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করে।

ডেবিট নোট নং-১৭৩

ইমরান ব্রাদার্স

তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০২৫

মালিটেলা, বংশাল ঢাকা

ডেবিট নোট

প্রাপকের নাম: মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ

ঠিকানা: ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর-৬, ঢাকা।

সূত্র: ক্রয়/চালান নম্বর ১২৬৫/৩ আগস্ট ২০২৫

ক্রমিক নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিস ১,৩০০ টাকা করে ১০ পিস জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো এবং ফেরত পথের মূল্য দ্বারা আপনাদের হিসাবকে ডেবিট করা হলো। বাদ: কারবারি বাট্টা	১৩,০০০/- ১,০০০/- ১২,০০০/-

টাকা (কথায়): বারো হাজার টাকা মাত্র।

বি.দ্রু. ভুল-ক্রিটি সংশোধনযোগ্য।

ক্রয় ব্যবস্থাপক

ইমরান ব্রাদার্সের ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	ডেবিট নোট নম্বর	সূত্র	প্রদেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ আগস্ট ১৮	মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ	১৭৩	✓	১২,০০০ ←	
আগস্ট ২৩	মামুন ট্রেডার্স	১৮৫	✓	৭,০০০	
আগস্ট ২৯	নাহিদ স্টোরস	১৯৩	✓	৫,০০০	
				২৪,০০০	

২৩ ও ২৯ তারিখের সেনদেন দুইটি নতুনভাবে অঙ্গৰ্ভুক্ত করা হলো।

বিক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রেতার নিকট হতে ডেবিট নেটসহ পণ্য ফেরত পাওয়ার পর বিক্রেতা-ক্রেতাকে পণ্য ফেরত পাওয়া এবং তাদের হিসাব খাতকে ক্রেডিট করার বিষয় নিশ্চিত করে ক্রেডিট নেট প্রস্তুত করে। অন্ততকৃত ক্রেডিট নেট বিক্রেতা-ক্রেতাকে প্রেরণ করে এবং ফেরত পাওয়া পণ্যের জন্য বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে।

ক্রেডিট নেট নং-২৩৭	মেসার্স স্প্লো এন্টারপ্রাইজ ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর-৬, ঢাকা	তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫
প্রাপকের নাম: ইমরান ব্রাদার্স		
ঠিকানা: মালিটোলা, বৎশাল ঢাকা		
সূত্র: ডেবিট নেট ১৭৩/১৮ আগস্ট ২০২৫		
ক্র.নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিস ১৩০০ টাকা করে ১০ পিস জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেছে। এবং আপনাদের হিসাবকে ফেরত মালের মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছে। বাদ ৪ কারবারি বাট্টা	১৩,০০০/- ১,০০০/- ১২,০০০
টাকা (কথায়): বারো হাজার টাকা মাত্র।		
বি.দ্র. ভূল-ক্রান্তি সংশোধনযোগ্য।		বিক্রয় ব্যবস্থাপক

মেসার্স স্প্লো এন্টারপ্রাইজের বিক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নেট	সূত্র	বিক্রয় ফেরত হিসাব প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ আগস্ট ২০	ইমরান ব্রাদার্স	২৩৭	✓	১২,০০০	←
আগস্ট ২৫	সাগর স্টেরাস	২৪০	✓	৯,০০০	
আগস্ট ৩০	জুপা ট্রেডার্স	২৪৩	✓	৫,৫০০	
				২৬,৫০০	

২৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেন দুইটি নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

কাজ: ফাতেমা স্টের - এর ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত ফেরতসমূহ সংযোগিত হয়েছে-

এপ্রিল ৩ রাতুল ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি প্যাকেট ২৫০ টাকা করে ১০ প্যাকেট গুড়ো দুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৩%, ক্রেডিট নেট নং-১৬৫।

এপ্রিল ৯ জামান এন্ড সন্সের নিকট প্রতি কেজি ৫০ টাকা করে ৪০ কেজি ডিটারজেন্ট নিম্নমানের হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো। কারবারি বাট্টা ২%, ডেবিট নেট নং-১৮৭।

এপ্রিল ১৭ লতিফ স্টেরকে প্রতি পাউন্ড ১৭০ টাকা করে ১৫ পাউন্ড চা পাতা নমুনামাফিক না হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো। ডেবিট নেট নং-১৮৮।

এপ্রিল ২৪ রাশেদ এন্ড ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি ডজন ১৮০ টাকা করে ৬ ডজন সাবান ফরমায়েশ অপেক্ষা বেশি সরবরাহ করায় ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৪%। ক্রেডিট নেট নং-১৬৬।

ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাবেদার মাধ্যমে কোনটি নিশ্চিত হওয়া যায়?
- ক. নির্ভুল ফলাফল খ. হিসাবের গাণিতিক শুল্কতা
 গ. দৈত্য সভার প্রয়োগ ঘ. প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন
২. জাবেদাকে বলা হয় হিসাবের -
- i. ধার্থমিক বই
 ii. সহকারী বই
 iii. ছায়া বই
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৩. জাবেদা থেকে জানা যায়-
- i. মোট লেনদেনের সংখ্যা
 ii. মোট অর্থের পরিমাণ
 iii. লেনদেন সংঘটিত হওয়ার কারণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৪. প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় কোনটি?
- ক. পণ্য ক্রয় খ. পণ্য বিক্রয়
 গ. বকেয়া বেতন ঘ. আন্তঃফেরত
৫. ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় কোনটি?
- ক. চেকে পণ্য ক্রয় খ. শুধু নগদে পণ্য ক্রয়
 গ. ধারে সম্পদ ক্রয় ঘ. শুধু বাকিতে পণ্য ক্রয়
৬. বিক্রয় ফেরত জাবেদার উৎস দলিল কোনটি?
- ক. ডেবিট নোট খ. ক্রেডিট নোট
 গ. ডেবিট ভাউচার ঘ. ক্রেডিট ভাউচার
৭. কোন দাখিলার মাধ্যমে আয় ও ব্যয় হিসাব বঙ্গ করা হয়?
- ক. প্রারম্ভিক খ. ছানাত্তর
 গ. সমষ্টি ঘ. সমাপনী
৮. কোনটি ক্রয়ের জন্য 'অফিস সরঞ্জাম হিসাব' ডেবিট হবে?
- ক. স্ট্যাপলার খ. কম্পিউটার
 গ. পেপার ওয়েট ঘ. আলমারি

৯. কর্মচারী শাকিলের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে। এর সঠিক জাবেদা কোনটি?

- ক. শাকিল হিসাব ... ডেবিট
- খ. বেতন হিসাব... ক্রেডিট
- গ. বেতন হিসাব ডেবিট
- শ. শাকিল হিসাব.... ক্রেডিট
- ঘ. বেতন হিসাব ... ডেবিট
- ঙ. বকেয়া বেতন হিসাব ... ক্রেডিট
- ঁ. বকেয়া বেতন হিসাব ... ডেবিট
- ঁঁ. বেতন হিসাব ...ক্রেডিট

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

২০২৫ সালের ১ অক্টোবর তারিখে মিসেস সাবিনা নিজস্ব জমি বিক্রয় করে ২,০০,০০০ টাকা এবং তার সাবিনা এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। অক্টোবর ৫ তারিখে ৪০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করেন। অক্টোবর ১০ তারিখে জনাব মাসুদের নিকট ৩০,০০০ টাকার পণ্য নগদে বিক্রয় করেন। অক্টোবর ১৫ তারিখে ৫,০০০ টাকার ক্রীত পণ্য ফেরত প্রদান করেন।

১০. সাবিনা এন্টারপ্রাইজের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত টাকা?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. ১,০০,০০০ টাকা | খ. ২,০০,০০০ টাকা |
| গ. ৩,০০,০০০ টাকা | ঘ. ৩,৪০,০০০ টাকা |

১১. অক্টোবর ৫ তারিখের লেনদেনটি কোন প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ হবে?

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ক. ক্রয় জাবেদায় | খ. প্রকৃত জাবেদায় |
| গ. নগদান প্রদান জাবেদায় | ঘ. সাধারণ জাবেদায় |

১২. ১০ তারিখের লেনদেনটির সঠিক জাবেদা কোনটি?

- ক. মাসুদ হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা
- বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা
- খ. নগদান হিসাব..... ডেবিট ৩০,০০০ টাকা
- বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা
- গ. নগদান হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা
- মাসুদ হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা
- ঘ. মাসুদ হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা
- নগদান হিসাব..... ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা

১৩. ১৫ তারিখের লেনদেনের উৎস দলিল কোনটি?

- | | |
|-------------------|----------------|
| ক. ডেবিট ভাউচার | খ. ডেবিট নোট |
| গ. ক্রেডিট ভাউচার | ঘ. ক্রেডিট নোট |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী "আফরোজা ফ্যাশন"-এর ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:
 ডিসেম্বর ১ ৫% বাটায় মাহমুদ ফ্যাশন হতে প্রতিটি ১,৩০০ টাকা দরে ৫০০টি প্যান্ট ক্রয় এবং বহন খরচ ১০০০ টাকা। চালান নং ৭৮, শর্ত ২/৫, নিট ১৫।
 ডিসেম্বর ৩ নগদে প্যান্ট বিক্রয় ৩৫,০০০ টাকা।
 ডিসেম্বর ৮ মাহমুদ ফ্যাশনকে ১০০টি প্যান্ট ত্রুটিযুক্ত থাকায় ফেরত প্রদান।
 ডিসেম্বর ১০ পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত ৫০০ টাকা।
 ডিসেম্বর ১৫ ইসলাম স্টোর হতে প্রতি জোড়া ১,৪০০ টাকা দরে ২০০টি শার্ট ক্রয়, বাট্টা ১০%, শর্ত ২/৭, নিট ৩০।
 ডিসেম্বর ২০ মাহমুদ ফ্যাশনকে পরিশোধ ৪০,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ফেরত পণ্যের মূল্য নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে আফরোজা ফ্যাশনের ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ. ক্রয় জাবেদা সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যতীত অবশিষ্ট লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।

২. বাহাউদ্দিন এন্ড সন্সের ২০২৫ সালের মে মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

- মে ২ ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা।
- মে ৩ রমিজ ব্রাদার্সের নিকট ৫% বাটায় ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং-১৭৩। চালানে পরিবহণ খরচ ধরা হয়েছে ১,০০০ টাকা।
- মে ৫ ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
- মে ৮ পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৭,০০০ টাকা।
- মে ১০ ৫% বাটায় শাহাদাত এন্ড কোং-এর নিকট ৯,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং-১৭৪। প্যাকিং চার্জ ৫০০ টাকা।
- মে ১৫ নগদ উত্তোলন ১,০০০ টাকা।

ক. বাহাউদ্দিন এন্ড সন্সের মে মাসের বিক্রয় খাতে বাটার পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ. বিক্রয় জাবেদা সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যতীত অবশিষ্ট লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।

৩. খান কম্পিউটার-এর ২০২৫ সালের জুলাই মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ;

- জুলাই ৫ মাহি কম্পিউটার থেকে প্রতিটি ৩৬,০০০ টাকা দরে ৮টি কম্পিউটার ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৬%, চালান নং- ৫০৯, বহন খরচ ১,৫০০ টাকা।
- জুলাই ১৫ রাজু কম্পিউটার থেকে প্রতিটি ৪০,০০০ টাকা দরে ৬টি কম্পিউটার ক্রয়। চালান নং- ৩১১, কারবারি বাট্টা ৫%, প্যাকিং খরচ ৫০০ টাকা।
- জুলাই ২০ কম্পিউটার নষ্ট থাকায় ৩টি কম্পিউটার রাজু কম্পিউটার-কে ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নেট নং-০১।

ক. জুলাই মাসে খান কম্পিউটার-এর ক্রয়সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. জুলাই মাসের তথ্য অবলম্বনে একটি ডেবিট নেট প্রস্তুত করো।

গ. উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর সাহায্যে খান কম্পিউটার-এর একটি ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

৪. মেসার্স আলফা ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সম্পদ ও দায়-দেনা ছিল নিম্নরূপ: নগদান হিসাব ৪০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ১,০০,০০০ টাকা, বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব ১০,০০০ টাকা ও মূলধন ১,৮০,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ব্যবসায়ের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় :

১. মোট প্রদত্ত বেতন ১,২০,০০০ টাকা, যার মধ্যে ২০,০০০ টাকা অত্রিম প্রদান করা হয়েছে।
২. ভাড়া প্রদান করা হয়েছে ৫০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. বিনিয়োগের প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।
৪. আসবাবপত্রের উপর ১০,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হয়।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলা দাও।
- খ. বছর শেষে প্রয়োজনীয় সময় জাবেদা দাখিলা দেখাও।
- গ. মেসার্স আলফা ট্রেডার্সের প্রকৃত জাবেদায় সমাপনী দাখিলা প্রদান করো।

৫. নীহারিকা ফার্মেসির ২০২৫ সালের জুলাই মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

- জুলাই-১ নতুন ট্রেড লাইসেন্স ফি প্রদান ৩০,০০০ টাকা।
- জুলাই-৫ সাধনা ফার্মেসিকে প্রতি কার্টুন ৫০০ টাকা দরে ক্রয়কৃত ২০ কার্টুন ঔষধ ক্রিয়ুক্ত থাকায় ফেরত।
বাট্টা ১০%। ডেভিট নোট নং ১১১।
- জুলাই-১০ ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণের জন্য ৪০,০০০ টাকায় ১টি কম্পিউটার ক্রয়।
- জুলাই-১৫ 'চন্দনা মেডিকেয়ার' হতে মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে প্রতি প্যাকেট ৩০০ টাকা দরে ১০০ প্যাকেট ভিটামিন ক্যাপসুল ফেরত আসে। কারবারি বাট্টা ৫%। ক্রেডিট নোট নং ২২২।
- জুলাই-২০ প্রিয়তা ফার্মা থেকে ত্রীত ১২০ টাকা দরে ৫০০ ব্যাগ স্যালাইন ফরমায়েশ অনুযায়ী না হওয়ায় ফেরত প্রদান। কারবারি বাট্টা ৫%। ডেভিট নোট নং ০৩।
- জুলাই-৩০ নিরাময় ড্রাগস এর নিকট ১০% বাট্টায় বিক্রীত ২৫,০০০ টাকার ঔষধ নিয়মান্঵ের কারণে ফেরত আসে। ক্রেডিট নোট নং ৪৪৪।

- ক. জুলাই ১ ও জুলাই ১০ তারিখের লেনদেন দ্বারা সাধারণ জাবেদা প্রস্তুত করো।
- খ. নীহারিকা ফার্মেসির জুলাই মাসের ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করো।
- গ. উপর্যুক্ত তথ্য হতে নীহারিকা ফার্মেসির আঙ্গফেরত জাবেদা প্রস্তুত করো।

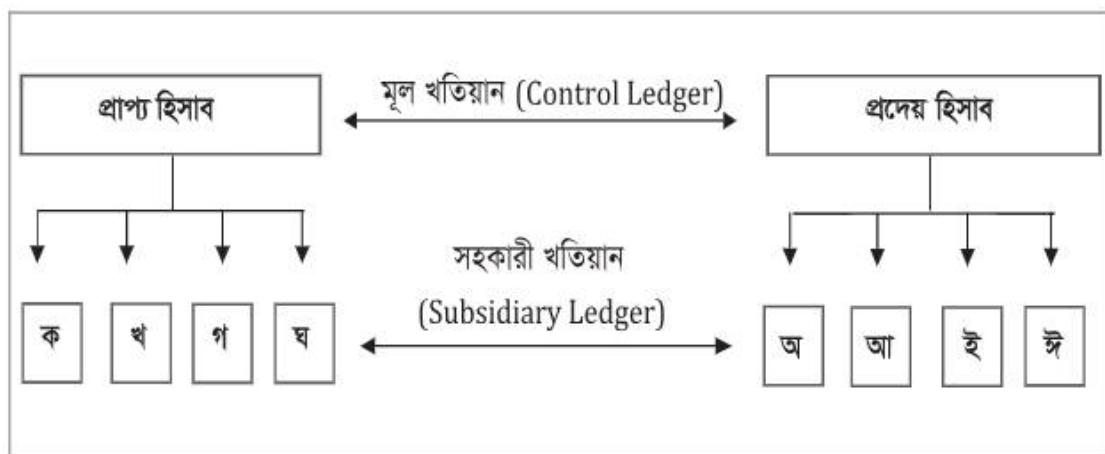
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. জাবেদাকে হিসাবের প্রাথমিক বই বলা হয় কেন?
২. জাবেদার শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্যে দেখাও।
৩. জাবেদার দুটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৪. উদাহরণসহ সময় জাবেদা ব্যাখ্যা করো।
৫. কারবারি বাট্টা ও নগদ বাট্টার মধ্যে পার্থক্য কী?

সপ্তম অধ্যায়

খতিয়ান (Ledger)

লেনদেনসমূহকে প্রাথমিকভাবে জাবেদায় লিপিবদ্ধের পর হিসাবের শ্রেণি ও প্রকৃতি অনুযায়ী যথাযথ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সারা বছর বিভিন্ন সময়ে নগদে ও বাকিতে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের ক্রয় জাবেদা হতে বাকিতে ক্রয় এবং নগদান বই হতে নগদ ক্রয় একত্রিত করা ব্যক্তিত মোট ক্রয় জানা সম্ভব নয়। খতিয়ান বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্রয়, বিক্রয় ও অন্যান্য আয়-ব্যয়সমূহকে একত্রিত করে মোট ক্রয়, মোট বিক্রয় এবং অন্যান্য সকল আয় ও ব্যয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। একইভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বতু সংশ্লিষ্ট লেনদেনসমূহের ফলাফল খতিয়ানে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের প্রক্রিয়া জানা এবং হিসাবের উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে গাণিতিক শুল্কতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র : সাধারণ ও সহকারী খতিয়ানের সম্পর্ক

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- পাকা বই হিসেবে খতিয়ানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খতিয়ানের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব;
- জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব;
- ‘T’ ও ‘চলমান জের’ ছকে হিসাব প্রস্তুত করে হিসাবের জের নির্ণয় করতে পারব;
- বিভিন্ন ধরনের খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

খতিয়ানের ধারণা

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির হিসাব যেমন- সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ত্ব, আয়, ব্যয় ও লাভ-ফ্রতির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এসব হিসাবসমূহকে এককথায় খতিয়ান বলা হয়। একটি চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব সম্পর্কিত হিসাবসমূহের সাধারণত প্রারম্ভিক ডেবিট বা ক্রেডিট জের থাকে। নির্দিষ্ট সময়কালে সম্পন্ন লেনদেনসমূহের ফলাফল খতিয়ানে সংরক্ষিত হিসাবসমূহে যথাযথভাবে স্থানান্তর করা হয়। হিসাবকাল শেষে প্রতিটি হিসাবের জের নিরূপণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উক্ত সময়কালের আয়, ব্যয়, লাভ ও ফ্রতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে তার সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ জানা যায়।

বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি হিসাবের শিরোনাম প্রদান করা হয়।
- খতিয়ান প্রস্তুতে ‘T’ ছক বা ‘চলমান জের’ ছক অনুসরণ করা হয়।
- প্রতিটি হিসাবের পৃথক পৃথক জের/উদ্ভৃত নির্ণয় করা হয়।
- খতিয়ান প্রস্তুতে জাবেদা সহায়ক বাহি স্বরূপ কাজ করে। খতিয়ানে লিপিবদ্ধের সময় জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়।
- খতিয়ান হতে প্রাপ্ত হিসাবের উদ্ভৃত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় এবং হিসাবসংরক্ষণ কার্যক্রমের গাণিতিক শুন্দতা যাচাই করা হয়।

খতিয়ান

সম্পদ	দায়	মালিকানা স্বত্ত্ব	আয়	ব্যয়
লগদান হিসাব	প্রদেয় হিসাব	মূলধন হিসাব	বিক্রয় হিসাব	ক্রয় হিসাব
আসবাবপত্র হিসাব	ঝণ হিসাব	উন্নেলন হিসাব	প্রাপ্ত ভাড়া হিসাব	বেতন হিসাব
প্রাপ্ত হিসাব	বকেয়া খরচ হিসাব	সাধারণ সঞ্চিত হিসাব	প্রাপ্ত কমিশন হিসাব	মজুরি হিসাব
অগ্রিম খরচ হিসাব	অনুপার্জিত আয় হিসাব		প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব	অবচয় হিসাব
মজুদ পণ্য হিসাব			শিক্ষানবিষ সেলামি হিসাব	বিজ্ঞাপন হিসাব
ভূমি ও দালানকেঠা হিসাব				বিমা হিসাব
ঘৰ্যাপাতি হিসাব				ভাড়া হিসাব
সুন্মাম হিসাব				কর ও অভিকর হিসাব
				কুর্শণ হিসাব

খতিয়ানের গুরুত্ব

লেনদেনসমূহ সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয় বিধায় হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ান হতে পেতে পারে। খতিয়ান হতে ব্যবসায়ের আয়, ব্যয়, সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভৃত খতিয়ান হতে সংগ্রহ করা হয় এবং এর মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুন্দতা যাচাই করা হয়। খতিয়ানের গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রকাশের জন্য একটি কথাই প্রচলিত রয়েছে—‘খতিয়ান হিসাবের সকল বইয়ের রাজা’।

জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য

জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই হিসাব চক্রের দুইটি ধাপ। খতিয়ান জাবেদা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহার উপযোগী। জাবেদা বই সংরক্ষণ ঐচ্ছিক হলেও খতিয়ান প্রস্তুত বাধ্যতামূলক। খতিয়ানের উদ্দৃষ্ট হতে হিসাবের গাণিতিক শুল্কতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ সহজ হয়। জাবেদা ও খতিয়ান প্রস্তুতে ব্যবহৃত ছকের মাঝে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। জাবেদায় শুধু লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্তকরণ করা হয়, অপরদিকে খতিয়ানে প্রতিটি হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিটের পার্থক্যকরণের মাধ্যমে উদ্দৃষ্ট নির্ণয় করা হয়। খতিয়ান সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে প্রস্তুতের জন্য জাবেদা সহায়ক বইস্বরূপ কাজ করে।

কাজ : দলে বিভক্ত হয়ে জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য ছক আকারে প্রস্তুত করো।

খতিয়ানভুক্তকরণ বা পোস্টৎ

লেনদেন: জানুয়ারি ১,২০২৫ নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

জাবেদা দাখিলা:

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
নগদান হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

খতিয়ানে পোস্টৎ:

ডেবিট				ক্রয় হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	জা:পঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পঃ	টাকা		
২০২৫ জানুয়ারি ১	নগদান হিসাব		৫,০০০						

ডেবিট				নগদান হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	জা:পঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পঃ	টাকা		
				২০২৫ জানুয়ারি ১	ক্রয় হিসাব		৫,০০০		

পোস্টৎয়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, জাবেদায় ক্রয় হিসাব ডেবিট, তাই ক্রয় হিসাবে ডেবিট দিকে লেখা হয়েছে কিন্তু বিবরণের কলামে ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম অর্থাৎ নগদান হিসাব লেখা হয়েছে। অপর দিকে নগদান হিসাব ক্রেডিট, তাই নগদান হিসাবে ক্রেডিট দিকে বসেছে কিন্তু বিবরণের কলামে ডেবিট হিসাব খাতের নাম অর্থাৎ ক্রয় হিসাব লেখা হয়েছে। এর দ্বারা ক্রয় হিসাবটি কোন হিসাবের মাধ্যমে ডেবিট এবং নগদান হিসাবটি কী কারণে ক্রেডিট করা হয়েছে তা বোঝা যায়।

অতএব, কোনো হিসাবের ডেবিট দিকে পোস্টিং হলে বিবরণের কলামে ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম এবং হিসাবের ক্রেডিট দিকে পোস্টিং হলে বিবরণের কলামে ডেবিট হিসাব খাতের নাম লেখা হবে।

হিসাবের জের টানা বা ব্যালেন্সিং

খতিয়ান প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ পোস্টিং এবং পরবর্তী ধাপ ব্যালেন্সিং বা উদ্ভৃত নির্ণয়। সাধারণ অর্থে উদ্ভৃত বা ব্যালেন্স অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—৫ কেজি চাল ক্রয় করা হলো এবং ৩ কেজি চাল তোগ করা হলো, এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রইল ২ কেজি। হিসাবের জের নির্ণয় অনেকটা এরূপ। হিসাবে পোস্টিং পরবর্তী ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করাকে জের টানা বা ব্যালেন্সিং বলা হয়।

নিম্নোক্ত দুটি লেনদেন পোস্টিং পরবর্তী নগদান হিসাবের ব্যালেন্স নির্ণয় করা হলো :

২০২৫

মার্চ ৩ নগদ বিক্রয় ২০,০০০ টাকা

মার্চ ১০ আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	বিবরণ	খ: পঃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ মার্চ ৩	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
মার্চ ১০	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০	১৫,০০০
ডেবিট			২০,০০০	২০,০০০

খতিয়ান ("T" ছক)

নগদান হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ৩	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০	২০২৫ মার্চ ১০	আসবাবপত্র হিসাব		১৫,০০০
			২০,০০০	,, ৩১	ব্যালেন্স C/D		৫,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৫,০০০				২০,০০০

- হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল সর্বদা সমান করতে হবে, তাই যে দিকের যোগফল বড় তা উভয় দিকে টাকার কলামে লিখতে হবে। উপরিউক্ত হিসাবে ডেবিট দিকের যোগফল বড় হওয়ায় ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় কলামে বসানো হয়েছে ২০,০০০ টাকা।
- উভয় দিকের যোগফলের নিচে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে হিসাব বন্ধ করা হয়েছে।

- সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। পার্থক্যটি ‘ব্যালেন্স C/D’ অর্থাৎ ‘উদ্ভূত স্থানান্তর হবে’ কথাটি লিখে কম টাকার কলামে বসিয়ে উভয় দিক সমান করা হয়। উপরিউক্ত হিসাব মার্চ মাসের, তাই মার্চের শেষ তারিখ ৩১-এ পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।
- সময়ের শেষ তারিখের ‘ব্যালেন্স C/D’ পরবর্তী সময়ের প্রথম তারিখে ‘ব্যালেন্স B/D’ অর্থাৎ ‘উদ্ভূত স্থানান্তরিত হয়েছে’ কথাটি লিখে বিপরীত পার্শ্বে বসাতে হবে।
- হিসাবের যে দিকটি বড়, ব্যালেন্স সেই নামে পরিচিত হয়। যেমন—‘নগদান হিসাব’ এর ব্যালেন্সটি ডেবিট ব্যালেন্স, তাই ১ এপ্রিল ‘নগদান হিসাব’ এর ডেবিট দিকে ‘ব্যালেন্স B/D’ লিখে এপ্রিল মাসের অতিয়ান শুরু করা হয়েছে।

C/D	Carried Down	নিচে নীত/স্থানান্তরিত
B/D	Brought Down	উপর থেকে আনীত/স্থানান্তরিত হয়েছে
C/F	Carried Forward	সমুখে নীত
B/F	Brought Forward	সমুখে আনীত

কাজ:		নগদান হিসাব				ক্রেডিট		
ডেবিট		বিবরণ	জা:পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পঃ:	টাকা
২০২৫	মে ২	মূলধন হিসাব		৩০,০০০	২০২৫	ক্রয় হিসাব		৮,০০০
মে ৫		বিক্রয় হিসাব		১০,০০০	মে ৭	আসবাবপত্র হিসাব		৮,০০০
মে ৯		প্রাপ্য হিসাব		৫,০০০	মে ২৫	বেতন হিসাব		৩,০০০

উপরিউক্ত হিসাবের উদ্ভূত নির্ণয় কর।

‘চলমান জের’— ছক

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	নগদান হিসাব		হিসাবের কোড নং....	
			ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ৩ মার্চ ১০	বিক্রয় হিসাব আসবাবপত্র হিসাব		২০,০০০	১৫,০০০	২০,০০০ ৫,০০০	

- চলমান জের ছকে হিসাবের জের যেকোনো সময়ে জানা যায়। প্রতিটি পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত/ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়।

- চলমান জের ছকে উদ্বৃত্ত লেখার জন্য পৃথক কলাম রয়েছে।

হিসাব পোস্টিং	হিসাবের উদ্বৃত্ত
ডেবিট পোস্টিং	ডেবিট ব্যালেন্স +
ক্রেডিট পোস্টিং	ডেবিট ব্যালেন্স -
ক্রেডিট পোস্টিং	ক্রেডিট ব্যালেন্স +
ডেবিট পোস্টিং	ক্রেডিট ব্যালেন্স -

- মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট পোস্টিংয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় না। এই যোগফলের কোনো ব্যবহার নেই।

কাজ:	ব্যাংক হিসাব					হিসাবের কোড নং...	
	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	ডেবিট
২০২৫ জুলাই ১	বিক্রয় হিসাব			৮,০০০			
জুলাই ৩	বিক্রয় হিসাব			৬,০০০			
জুলাই ৮	অংয় হিসাব				৩,০০০		
জুলাই ১০	উত্তোলন হিসাব				১,০০০		
জুলাই ২০	ভাড়া হিসাব				২,০০০		

‘চলমান জের’ পদ্ধতিতে উপরিউক্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো।

C/D বা C/F সময়ের শেষ তারিখে নিরপেক্ষ করা হয় এবং এই উদ্বৃত্ত পুনরায় B/D বা B/F নামে পরবর্তী সময়ের প্রথম তারিখে হিসাবের বিপরীত পার্শ্বে লেখা হয়। যখন কোনো হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট সমষ্টি সমান হয়, এই হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য অর্থাৎ ব্যালেন্স C/D বা B/D লেখার প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের হিসাবকে সমতাপ্রাপ্ত হিসাব বলা হয়।

হিসাবের সাধারণ/স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত

হিসাবের শ্রেণি	উদ্বৃত্তের ধরণ
সম্পদ	ডেবিট ব্যালেন্স
দায়	ক্রেডিট ব্যালেন্স
মালিকানা স্বত্ত্ব	ক্রেডিট ব্যালেন্স
আয়	ক্রেডিট ব্যালেন্স
ব্যয়	ডেবিট ব্যালেন্স

সাধারণ জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ

২০২৫ সালের মার্চ ১ তারিখে জনাব শাহীন নগদ ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে শাহীন ট্রেডার্স নামে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসায়ে অন্য লেনদেনসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

মার্চ ২	আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা
মার্চ ৩	পণ্য বাকিতে ক্রয় ৩০,০০০ টাকা
মার্চ ৫	পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা
মার্চ ৮	বহিঃফেরত ২,০০০ টাকা
মার্চ ১২	প্রদেয় হিসাবকে পরিশোধ ১০,০০০ টাকা
মার্চ ১৮	ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো ১৫,০০০ টাকা
মার্চ ২২	পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা
মার্চ ২৫	শফিকের নিকট হতে চেক মারফত ক্রয় ৬,০০০ টাকা
মার্চ ২৮	কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ ৫,০০০ টাকা

উপরিউক্ত লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা প্রদান করে খতিয়ানে স্থানান্তর ও উত্তুল নির্গয় করো।

সমাধান:

শাহীন ট্রেডার্সের সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ মার্চ ১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব (নগদ অর্থ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব (আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব (বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০,০০০	৩০,০০০
মার্চ ৫	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব (নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০	২৫,০০০
মার্চ ৮	প্রদেয় হিসাব বহিঃফেরত হিসাব (বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
মার্চ ১২	প্রদেয় হিসাব নগদান হিসাব (পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব (ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০	১৫,০০০

মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব বিক্রয় হিসাব (পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক থাণ্ডি)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
মার্চ ২৫	ক্রয় হিসাব ব্যাংক হিসাব (পণ্য ক্রয় বাবদ শর্কিককে চেক প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০	৬,০০০
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব নগদান হিসাব (কর্মচারীদের বেতন প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
			২,২১,০০০	২,২১,০০০

হিসাবের তালিকা

- | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| ১। নগদান হিসাব | ৪। ক্রয় হিসাব | ৭। বহিঃফেরত হিসাব |
| ২। মূলধন হিসাব | ৫। প্রদেয় হিসাব | ৮। ব্যাংক হিসাব |
| ৩। আসবাবপত্র হিসাব | ৬। বিক্রয় হিসাব | ৯। বেতন হিসাব |

‘T’ ছক

ডেবিট				নগদান হিসাব				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫				২০২৫							
মার্চ ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০	মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব					২০,০০০	
মার্চ ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০	মার্চ ১২	প্রদেয় হিসাব					১০,০০০	
				মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব					১৫,০০০	
				মার্চ ২৮	বেতন হিসাব					৫,০০০	
				মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D					৭৫,০০০	
			১,২৫,০০০							১,২৫,০০০	
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৭৫,০০০								

ডেবিট				মূলধন হিসাব				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫				২০২৫							
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		১,০০,০০০	মার্চ ১	নগদান হিসাব					১,০০,০০০	
			১,০০,০০০	এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D					১,০০,০০০	

ডেবিট				আসবাবপত্র হিসাব				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫				২০২৫							
মার্চ ২	নগদান হিসাব		২০,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D					২০,০০০	
			২০,০০০							২০,০০০	
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		২০,০০০								

ডেবিট

ক্রয় হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ৩	প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০	২০২৫ মার্চ ৩১			৩৬,০০০
মার্চ ২৫	ব্যাংক হিসাব		৬,০০০				
			৩৬,০০০				
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৩৬,০০০				

ডেবিট

প্রদেয় হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ৮	বহিষ্কারত হিসাব		২,০০০	২০২৫ মার্চ ৩	জরু হিসাব		৩০,০০০
মার্চ ১২	নগদান হিসাব		১০,০০০				
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		১৮,০০০				
			৩০,০০০				
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		১৮,০০০

ডেবিট

বিক্রয় হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		৩৩,০০০	২০২৫ মার্চ ৫	নগদান হিসাব		২৫,০০০
			৩৩,০০০	মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব		৮,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৩৩,০০০

ডেবিট

বহিষ্কারত হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		২,০০০	২০২৫ মার্চ ৮	প্রদেয় হিসাব		২,০০০
			২,০০০	এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		২,০০০

ডেবিট

ব্যাংক হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ১৮	নগদান হিসাব		১৫,০০০	২০২৫ মার্চ ২৫	জরু হিসাব		৬,০০০
মার্চ ২২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		১৭,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		২৩,০০০				২৩,০০০
			১৭,০০০				

ডেবিট

বেতন হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা
২০২৫ মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		৫,০০০	২০২৫ মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		৫,০০০
			৫,০০০				৫,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৫,০০০				৫,০০০

‘চলমান জের’—ছক

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃতি/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০		১,০০,০০০	
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব			২০,০০০	৮০,০০০	
মার্চ ৫	বিক্রয় হিসাব			২৫,০০০	১,০৫,০০০	
মার্চ ১২	প্রদেয় হিসাব			১০,০০০	৯৫,০০০	
মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব			১৫,০০০	৮০,০০০	
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব			৫,০০০	৭৫,০০০	

মূলধন হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃতি/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ১	নগদান হিসাব			১,০০,০০০		১,০০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃতি/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ২	নগদান হিসাব			২০,০০০	২০,০০০	

ক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃতি/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ৩	প্রদেয় হিসাব			৩০,০০০	৩০,০০০	
মার্চ ২৫	ব্যাংক হিসাব			৬,০০০	৩৬,০০০	

প্রদেয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তুল/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ৩	অন্ত হিসাব			৩০,০০০		৩০,০০০
মার্চ ৮	বাহি: ফেরত হিসাব		২,০০০			২৮,০০০
মার্চ ১২	নগদান হিসাব		১০,০০০			১৮,০০০

বিক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তুল/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ৫	নগদান হিসাব			২৫,০০০		২৫,০০০
মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব			৮,০০০		৩৩,০০০

ব্যাংক হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তুল/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ১৮	নগদান হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	
মার্চ ২২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০		২৩,০০০	
মার্চ ২৫	অন্ত হিসাব			৬,০০০	১৭,০০০	

বহিঃফেরত হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তুল/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ৮	প্রদেয় হিসাব			২,০০০		২,০০০

বেতন হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তুল/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		৫,০০০		৫,০০০	

কাজ:

কুমানা এন্টারপ্রাইজের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করো এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো :

২০২৫

আগস্ট	১	বাকিতে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা
আগস্ট	২	ঝণ গ্রহণ ৩০,০০০ টাকা
আগস্ট	৬	ব্যাংকে জমাদান ১০,০০০ টাকা
আগস্ট	৮	পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা
আগস্ট	১২	প্রাপ্য হিসাব হতে প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা
আগস্ট	১৫	ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ১,০০০ টাকা
আগস্ট	২০	পণ্য ক্রয় করে চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা
আগস্ট	২৫	বিক্রয় ১২,০০০ টাকা

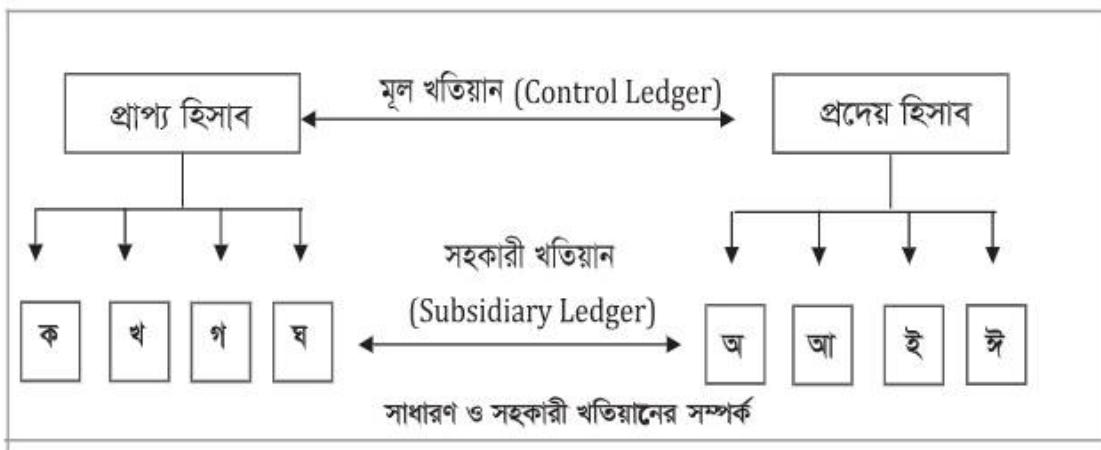
দুইটি দলে ভাগ হয়ে, একদল 'T' ছক এবং অপর দল চলমান জের' ছক অনুসরণ কর। 'T' ছকের সঙ্গে 'চলমান জের' ছকের উদ্বৃত্তের মিলকরণ করো।

সাধারণ খতিয়ান (General Ledger) :

নগদান হিসাব, মূলধন হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, প্রাপ্য হিসাব, প্রদেয় হিসাব প্রভৃতি সাধারণ খতিয়ান। প্রতিষ্ঠানে একাধিক প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব বিদ্যমান। সাধারণ খতিয়ানের মধ্য হতে শুধু প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব হিসাবস্থলকে মূল হিসাব (Control Accounts) নামে অভিহিত করা হয়।

সহকারী খতিয়ান (Subsidiary Ledger) :

সাধারণ খতিয়ানের বাইরে প্রতিটি প্রাপ্য হিসাব ও প্রতিটি প্রদেয় হিসাবের জন্য স্বতন্ত্র খতিয়ানের তৈরি করা হয়, যাতে করে নির্দিষ্টভাবে কোনো প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা পাওনা এবং কোনো প্রদেয় হিসাব নিকট কত টাকা দেনা রয়েছে সহজে জানা যায়। প্রতিটি প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাবের জন্য প্রস্তুতকৃত খতিয়ানকে সহকারী খতিয়ান বলা হয়।



বিশেষ জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান প্রস্তুত

ক্রয় জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

‘জাবেদা’ অধ্যায়ে ক্রয় জাবেদা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছি। এখানে ক্রয় জাবেদার তথ্য সাধারণ ও সহকারী খতিয়ানে লিপিবদ্ধকরণ প্রণালি প্রদর্শন করা হলো—

মমতাজ এন্টারপ্রাইজের
ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাবখাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ জুন ৩	রাজিব স্টেইন্স	২/১০, নিট ৩০	১৭৩	✓	১৭,৬০০	
জুন ১০	রাথি ট্রেডার্স	৩/১০, নিট ২০	১৭৪	✓	১২,৩০০	
জুন ২৫	হায়দার এন্টারপ্রাইজ	৩/৫, নিট ১৫	১৭৫	✓		১০,৫০০
						৮০,৮০০

সাধারণ খতিয়ান

ক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট	ক্রেডিট	উত্তুল/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুন ৩০	প্রদেয় হিসাব		৮০,৮০০		৮০,৮০০	

প্রদেয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট	ক্রেডিট	উত্তুল/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুন ৩০	ক্রয় হিসাব			৮০,৮০০		৮০,৮০০

মমতাজ এন্টারপ্রাইজ-এর

ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাববাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ জুন ৩	রাজীব স্টেরলস	২/১০, নিট ৩০	১৭৩	✓	১৭,৬০০	
জুন ৯	রাখি ট্রেডার্স	৩/ ১০, নিট ২০	১৭৪	✓	১২,৩০০	
জুন ২৫	হায়দার এন্টারপ্রাইজ	৩/৫, নিট ১৫	১৭৫	✓	১০,৫০০	
						<u>৮০,৮০০</u>

সহকারী খতিয়ান

রাজীব স্টেরলস

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্ধৃত/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুন ৩	ক্রয় হিসাব			১৭,৬০০		১৭,৬০০

রাখি ট্রেডার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্ধৃত/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুন ৯	ক্রয় হিসাব			১২,৩০০		১২,৩০০

হায়দার এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্ধৃত/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুন ২৫	ক্রয় হিসাব			১০,৫০০		১০,৫০০

বিশেষ জাবেদা হতে প্রতিদিন সহকারী খতিয়ানে পোস্টিং দেওয়া হয় এবং সাধারণ খতিয়ানে সঞ্চাহাতে /
মাসাতে পোস্টিং দেওয়া হয়।

বিক্রয় জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

শাহজাহান এন্ড সন্সের

বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	চালান নম্বর	সূত্র	প্রাপ্য হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ আগস্ট ৩	কাজল এন্টারপ্রাইজ	৩৩৫	✓		২৫,৪৬০
আগস্ট ১০	মনিকা ট্রেডার্স	৩৩৬	✓		১৭,২৪০
আগস্ট ২৫	বিমল এন্ড ব্রাদার্স	৩৩৭	✓		১৩,৩০০
					→ ৫৬,০০০

সাধারণ খতিয়ান

বিক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পু:	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্বৃত্ত/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ আগস্ট ৩১	প্রাপ্য হিসাব			৫৬,০০০		৫৬,০০০

প্রাপ্য হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পু:	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্বৃত্ত/জের	
			টাকা	টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ আগস্ট ৩১	বিক্রয় হিসাব		৫৬,০০০		৫৬,০০০	

শাহজাহান এন্ড সন্দের
বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	চালান নম্বর	সূত্র	প্রাপ্ত হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ আগস্ট ৩	কাজল এন্টারপ্রাইজ	৩৩৫	✓	২৫,৪৬০	
আগস্ট ১০	মনিকা ট্রেডার্স	৩৩৬	✓	১৭,২৪০	
আগস্ট ২৫	বিমল এন্ড ব্রাদার্স	৩৩৭	✓	১৩,৩০০	
					<u>৫৬,০০০</u>

সহকারী খতিয়ান
কাজল এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্ভৃত/জের
			টাকা	টাকা	ডেবিট
২০২৫ আগস্ট ৩	বিক্রয় হিসাব		২৫,৪৬০		২৫,৪৬০

মনিকা ট্রেডার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্ভৃত/জের
			টাকা	টাকা	ডেবিট
২০২৫ আগস্ট ১০	বিক্রয় হিসাব		১৭,২৪০		১৭,২৪০

বিমল এন্ড ব্রাদার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট	ক্রেডিট	উদ্ভৃত/জের
			টাকা	টাকা	ডেবিট
২০২৫ আগস্ট ২৫	বিক্রয় হিসাব		১৩,৩০০		১৩,৩০০

**ক্রয় ফেরত জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান
বকশী ইলেকট্রিক স্টোর-এর ক্রয় ফেরত জাবেদা**

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	ডেবিট নম্বর	স্তু	প্রদেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ জানু ৩	সাইদ এন্ড ব্রাদার্স	৫৭	✓	১৩,৯১০	
জানু ১২	বাকার এন্ড সন্স	৫৮	✓	১৭,২৪০	
জানু ২৩	বাবু এন্টারপ্রাইজ	৫৯	✓	৭,৪৫০	
					৩৮,৬০০

**সাধারণ খতিয়ান
ক্রয় ফেরত হিসাব**

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জানু ৩১	প্রদেয় হিসাব			৩৮,৬০০		৩৮,৬০০

প্রদেয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জানু ৩১	ক্রয় ফেরত হিসাব		৩৮,৬০০		৩৮,৬০০	

সহকারী খতিয়ান

সাইদ এন্ড ব্রাদার্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জানু ৩	ক্রয় ফেরত হিসাব		১৩,৯১০		১৩,৯১০	

বাকার এন্ড সন্স

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জানু ১২	ক্রয় ফেরত হিসাব		১৭,২৪০		১৭,২৪০	

বাবু এন্টারপ্রাইজ

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ধৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জানু ২৩	ক্রয় ফেরত হিসাব		৭,৪৫০		৭,৪৫০	

বিক্রয় ফেরত জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান
আলম ট্রেডার্সের বিক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নোট নম্বর	স্ব.	বিক্রয় ফেরত হিসাব প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০২৫ মে ২	রাশেদ এন্ড কোং	১২৩	✓		১০,৩৫০
মে ১৫	পারাভেজ স্টোর	১২৪	✓		৮,৬৫০
মে ২৭	রুমা এন্টারপ্রাইজ	১২৫	✓		৪,৫০০
					২৩,৫০০

সাধারণ খতিয়ান**বিক্রয় ফেরত হিসাব**

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তৃত্ব/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মে ৩১	প্রাপ্য হিসাব		২৩,৫০০			২৩,৫০০

প্রাপ্য হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তৃত্ব/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মে ৩১	বিক্রয় ফেরত হিসাব			২৩,৫০০		২৩,৫০০

সহকারী খতিয়ান**রাশেদ এন্ড কোং**

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তৃত্ব/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মে ২	বিক্রয় ফেরত হিসাব			১০,৩৫০		১০,৩৫০

পারাভেজ স্টোর

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তৃত্ব/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মে ১৫	বিক্রয় ফেরত হিসাব			৮,৬৫০		৮,৬৫০

রুমা এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্তৃত্ব/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মে ২৭	বিক্রয় ফেরত হিসাব			৪,৫০০		৪,৫০০

খতিয়ান উদ্ভৃত দ্বারা গাণিতিক শুল্কতা যাচাই

দুরতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আলোকে প্রতিটি লেনদেনের জন্য সম্পরিমাণ টাকা ডেবিট ও ক্রেডিট হিসেবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে খতিয়ানের ডেবিট ব্যালেন্সের সমষ্টি এবং ক্রেডিট ব্যালেন্সের সমষ্টি সমান হওয়া হিসাবের গাণিতিক শুল্কতা নির্দেশ করে।

জনাব রাকিব ২০২৫ সালের জুলাই মাসে নগদ ৩০,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে রাকিব ট্রেডার্স নামে ব্যবসায় শুরু করলেন। অন্যান্য লেনদেন ছিল-

জুলাই	২	নগদে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
জুলাই	৩	আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
জুলাই	৫	ব্যাংকে জমাদান ৩,০০০ টাকা
জুলাই	১০	নগদে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা
জুলাই	১৫	উত্তোলন ১,০০০ টাকা
জুলাই	২০	কর্মচারীদের বেতন বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা

হিসাবের তালিকা:

- | | |
|------------------|--------------------|
| ১. নগদান হিসাব | ৫. আসবাবপত্র হিসাব |
| ২. ক্রয় হিসাব | ৬. উত্তোলন |
| ৩. মূলধন হিসাব | ৭. ব্যাংক হিসাব |
| ৪. বিক্রয় হিসাব | ৮. বেতন হিসাব |

রাকিব ট্রেডার্সের সাধারণ খতিয়ান

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ভৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ১	মূলধন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০	
জুলাই ২	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০		৫০,০০০	
জুলাই ৩	আসবাবপত্র হিসাব			৫,০০০	৪৫,০০০	
জুলাই ৫	ব্যাংক হিসাব			৩,০০০	৪২,০০০	
জুলাই ১০	ক্রয় হিসাব			৭,০০০	৩৫,০০০	
জুলাই ১৫	উত্তোলন হিসাব			১,০০০	৩৪,০০০	

ক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ভৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ১	মূলধন হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	
জুলাই ১০	নগদান হিসাব		৭,০০০		২২,০০০	

মূলধন হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্ভৃত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ১	নগদান হিসাব			৩০,০০০		৩০,০০০
জুলাই ১	ক্রয় হিসাব			১৫,০০০		৪৫,০০০

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	বিক্রয় হিসাব		হিসাবের কোড নং.....	
			ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ২	নগদান হিসাব			২০,০০০		২০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট		উদ্বৃত্ত/জের	
			টাকা	ক্রেডিট টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ৩	নগদান হিসাব		৫,০০০			৫,০০০

উত্তোলন হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট		উদ্বৃত্ত/জের	
			টাকা	ক্রেডিট টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ১৫	নগদান হিসাব			১,০০০		১,০০০

ব্যাংক হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট		উদ্বৃত্ত/জের	
			টাকা	ক্রেডিট টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ৫ জুলাই ২০	নগদান হিসাব বেতন হিসাব		৩,০০০		৩,০০০	১,০০০

বেতন হিসাব হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	ডেবিট		উদ্বৃত্ত/জের	
			টাকা	ক্রেডিট টাকা	ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ জুলাই ২০	ব্যাংক হিসাব		২,০০০			২,০০০

খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুন্দতা যাচাই করা যায়। উপরিউক্ত খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলো-

রাকিব ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১ জুলাই ২০২৫

ক্র/নং	হিসাবের নাম	থ: পঃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		৩৪,০০০	
২	ক্রয় হিসাব		২২,০০০	
৩	মূলধন হিসাব		--	৮৫,০০০
৪	বিক্রয় হিসাব		--	২০,০০০
৫	আসবাবপত্র হিসাব		৫,০০০	
৬	উত্তোলন হিসাব		১,০০০	
৭	ব্যাংক হিসাব		১,০০০	
৮	বেতন হিসাব		২,০০০	
			৬৫,০০০	৬৫,০০০

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তসমূহের সমষ্টি ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তসমূহের সমষ্টি [৬৫,০০০] সমান হওয়ায় সহজেই বলা যায় হিসাব সংরক্ষণ নির্ভুল হয়েছে।

বি. দ্র. রেওয়ামিলের বিস্তারিত আলোচনা নবম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি থেকে ব্যবসায়ের মোট আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দারের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?

- ক. সাধারণ জাবেদা
- গ. সাধারণ খতিয়ান

- খ. বিশেষ জাবেদা
- ঘ. সহকারী খতিয়ান

২. আপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব এর জন্য প্রস্তুতকৃত আলাদা খতিয়ানকে কী বলা হয়?

- ক. সাধারণ খতিয়ান
- গ. সহকারী খতিয়ান

- খ. সংযুক্ত খতিয়ান
- ঘ. মূল খতিয়ান

৩. খতিয়ান হিসাবের-

i. প্রাথমিক বই

ii. পাকা বই

iii. ছায়া বই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. ব্যয় হিসাবসমূহ সর্বদা কোন জের প্রকাশ করে?

- ক. ডেবিট
- গ. প্রারম্ভিক

খ. ক্রেডিট

ঘ. সমাপনী

৫. খতিয়ান প্রস্তুতে চলমান জের ছক অনুসরণের ফলে-

- i. মোট ডেবিট পোস্টিংয়ের পরিমাণ জানা যায়
- ii. মোট ক্রেডিট পোস্টিংয়ের পরিমাণ জানা যায়
- iii. প্রতিনিয়ত হিসাবের জের পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৬. হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল, ক্রেডিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হলে কোন উন্নত প্রকাশ করবে?

ক. প্রারম্ভিক

খ. সমাপনী

গ. ডেবিট

ঘ. ক্রেডিট

৭. খতিয়ানে ব্যবহৃত C/D দ্বারা কী বোঝায়?

ক. সম্মুখে আনীত

খ. নিচে আনীত

গ. উপর থেকে আনীত

ঘ. পেছন থেকে আনীত

৮. খতিয়ানের ডেবিট উন্নত দ্বারা প্রকাশ পায়-

i. সম্পদ

ii. খরচ

iii. আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৯. সহকারী খতিয়ান সম্পর্কিত হিসাব হলো-

i. প্রাপ্য হিসাব

ii. প্রদেয় হিসাব

iii. ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

১০. খতিয়ান প্রস্তুতের জন্য-

i. লেনদেনের বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক

ii. জাবেদাভুক্তকরণ অত্যাবশ্যক

iii. জাবেদাভুক্তকরণ সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

১১. খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ দিয়ে কোনটি প্রস্তুত করা হয়?

ক. নগদান বই

খ. প্রদেয় হিসাব

গ. প্রাপ্য হিসাব

ঘ. রেওয়ামিল

নিচের হিসাবের ভিত্তিতে ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং-----

তারিখ	বিবরণ	জা. পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০২৫ জুন-১	ব্যালেন্স B/D					
জুন-১৩	আসবাবপত্র হিসাব		২,০০০		১০,০০০	
জুন-১৮	অর্থ হিসাব			৫,০০০		
জুন-৩০	বিক্রয়		৮,০০০			

১২. জুন ১৩ তারিখের সাধারণ জাবেদা কোনটি?

ক. আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট

খ. আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট

নগদান হিসাব ক্রেডিট

ক্রয় হিসাব ক্রেডিট

গ. নগদান হিসাব ডেবিট

ঘ. আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট

আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট

বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট

১৩. নগদান হিসাবটির সমাপনী উদ্বৃত্ত কত টাকা?

ক. ১০,০০০

খ. ১২,০০০

গ. ১৫,০০০

ঘ. ১৮,০০০

১৪. হিসাবটি থেকে জুন মাসে নগদ লেনদেন সম্পর্কে যা প্রকাশ পায়, তা হলো-

i. মোট নগদ প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা

ii. মোট নগদ প্রদান ৫,০০০ টাকা

iii. সমাপনী হাতে নগদ ৫,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন :

১. ঢাকার 'নিরাময় ফার্মা'-এর ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ :

জানুয়ারি-১ নগদ ৫৫,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকার কম্পিউটার ও ৩০,০০০ টাকা মূল্যের বিক্রয়যোগ্য ঔষধ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।

জানুয়ারি-৩ জাহান ড্রাগস হতে ঔষধ ক্রয় ৮০,০০০ টাকা।

জানুয়ারি-৭ পুরাতন ১টি প্রিন্টার মেশিন বিক্রয় ৩,২০০ টাকা।

জানুয়ারি-১৮ মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে জাহান ড্রাগসকে ঔষধ ফেরত ৬,০০০ টাকা।

জানুয়ারি-২৭ নগদে ঔষধ বিক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. জানুয়ারি ৩ থেকে জানুয়ারি ২৭ তারিখের লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দেখাও।

গ. উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদান হিসাব, অফিস সরঞ্জাম হিসাব, ক্রয় হিসাব ও প্রদেয় হিসাব প্রস্তুত করো।

২. আরয়ান ট্রেডার্স একটি মুদি পশ্চের পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত ব্যবসায়ের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ :

সেপ্টে: ১ ফারহান এন্ড ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি ৫০ কেজির বস্তা ২,৫০০ টাকা করে ৫০ বস্তা মিনিকেট চাল ক্রয়। কারবারি বাটা ৩%। চালান নং-১২৩।

সেপ্টে: ৫ ইরফান ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি কেজি ১০৫ টাকা করে ২০০ কেজি ডাল ক্রয়। কারবারি বাটা ৫%। চালান নং-৪৩২।

সেপ্টে: ১২ ফারহান এন্ড ব্রাদার্সকে ৫ বস্তা চাল নষ্ট হওয়ার কারণে ফেরত প্রদান। ডেবিট নোট নং-১৭৫।

সেপ্টে: ১৮ ইরফান ট্রেডার্সকে ২০ কেজি ডাল নমুনা মাফিক না হওয়ায় ফেরত প্রদান। ডেবিট নোট নং-১৭৬।

ক. উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে সাধারণ খতিয়ানসমূহ প্রস্তুত করো।

গ. উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে সহকারী খতিয়ানসমূহ প্রস্তুত করো।

৩. মাঝুল এন্টারপ্রাইজের হিসাব বই হতে নিম্নের হিসাবটি সংগৃহীত-

নগদান হিসাব

ডেবিট হিসাবের কোড..... ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পঃ:	টাকা
২০২৫ জানু ১ জানু ১৭	ব্যালেন্স B/D বিক্রয় হিসাব		২০,০০০ ১৭,০০০	২০২৫ জানু ২ জানু ১৫ জানু ২০	ব্যাংক হিসাব বেতন হিসাব উত্তোলন হিসাব		২২,০০০ ৩,০০০ ১,০০০

ক. মামুন এন্টারপ্রাইজের উপর্যুক্ত নগদান হিসাবের উন্নত নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত হিসাবের ভিত্তিতে মামুন এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের জাবেদা দাখিলা প্রদান করো।

গ. চলমান জের ছক অনুসরণপূর্বক বিক্রয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব, বেতন হিসাব ও উত্তোলন হিসাব প্রস্তুত করো।

৪. জনাব রতন বড়ুয়া একজন ব্যবসায়ী। সাভারের আশুলিয়ায় 'বড়ুয়া নার্সারি' নামে তার একটি নার্সারি আছে। সেখানে তিনি নানা ধরনের ফুল, ফল ও ঔষধিগাছের চারা উৎপাদন করেন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সম্পাদিত হয়।

জুলাই: ৫ রহিম এন্ড সন্সের নিকট থেকে গাছ ও বীজ ক্রয় ২৫,০০০ টাকা

জুলাই: ১০ রাশেদ এন্ড কোং-এর নিকট নগদে বিক্রয় ৩৭,০০০ টাকা

জুলাই: ১১ গাছ ফেরত দেওয়া হলো ২,৫০০ টাকা

জুলাই: ৩০ কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হলো ৪,৫০০ টাকা

জুলাই: ৩১ বিজ্ঞাপন ব্যয় ১,৫০০ টাকা

ক. বড়ুয়া নার্সারির ৫ ও ১০ জুলাইয়ের লেনদেনগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধ করো।

খ. রহিম এন্ড সন্স হিসাব ও নগদান হিসাব T ছকে খতিয়ানভুক্ত করে জের নির্ণয় করো।

গ. ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও বিজ্ঞাপন হিসাব চলমান জের ছকে প্রস্তুত করো।

৫. নিম্নের চালানটি বিবেচনা কর :

চালান নং ২০০৩	সবুজ এন্টারপ্রাইজ ৭০, মহাখালী, ঢাকা চালান	তারিখ : ২৫ মার্চ ২০২৫		
ক্র.নং	পণ্যের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	মোট টাকা
১.	জামদানি শাড়ী	৩,০০০	৫০ খানি	১,৫০,০০০
২.	বেবি ফ্রক	৬০০	৩০ টি	১৮,০০০
	বাদ: কারবারি বাট্টা ৫%			১,৬৮,০০০ (৮,৮০০)
				১,৫৯,৬০০
টাকা (কথায়) : একশশক উনষাট হাজার ছয়শত মাত্র।				
শর্ত : ৩/১০ নিট ৩০				সবুজ বিক্রেতা
বিদ্র. ভুলক্ষণ সংশোধনযোগ্য।				

ক. উপর্যুক্ত চালানের শর্তানুযায়ী ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পরিশোধ্য মূল্য নির্ণয় করো।

খ. চালান সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের বিশেষ জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ. হাজী বক্রালয়ের সংশ্লিষ্ট সাধারণ খতিয়ান প্রস্তুত করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. খতিয়ানকে সকল বইয়ের রাজা বলা হয় কেন ?
২. জাবেদা ও খতিয়ানের দুটি পার্থক্য লিখ ।
৩. খতিয়ান প্রস্তুতকরণের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করো ।
৪. ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালেন্স বলতে কী বুঝায় ?
৫. সহকারী খতিয়ান কী ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো ।

অষ্টম অধ্যায়

নগদান বই (Cash Book)

ব্যবসায় নগদ অর্থ ও চালান সরাসরি জড়িত। ব্যবসায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে নগদ অর্থের প্রয়োজন। সম্পদ কেনা-বেচা, পণ্য কেনা-বেচা, পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ, খরচ ও আয় যথাসময়ে পরিশোধ ও আদায়সহ ব্যবসায়ের সার্বিক পরিচালনায় নগদ অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও প্রকৃতি অনুযায়ী নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। ব্যবসায়ের আয়তন ও নিরাপত্তা বিবেচনা করে নগদ অর্থের আদান প্রদানে ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ ও ব্যাংক উদ্ভুতের পরিমাণ জানাও একান্ত প্রয়োজন।



চিত্র : নগদ অর্থের বিভিন্ন ধরন

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- নগদান বইয়ের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার নগদান বই প্রস্তুত করতে এবং নগদান বইয়ের জের টানতে পারব;
- বিপরীত দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে পারব;
- নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব;
- নগদ বাট্টা লিপিবদ্ধ করতে পারব;
- নগদান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত দাখিলাসমূহ খতিয়ানে যথাযথভাবে স্থানান্তর করতে পারব;
- ব্যাংক বিবরণীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যাংক বিবরণী ও নগদান বইয়ের উদ্ভুতের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

নগদান বইয়ের ধারণা :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন নিয়মিত সংঘটিত হয়। লেনদেনসমূহকে আমরা নির্দিষ্ট একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো নগদ লেনদেন আর অন্যটি হলো অনগদ লেনদেন যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটে, ঐ লেনদেনসমূহকে একত্রিত করে যে বই প্রস্তুত করা হয়, তা-ই নগদান বই। নগদান বই প্রাথমিক হিসাবের বই, জাবেদার একটি অন্যতম শাখা।

- ❖ নগদে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
- ❖ নগদে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা
- ❖ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
- ❖ প্রাপ্তি হিসাব হতে নগদ প্রাপ্তি ১২,০০০ টাকা
- ❖ মালিক কর্তৃক নগদ অর্থ উত্তোলন ৩,০০০ টাকা
- ❖ কর্মচারীদের নগদে বেতন পরিশোধ ৫,০০০ টাকা
- ❖ বিলের অর্থ নগদে পরিশোধ ৪,০০০ টাকা

কাজ : উপরিউক্ত লেনদেনসমূহের মধ্যে কী মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে তা শনাক্ত করো।

বৈশিষ্ট্য

নগদ অর্থ একটি ব্যবসায়ের চালিকাশক্তি। নগদ অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

- নগদান বই প্রস্তুতের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়। প্রাপ্তিসমূহ ডেবিট ও প্রদানসমূহ ক্রেডিট দিকে লেখা হয়।
- নগদান বই হিসাবের প্রাথমিক বই হওয়া সত্ত্বেও তা পাকা বহির ন্যায় কাজ করে।
- নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস হতে মোট কত নগদ অর্থের প্রাপ্তি ঘটেছে এবং বিভিন্ন খাতে মোট কত নগদ অর্থের প্রদান হয়েছে, তা নগদান বই থেকে জানা সম্ভব।
- নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানের পার্থক্য নির্ধারণের মাধ্যমে নগদ উত্তোলনের পরিমাণ জানা সম্ভব।
- নগদ অর্থের চুরি, আতাসাং, অপচয় এবং হিসাবে লিপিবদ্ধকরণের ভুলসমূহ হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।
- নগদ তহবিলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

নগদান বইয়ের গুরুত্ব

নগদ অর্থের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ ব্যবসায়ের গতিশীলতা রক্ষার পাশাপাশি বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নগদান বই হতে মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদানের পরিমাণ জানা, নির্দিষ্ট সময়ে নগদ উত্তোলনের পরিমাণ জানা, মোট নগদ ক্রয় ও মোট নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ জানা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয়, প্রদেয় হিসাবকে পরিশোধ ও নিয়মিত খরচ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে কি না? না থাকলে সংগ্রহের

উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণে নগদান বই সহায়তা করে। নগদান বইয়ের উদ্দেশের সঙ্গে প্রকৃত হাতে নগদের তুলনা করে ভুল ও গরমিলসমূহ চিহ্নিত করে সংশোধন করা সম্ভব। নির্দিষ্ট শ্রেণির নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যাংক-সংক্রান্ত লেনদেন ও ব্যাংক উদ্দেশের পরিমাণও জানা সম্ভব।

কাজ : নগদান বই প্রস্তুত করে আরও কোন কোন সুবিধা আমরা পেতে পারি তা দেখো।

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের নগদান বই পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণির নগদান বই অনুসরণ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে একাপ নগদান বইয়ের সংখ্যা ৪টি।

১। একঘরা নগদান বই ২। দুইঘরা নগদান বই ৩। তিনঘরা নগদান বই ৪। খুচরা নগদান বই
কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নগদান বইয়ের পরিবর্তে নিম্নোক্ত জাবেদা প্রস্তুতের মাধ্যমে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান পৃথকভাবে নির্ণয় করা হয় :-

১। নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

২। নগদ প্রদান জাবেদা

শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের নগদান বই সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রতিটি শ্রেণি সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রস্তুতপ্রণালি উল্লেখ করা হলো :

একঘরা নগদান বই

অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে কোনোরূপ লেনদেন না করে শুধু নগদ অর্থের বিনিময়ে লেনদেন করে, তারাই একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করে। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক নিরাপদ হওয়ায় একাপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

একঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রঃ: নং	খ: পঃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পঃ:	পরিমাণ টাকা

নোট : ভা: নং-ভাড়চার নম্বর ও খ:পঃ:-খতিয়ান পৃষ্ঠা। রঃ: নং-রশিদ নম্বর

একঘরা নগদান বই প্রস্তুতের ছক খতিয়ানের 'T' ছকের প্রায় অনুরূপ। ছককে ডেবিট ও ক্রেডিট দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাপ্তিসমূহ ডেবিট এবং প্রদানসমূহ ক্রেডিট দিকে উল্লেখ করা হয়। ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে ৫টি করে মোট ১০টি কলাম সহকারে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। এই নগদান বই সর্বদা ডেবিট উত্তৃত প্রকাশ করে। কারণ নগদ প্রাপ্তি অপেক্ষা নগদ প্রদান কখনোই অধিক হতে পারে না কিন্তু সমান হতে পারে। উত্তৃত নির্ণয়ের পদ্ধতি খতিয়ানের 'T' ছকের অনুরূপ। দেনা ও পাওনা নিষ্পত্তির সময় যথাক্রমে বাট্টা মঞ্জুর ও বাট্টা প্রাপ্তি হলে তা একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ না করে প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

একঘরা নগদান বই প্রস্তুত

শরীফ ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের জুন মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ—

জুন ১	প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্তি ২,৫০০ টাকা।
জুন ২	অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ১০,০০০ টাকা।
জুন ৪	নগদে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা।
জুন ৬	জামালের নিকট নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
জুন ১০	আলমের কাছ থেকে ঝগ গ্রহণ ১৫,০০০ টাকা।
জুন ১৫	ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা।
জুন ২০	প্রাপ্য হিসাব হতে প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা।
জুন ২২	মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১,০০০ টাকা।
জুন ২৫	যন্ত্রপাতি ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
জুন ৩০	মামুনকে বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা।

লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হলো—

শরীফ ট্রেডার্স একঘরা নগদান বই

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	তা: নং	খ: পঃ	পরিমাণ টাকা	তারিখ	প্রদান	তা: নং	খ: পঃ	পরিমাণ টাকা
২০২৫					২০২৫				
জুন ১	ব্যালেন্স B/D			২,৫০০	জুন ৪	ক্রয় হিসাব			৭,০০০
জুন ২	মূলধন হিসাব			১০,০০০	জুন ১৫	অগ্রিম ভাড়া হিসাব			৮,০০০
জুন ৬	বিক্রয় হিসাব			৮,০০০	জুন ২২	উত্তোলন হিসাব			১,০০০
জুন ১০	আলমের ঝগ হিসাব			১৫,০০০	জুন ২৫	যন্ত্রপাতি হিসাব			৯,০০০
জুন ২০	প্রাপ্য হিসাব			৬,০০০	জুন ৩০	বেতন হিসাব			৩,০০০
				৮১,৫০০	জুন ৩০	ব্যালেন্স C/D			১৭,৫০০
জুন ১	ব্যালেন্স B/D			১৭,৫০০					৮১,৫০০

কাজ : আবু তালেব সরকার নগদ ২০,০০০ টাকা নিয়ে ২০২৫ সালের ০১ জুন ‘তালেব এন্টারপ্রাইজ’ নামে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

জুন ১	আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
জুন ৩	পণ্য বাকিতে ক্রয় ৮,০০০ টাকা
জুন ৪	আজাদের নিকট নগদে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা
জুন ৭	নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা
জুন ৯	প্রদেয় হিসাব পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
জুন ১১	বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ২,০০০ টাকা
জুন ১৬	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫০০ টাকা
জুন ২৬	কমিশন প্রাপ্তি ১,০০০ টাকা
জুন ২৮	বিক্রয় ৭,০০০ টাকা

উপরিউক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

দুইঘরা নগদান বই

যে সকল প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ লেনদেনের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমেও লেনদেন সম্পন্ন করা হয়, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ ও ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট লেনদেন একত্রে লিপিবদ্ধের জন্য দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। একঘরা নগদান বই অপেক্ষা দুইঘরা নগদান বই অধিক প্রচলিত ও তথ্যবহুল। নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের ত্রাস-বৃক্ষি ও ব্যাংক উদ্ভূতের পরিমাণ দুইঘরা নগদান বই হতে জানা সম্ভব।

দুইঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রঃ নং	খঃ পঃ	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খঃ পঃ	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা

কাজ : একঘরা নগদান বই ও দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুতে ছকের মধ্যকার মিল ও অমিলসমূহ শনাক্ত করো।

ব্যাংক সংশ্লিষ্ট লেনদেন দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা ডেবিট দিকের ব্যাংক কলামে এবং ত্রাস পেলে ক্রেডিট দিকের ব্যাংক কলামে লিপিবদ্ধ হবে। পণ্য বিক্রয় বা পাওনা আদায় বাবদ প্রতিষ্ঠান চেক পেলে তা দাগকাটা চেক হিসেবে গণ্য হবে, কারণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত চেক কখনোই বাহক/খোলা চেক হয় না। ব্যাংক কলাম ডেবিট বা ক্রেডিট যেকোনো উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে। ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমা এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমাত্তিক্রিক বোঝায়। দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুতের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়াদি জানা আবশ্যিক।

কন্ট্রা দাখিলা

যে সকল লেনদেনের ফলে নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব দুটি একসঙ্গে বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়, ঐ সকল লেনদেন- সমূহকে কন্ট্রা দাখিলা (Contra Entry) বলা হয়। নগদান ও ব্যাংক উভয়ই সম্পদ শ্রেণির হিসাব। তাই কন্ট্রা লেনদেনের দ্বারা একটি হিসাব ডেবিট হলে অপর হিসাব ক্রেডিট হবে। উভয় দিকে পোস্ট-এর পর হিসাব দুটির পার্শ্বে ‘C’ বা ‘ক’ লিখে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কাজ: নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব যৌথভাবে কোন কোন লেনদেনের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা উল্লেখ করো।

দুইঘরা ও তিনঘরা নগদান বইতে ব্যাংক-সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার নিয়ম:

নগদ অর্থ ব্যাংকে জমাদান

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রঃ নং	খঃ পঃ	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খঃ পঃ	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
নগদান হিসাব ক্ষ					✓		ব্যাংক হিসাব ক্ষ			✓	

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
ব্যাংক হিসাব (ক)				✓			নগদান হিসাব (ক)				✓

জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান		খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
							সংশ্লিষ্ট পক্ষ				✓

ইস্যুকৃত/প্রদত্ত চেক প্রত্যাখ্যান

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান		খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
সংশ্লিষ্ট পক্ষ					✓						

ব্যাংক সুদ মঞ্জুর

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
ব্যাংক সুদ হিসাব					✓						

ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ ও চার্জ

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
							প্রদত্ত ব্যাংক সুদ হি: ব্যাংক চার্জ হি:				✓ ✓

দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত

চৌধুরী এন সপ্তের প্রতিষ্ঠানে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের সেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

নভেম্বর ১ নগদ উত্তৃত ৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ডেবিট উত্তৃত ৩,০০০ টাকা।

নভেম্বর ২ পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা।

নভেম্বর ৪ প্রাপ্ত হিসাব হতে চেক প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা।

নভেম্বর ৬ অফিসের জন্য আই পি এস ক্রয় ৫,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ৮ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৯,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ১২ রাজীবের নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ১৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ২০ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ২৩ মেহজাবিনের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ২৫ আনোয়ারকে নগদে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্চুর করলো ৩০০ টাকা।
 নভেম্বর ৩০ ব্যাংক চার্জ ধার্য করলো ২০০ টাকা।
 লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

সমাধান :

চৌধুরী এন্ড সন্সের

দুইঘরা নগদান বই

প্রেসিট

ডেবিট

তারিখ	গ্রাহিত	ভা: নং	খ: পঃ	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পঃ	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০২৫						২০২৫					
নভে: ১	বালেল B/D			৫,০০০	৩,০০০	নভে: ২	ক্রয় হিসাব				২,০০০
নভে: ৮	প্রাপ্য হিসাব				৬,০০০	নভে: ৬	অফিস সরঞ্জাম			৫,০০০	
নভে: ৮	আসবাবপত্র হি:			৯,০০০		নভে: ১৫	উত্তোলন হি:			২,০০০	
নভে: ১২	বিক্রয় হিসাব				৭,০০০	নভে: ২০	নগদান হি: (২৩)			৫,০০০	
নভে: ২০	ব্যাংক হিসাব (ক)			৫,০০০		নভে: ২৫	আনোয়ার হি:			৩,০০০	
নভে: ২৩	মেহজাবিন হি:			৩,০০০		নভে: ৩০	ব্যাংক চার্জ হি:			২০০	
নভে: ২৮	ব্যাংক সুদ হি:				৩০০	নভে: ৩০	বালেল C/D			১৪,০০০	৭,১০০
ডিসে: ১	বালেল B/D			২২,০০০	১৬,৩০০					২২,০০০	১৬,৩০০
				১৮,০০০	৭,১০০						

কাজ : নার্সিস এন্ড ব্রাদার্স একটি খুচরা পণ্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয়:

- নভেম্বর ১ হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমা যথাক্রমে ৭,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা।
- নভেম্বর ২ পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা।
- নভেম্বর ৪ চেক মারফত পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা।
- নভেম্বর ৭ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।
- নভেম্বর ১০ প্রাপ্য বিলের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক আদায় ২,০০০ টাকা।
- নভেম্বর ১৩ সাঁঙদের নিকট হতে পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা।
- নভেম্বর ২০ আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ নগদ ৩,০০০ এবং ২,০০০ টাকার চেক প্রদান।
- নভেম্বর ২৬ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১,৫০০ টাকা।
- নভেম্বর ৩০ ব্যাংক সুদ মঞ্চুর করল ৫০০ টাকা।

লেনদেনসমূহ দুইঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করো এবং মাসের শেষ তারিখের নগদ উদ্ধৃত ও ব্যাংক জমার পরিমাণ নির্ণয় করো।

তিনঘরা নগদান বই

নগদ অর্থ ও ব্যাংক-সংক্রান্ত লেনদেনের পাশাপাশি দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিকালীন বাট্টা সহকারে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুতের দ্বারা নগদ উত্তৃত্ব, ব্যাংক উত্তৃত্ব, মোট প্রদত্ত বাট্টা এবং মোট প্রাপ্ত বাট্টার পরিমাণ জানা যায়। ধারে বিক্রীত পণ্যের অর্থ দ্রুত আদায়ের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে বাট্টা দিয়ে থাকে। এ বাট্টাকে নগদ বাট্টা বলে। প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেতার জন্য আয়, প্রদত্ত বাট্টা বিক্রেতার জন্য খরচ।

তিনঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	রং:	খ:	প্রদত্ত	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	প্রদান	ভা:	খ:	প্রাপ্তি	নগদ	ব্যাংক	
		নং	পং	বাট্টা	টাকা	টাকা			নং	পং	বাট্টা	টাকা	টাকা	

তিনঘরা নগদান বইয়ের ছকে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে সাতটি করে মোট চৌদ্দটি কলাম রয়েছে। নগদ ও ব্যাংক কলামে দুইঘরা নগদান বইয়ের অনুরূপ লিপিবদ্ধ ও উত্তৃত্ব নির্ণয় করতে হয়। উভয় দিকের বাট্টা কলামের মোট যোগফল পৃথক পৃথক লেখা হয়, পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। ক্রয় ও বিক্রয়কালীন বাট্টা অর্থাৎ কারবারি বাট্টা কোনোক্রমেই লিপিবদ্ধ হবে না।

তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত

সেলিনা ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

- মার্চ ১ নগদ উত্তৃত্ব ১৮,০০০; ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা।
- মার্চ ৩ ব্যাংকে জমাদান ৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ৬ সায়েমের কাছ থেকে ৭,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৬,৮০০ টাকা প্রাপ্তি।
- মার্চ ১০ সুমির নিকট দেনা বাবদ ৩,৮০০ টাকার চেক প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি ১০০ টাকা।
- মার্চ ১৪ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন ৫০০ টাকা।
- মার্চ ১৬ নগদ পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৮ নগদ ৮,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ৫% বাট্টায় ক্রয়।
- মার্চ ২০ প্রদেয় বিলের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ ২,০০০ টাকা।
- মার্চ ২৪ ৫০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করে আরিফের নিকট হতে ৬,৫০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
- মার্চ ৩০ ব্যাংক সুদ ধার্য করল ৪০০ টাকা।

উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

সমাধান :

**ମେଲିଲା ଟ୍ରେଡର୍ସର
ତିନ୍ଦରା ନଗଦାନ ବାଈ**

ଫେବୃରି

ଫେବୃରି

ତାରିଖ	ଆଙ୍କି	ଭା:	ଥ:	ଆପଣ୍ଡ	ନଗଦ	ବ୍ୟାଂକ ଟାକା	ଭାରିଷ	ଆପଣ	ନଗଦ	ବାଟୀ	ଟାକା	ବ୍ୟାଂକ ଟାକା
		ନଂ	ପ୍ର:	ବାଟୀ	ଟାକା			ନଂ	ପ୍ର:	ବାଟୀ	ଟାକା	
୨୦୨୫	ବ୍ୟାଲେସ B/D				୧୮,୦୦୦		୨୦୨୫	ଶାର୍ଟ ଡ				୩,୦୦୦
ଶାର୍ଟ ୧	ନଗଦାନ ହିସାବ (କ)					୫,୦୦୦		୩	ବ୍ୟାଂକ ହିସାବ (କ)			୫,୦୦୦
" ୩	ନଗଦାନ ହିସାବ				୨୦୦	୬,୮୦୦		" ୧୦	ବ୍ୟାଂକ ହିସାବ			୭,୮୦୦
" ୬	ସାଧେମ ହିସାବ				୧୨,୦୦୦			" ୧୦	ଶୁଣି ହିସାବ			
" ୧୬	ବିଭାଗ ହିସାବ					୬୦୦		୧୪	ଉତ୍ତୋଳନ ହିସାବ			
" ୨୪	ଆରିଫ ହିସାବ					୬,୫୦୦		୧୮	କର ହିସାବ			
								" ୨୦	ଆପେଯ ବିଲ ହି:			
								" ୩୦	ବ୍ୟାଂକ ଫୁଲ ହି:			
								" ୩୧	ବ୍ୟାଲେସ C/D			
										୨୭,୭୦୦		
											୧୦୦	୩୬,୮୦୦
												୧୧,୫୦୦
ଏପ୍ରିଲ ୧	ବ୍ୟାଲେସ B/D											

কাজ : অর্থ ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের জুলাই মাসের নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ তিনয়রা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করো—

জুলাই ১	নগদ তহবিল ৪,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৫,০০০ টাকা।
জুলাই ৮	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।
জুলাই ৫	রতন স্টেরিস হতে চেক প্রাপ্তি ২,৮০০ টাকা এবং বাট্টা প্রদান ২০০ টাকা।
জুলাই ৭	তাজুল ইসলামের নিকট হতে ১০% বাট্টায় ৬,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয়।
জুলাই ১২	৫% বাট্টায় ৪,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি করা হলো।
জুলাই ১৫	পণ্য বিক্রয় হতে ৮,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
জুলাই ২০	৭,৫০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে সেলিনার নিকট হতে ৭,২০০ টাকা প্রাপ্তি।
জুলাই ২৮	বেতন নগদে ২,০০০ এবং চেকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ।
জুলাই ৩০	উপভাড়াচার নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।

উদাহরণ-০১

মেসার্স কামরুল ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের মে মাসের লেনদেনসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

মে ২	নগদ উদ্বৃত্ত ৯,৩০০ টাকা।
মে ৩	শামিমের নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।
মে ৪	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ৩,৫০০ টাকা।
মে ৬	পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত করা হলো ১,৫০০ টাকা।
মে ১০	জাকিরের নিকট হতে নগদে ক্রয় ৪০০০ টাকা।
মে ১৬	বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।
মে ২০	নগদে পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা।
মে ২৫	বেতন পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
মে ২৮	প্রাপ্য বিলের অর্থ আদায় ১,২০০ টাকা এবং প্রদেয় বিলের অর্থ পরিশোধ ৮০০ টাকা।

উপরিউক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে একব্যরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

সমাধান :

মেসার্স কামরুল ট্রেডার্সের

একব্যরা নগদান বই

তারিখ	প্রাপ্তি	তা: নং	থ: পৃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	প্রদান	তা: নং	থ: পৃ:	পরিমাণ টাকা	ক্রেডিট
										২০২৫
মে ২	ব্যালেন্স B/D			৯,৩০০	মে ৪	উত্তোলন হিসাব				৩,৫০০
মে ৩	শামিম হিসাব			২,০০০	মে ৬	মেরামত হিসাব				১,৫০০
মে ১৬	বিনিয়োগের সুদ হিসাব			৫০০	মে ১০	ক্রয় হিসাব				৪,০০০
মে ২০	বিক্রয় হিসাব			৬,০০০	মে ২৫	বেতন হিসাব				৩,০০০
মে ২৮	প্রাপ্য বিল হিসাব			১,২০০	মে ২৮	প্রদেয় বিল হিসাব				৮০০
				১৯,০০০						৬,২০০
জুন ১	ব্যালেন্স B/D			৬,২০০						১৯,০০০

উদাহরণ-০২

দুইঘরা নগদান বই

জাহিদ এন্ড সন্সের ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের লেনদেনসমূহের তিনিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো-

এপ্রিল	১	নগদ উদ্বৃত্ত ১২,০০০ এবং ব্যাংক জমাতিরিজ্জ ৩,৫০০ টাকা।
এপ্রিল	২	ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ৪,০০০ টাকা।
এপ্রিল	৫	পণ্য বিক্রয় নগদে ২,৫০০ এবং চেকে ১,৫০০ টাকা।
এপ্রিল	৮	রাজীবের নিকট হতে ৩,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদ প্রদান ২,০০০ টাকা।
এপ্রিল	১৪	মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ ১,০০০ টাকা।
এপ্রিল	১৯	রাজীবকে চেক প্রদান ১,০০০ টাকা।
এপ্রিল	২৩	মামুনের কাছ থেকে প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা।
এপ্রিল	২৪	মাসুদকে প্রদান ৫,০০০ টাকা।
এপ্রিল	২৫	ব্যাংক চার্জ ধার্য করল ৩০০ টাকা।

সমাধান :

ডেবিট		জাহিদ এন্ড সন্সের দুইঘরা নগদান বই								ক্রেডিট	
তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পু:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০২৫						২০২৫					
এপ্রিল ১	ব্যাংকে B/D			১২,০০০		এপ্রিল ১	ব্যাংকে B/D				৩,৫০০
এপ্রিল ২	নগদান হিসাব (ক)				৪,০০০	এপ্রিল ২	ব্যাংক হিসাব (ক)			৪,০০০	
এপ্রিল ৫	বিক্রয় হিসাব			২,৫০০	১,৫০০	এপ্রিল ৮	ক্রয় হিসাব			২,০০০	
এপ্রিল ২৩	মামুন হিসাব			৫,০০০		এপ্রিল ১৪	উদ্ভেলন হিসাব			১,০০০	
						এপ্রিল ১৯	রাজীব হিসাব				১,০০০
						এপ্রিল ২৪	মাসুদ হিসাব			৫,০০০	
						এপ্রিল ২৫	ব্যাংক চার্জ হিসাব				৩০০
						এপ্রিল ৩০	ব্যাংকে C/D			৭,৫০০	৭০০
				১৯,৫০০	৫,৫০০					১৯,৫০০	৫,৫০০
মে ১	ব্যাংকে B/D			৭,৫০০	৭০০						

উদাহরণ-০৩

তিনঘরা নগদান বই

২০২৫ সালের মার্চ মাসের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের তিনিতে আলী এন্ড ব্রাদার্সের তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো :

মার্চ ১	হাতে নগদ ৯,৩০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ২,৭০০ টাকা।
মার্চ ৫	আশরাফ ট্রেডার্স কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দান ৫,০০০ টাকা।
মার্চ ৭	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উদ্ভেলন ২,০০০ টাকা।
মার্চ ৯	৬,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আরাফাত ট্রেডার্স হতে ৬,৪০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
মার্চ ১৩	পণ্য ক্রয় নগদে ২,০০০ এবং চেকে ১,০০০ টাকা।
মার্চ ১৯	২,২০০ টাকার দেনা চেকে পরিশোধ করে ২০০ টাকা বাট্টা পাওয়া গেল।
মার্চ ২১	মালিক ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে জমা দিলেন ১০,০০০ টাকা।
মার্চ ২৪	আরাফাত ট্রেডার্স হতে প্রাপ্ত ৯ তারিখের জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান।
মার্চ ২৭	বেতন নগদে ৩,০০০ টাকা এবং ভাড়া চেকে পরিশোধ ৬,০০০ টাকা।
মার্চ ৩১	ব্যাংক সুদ ধার্য করল ৪০০ টাকা।

সমাধান :

আলী এন্ড ব্রাদার্সের
তিনয়রা লগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	আই	ভা:	খ:	প্রদত্ত	নগদ	ব্যাংক	ভারিষ	প্রদান	ভা:	খ:	প্রদত্ত	নগদ	ব্যাংক	টাকা	
২০২৫	বালেক B/D				৯,৩০০		২০২৫	মার্চ ১	বালেক B/D				২,৭০০		
মার্চ ১	অশ্বরাফ প্রেস্টার্স হি:				৫,০০০		মার্চ ৭	উদ্বেগন হিসাব					২,০০০		
মার্চ ৫	অরাফত প্রেস্টার্স হি:				৬,৪০০		মার্চ ১৩	জরুর হিসাব					১,০০০		
মার্চ ৯	মুগধন হি:				১০,০০০		মার্চ ১৯	প্রদেয় হিসাব হি:					২,০০০		
মার্চ ২১							মার্চ ২৪	আরাফত প্রেস্টার্স হি:					৩,৪০০		
							মার্চ ২৭	বেতন হিসাব					৩,০০০		
							মার্চ ৩১	তাঙ্গা হিসাব					৫,০০০		
							মার্চ ৩১	ব্যাংক সুদ হি:					৪০০		
									বালেক C/D				১০০		
													৪,৩০০		
													২০০		
													৯,৩০০		
													২১,৪০০		
এপ্রিল ১	বালেক B/D				৮,৩০০	৯০০									

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেট নগদ আন্তঃপ্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে সকল নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রাপ্তির লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদ সমতুল্য বলতে নগদে ও যেকোনো চেকে বা ATM কার্ডে সম্পূর্ণ লেনদেনকে বোঝায়। নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছকটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে প্রতিটি নগদ প্রাপ্তির খাত সহজে বোঝা যায়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	গ্রাপ্ত ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট

তারিখ : নগদ প্রাপ্তি যে তারিখে ঘটবে, সেই তারিখ লেখা হবে।

ক্রেডিট হিসাব খাত : গ্রাপ্ত হিসাব হতে যখন পাওনা আদায় হবে, তখন গ্রাপ্ত হিসাব নাম এবং যখন অনিয়মিত উৎস হতে অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে, তখন ঐ খাতের নাম লেখা হবে।

ডেবিট :

১. নগদান : এই কলামে যত টাকা নগদ প্রাপ্তি (নগদ অর্থ বা চেক) ঘটবে, তা লেখা হবে।
২. বাট্টা : গ্রাপ্ত হিসাব হতে পাওনা আদায়ের সময় বাট্টা প্রদান করা হলে বাট্টার পরিমাণ এই কলামে লেখা হবে।

ক্রেডিট :

১. বিক্রয় : নগদে পণ্য বিক্রয় হলে, বিক্রয়ের প্রকৃত পরিমাণ এই কলামে লেখা হবে।
২. গ্রাপ্ত হিসাব : গ্রাপ্ত হিসাব হতে যত টাকা পাওনা আদায় এবং বাট্টা প্রদান হয়েছে, দুইটির সমষ্টি এই কলামে বসবে।
৩. অন্যান্য হিসাব : নগদে পণ্য বিক্রয় ও গ্রাপ্ত হিসাব হতে প্রাপ্তি ব্যতীত যাবতীয় অন্যান্য খাতে প্রাপ্তি এই কলামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত :

শাহজাহান এন্ড কোং-এর ২০২৫ সালের মে মাসে নিম্নোক্ত নগদ প্রাপ্তিসমূহ ঘটেছে :

মে ৩ নগদ বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।

মে ৫ শফিক ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা।

মে ১০ অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ৫,০০০ টাকা।

মে ১৫ জামান এন্ড সলের নিকট হতে ৪,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৮০০ টাকা প্রাপ্তি।

মে ২০ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ১,০০০ টাকা।

**শাহজাহান এন্ড কোং-এর
নগদ প্রাপ্তি জাবেদা**

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	প্রাপ্ত হিসাব ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০২৫ মে ৩	বিক্রয়		১০,০০০		১০,০০০		
মে ৫	শফিক ট্রেডার্স		৩,০০০			৩,০০০	
মে ১০	মূলধন		৫,০০০				৫,০০০
মে ১৫	জামান এন্ড সন্স		৩,৮০০	২০০		৮,০০০	
মে ২০	আসবাবপত্র		১,০০০				১,০০০
			২২,৮০০	২০০	১০,০০০	৯,০০০	৬,০০০

নগদ প্রাপ্তি জাবেদাটি লক্ষ করলে দেখা যায়, মোট ডেবিট টাকা ($22,800 + 200$) = ২৩,০০০ এবং মোট ক্রেডিট টাকা ($10,000 + 7,000 + 6,000$) = ২৩,০০০ টাকা। এই দুইটির সমষ্টি সর্বদা সমান হতে হবে।

কাজ: মাঝী ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের জুন মাসের লেনদেনসমূহ দ্বারা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো :

জুন-১ মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ৭৫,০০০ টাকা।

জুন-৫ নগদে পণ্য বিক্রয় ৩৫,০০০ টাকা।

জুন-৯ রিজভী ট্রেডার্স হতে ২৫,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে নগদ ১০,০০০ টাকা এবং ১৪,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি
জুন-১৫ রাবির ট্রেডার্সের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা।

জুন-২১ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে খণ্ড ধৰণ ৫০,০০০ টাকা।

জুন-২৫ মুন্সী ব্রাদার্স হতে ২০,০০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ১৯,৫০০ টাকা প্রাপ্তি।

জুন-৩০ ব্যাংক সুদ মঙ্গুর করলো ২,০০০ টাকা।

নগদ প্রদান জাবেদা (Cash Payment Journal)

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট নগদ বহিঃপ্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে সকল নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রদানের লেনদেন নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ প্রদান জাবেদা (নমুনা ছক)

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	প্রদেয় হিসাব ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট

তারিখ : লেনদেন সংঘাঠিত হওয়ার তারিখ লেখা হয়।

চেক নম্বর : চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে চেক নম্বর এই কলামে লেখা হয়।

ডেবিট হিসাবখাত : প্রদেয় হিসাব পরিশোধ করা হলে তার নাম এবং অন্যান্য খাতে পরিশোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতের নাম লেখা হয়।

ডেবিট:

১. ক্রয় : নগদে পণ্য ক্রয় এই কলামে লেখা হয়

২. পাওনাদার: প্রদেয় হিসাব পরিশোধ করা এবং প্রদেয় হিসাব থেকে প্রাপ্ত বাট্টা, এই দুইটির সমষ্টি এই কলামে লেখা হয়।

৩. অন্যান্য হিসাব: নগদ পণ্য ক্রয় এবং প্রদেয় হিসাব পরিশোধ ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো খাতে নগদ প্রদানের ক্ষেত্রে এই কলামে লেখা হয়।

ক্রেডিট :

১. প্রাপ্তি বাট্টা : প্রদেয় হিসাব দেনা পরিশোধের সময় যে পরিমাণ টাকা বাট্টা পাওয়া যায় তা, এই কলামে লেখা হয়।
২. নগদ : নগদে প্রদত্ত সকল অর্থ (নগদ অর্থ/চেক) এই কলামে লেখা হয়।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এবং প্রতিষ্ঠান হতে নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা, দুটি লেনদেনের কোনোটিই নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে না। কারণ এদের দ্বারা ব্যবসায়ের মোট নগদ তারল্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাংক সুদ মণ্ডুর নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় এবং ব্যাংক চার্জ ও ব্যাংক জমাতিরিকের সুদ নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে।

নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত:

মৌসুমি এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের জুলাই মাসের নগদ প্রদানের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

জুলাই ২ নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

জুলাই ৫ প্রদেয় হিসাব মিলন ট্রেডার্সকে ৬৮৯৪৩ নং চেকে ৩,০০০ টাকা প্রদান।

জুলাই ৮ আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

জুলাই ১৫ ঝগের সুদ প্রদান ৫০০ টাকা।

জুলাই ২০ ঝন্নাকে পরিশোধ ২,৮০০ টাকা এবং এ পরিশেষিতে বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।

মৌসুমি এন্টারপ্রাইজের

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	প্রদেয় হিসাব ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্তি বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০২৫								
জুলাই ২		ক্রয়		৫,০০০			৫,০০০	
জুলাই ৫	৬৮৯৪৩	মিলন ট্রেডার্স			৩,০০০			৩,০০০
জুলাই ৮		আসবাবপত্র				৪,০০০		৪,০০০
জুলাই ১৫		ঝগের সুদ				৫০০		৫০০
জুলাই ২০		ঝন্না			৩,০০০		২০০	২,৮০০
				৫,০০০	৬,০০০	৪,৫০০	২০০	১৫,৩০০

নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ন্যায় নগদে প্রদান জাবেদায়ও মোট ডেবিট টাকা মোট ক্রেডিট টাকার সর্বদা সমান হবে। উপরিউক্ত নগদ প্রদান জাবেদায় মোট ডেবিট $(৫,০০০+৬,০০০+৪,৫০০)=১৫,৫০০$ টাকা এবং মোট ক্রেডিট $(২০০+১৫,৩০০)=১৫,৫০০$ টাকা।

কাজ : সোহরাব ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো হতে নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি করো—
অক্টোবর ১ নগদে পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
অক্টোবর ৪ খালিদ এন্ড সন্সকে ৬,৫০০ টাকা পরিশোধ।
অক্টোবর ৭ মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫০০ টাকা।
অক্টোবর ১০ রাসেল স্টোর্সকে ৫,৩০০ টাকা প্রদান এবং ২০০ টাকা বাট্টা প্রাপ্তি।
অক্টোবর ১৬ শফি এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে নগদে ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।
অক্টোবর ২০ ঝগ পরিশোধ ৮,০০০ টাকা।
অক্টোবর ২৬ কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ ৪,৫০০ টাকা।
অক্টোবর ৩০ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
অক্টোবর ৩০ উপভাড়াচিয়ার নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।

মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদানের পরিমাণ খতিয়ানে স্থানান্তর

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুতের মাধ্যমে যথাক্রমে মোট নগদে প্রাপ্তি ও মোট নগদে প্রদানের পরিমাণ জানা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে নগদ উত্তের পরিমাণ জানার জন্য নগদান হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভিক নগদ উত্তের সঙ্গে নগদ প্রাপ্তিসমূহ যোগ এবং নগদ প্রদানসমূহ বিয়োগ করে সমাপনী নগদ উত্ত বের করা হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	আপ্য হিসাব ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০২৫ মে ২	খাদিজা বিতান		২০,০০০			২০,০০০	
মে ৭	শাওন ট্রেডার্স		৭,৫০০	৫০০		৮,০০০	
মে ১০	বিনিয়োগের সুদ		১,০০০				১,০০০
মে ১৯	বিক্রয়		৮,০০০		৮,০০০		
মে ২৬	বিক্রয়		৬,০০০		৬,০০০		
			৮২,৫০০	৫০০	১৮,০০০	২৮,০০০	১,০০০

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	অদের হিসাব ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০২৫ মে: ২		আসবাবপত্র				৪,০০০		৪,০০০
মে: ৩		ক্রয়		৫,০০০				৫,০০০
মে: ৮		মাসুম এন্ড সপ্লি			৩,৮০০		৩০০	৩,৫০০
মে: ২৫		বেতন				২,০০০		২,০০০
মে: ২৮		উত্তোলন				১,০০০		১,০০০
				৫,০০০	৩,৮০০	৭,০০০	৩০০	১৫,৫০০

নগদান হিসাব

হিসাবের নং-.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০২৫ মে: ১	ব্যালেন্স বি/ডি					
মে: ৩১	বি঵িধ ক্রেডিট হিসাব খাত		৮২,৫০০		৭,৫০০	
মে: ৩১	বিবিধ ডেবিট হিসাব খাত			১৫,৫০০	৫০,০০০	৩৪,৫০০

ব্যাংক হিসাব রাখা-সংক্রান্ত লেনদেন

বর্তমান ব্যবসায় জগতে লেনদেনের পরিমাণ অসংখ্য। নগদ অর্থের আদান প্রদান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের নিষ্পত্তি অধিক নিরাপদ। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হলে প্রথম ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয়। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খোলে, তাকে আমানতকারী বলা হয়।

ব্যাংক বিবরণী

আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে ব্যাংক যে বিবরণী প্রস্তুত করে, তাই ব্যাংক বিবরণী। বর্তমানে এই বিবরণী কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। টাকা বা চেক ব্যাংকে জমা, ব্যাংক হতে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন বা পরিশোধ, ব্যাংক সুদ ও ব্যাংক চার্জসহ যাবতীয় তথ্য তারিখ সহকারে ব্যাংক বিবরণী হতে পাওয়া যায়। আমানতকারী চাহিবামাত্র ব্যাংক এই বিবরণী সরবরাহ করে। ব্যাংকের পাশাপাশি আমানতকারী নগদান বইতে ব্যাংক-সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ করে এবং উদ্ভৃত নির্ণয় করে। ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভৃত এবং নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্ভৃত সমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বদা এই উদ্ভৃত নানাবিধ কারণে সমান হয় না, তখন ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভৃত ও নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্ভৃতের গরমিলের কারণ চিহ্নিতপূর্বক যে মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী।

ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভৃত ও নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্ভৃতের মাঝে গরমিলের কতিপয় কারণ

- আদায়ের জন্য চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকে আদায় না হলে এই দুই উদ্ভৃতে গরমিল হয়।
- দেনা পরিশোধ বাবদ চেক প্রদানের পর তা যথাসময়ে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে গরমিল পরিণক্ষিত হয়।
- ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষ হয়ে কোনো খরচ পরিশোধ এবং আয় আদায় করে আমানতকারীকে না জানালে গরমিল দেখা দেয়।

কাজ : আর কী কী কারণে গরমিল হতে পারে তা চিহ্নিত করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিসাবের প্রাথমিক বই হওয়া সত্ত্বেও পাকা বইয়ের ন্যায় কাজ করে কোনটি?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. জাবেদা | খ. খতিয়ান |
| গ. নগদান বই | ঘ. রেওয়ামিল |

২. নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে-

- মূলধন আনয়ন ৫০,০০০ টাকা।
- জনতা ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১,০০০ টাকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii | গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

৩. একস্থরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে কোনটি?

- ক) পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা
গ) পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা
- খ) আসবাবপত্র ক্রয় ৬,০০০ টাকা
ঘ) পণ্য ফেরত প্রদান ৫০০ টাকা

৪. একস্থরা নগদান বই সর্বদা কোন উদ্ভৃত প্রকাশ করে?

- ক) ডেবিট খ) ক্রেডিট গ) ব্যাংক জমা ঘ) ব্যাংক জমাতিরিক্ত

৫. পণ্য বিক্রয় করে চেক পেলে চেকটি কোন ধরনের চেক বলে গণ্য হবে?

- ক) বাহক চেক খ) ছুরুম চেক গ) দাগ কাটা চেক ঘ) খোলা চেক

৬. কন্ট্রো এন্ট্রির ফের্টে কোন অক্ষর প্রতীক লেখা হয়?

- ক) B খ) C গ) K ঘ) F

৭. কন্ট্রো এন্ট্রি হবে—

- i) নগদ অর্থ ব্যাংকে জমাদান
ii) আপ্য হিসাব কর্তৃক ব্যাংকে সরাসরি জমাদান
iii) অফিসের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. কোন বাট্টা তিনস্থরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়?

- ক) ক্রয় বাট্টা খ) প্রদত্ত বাট্টা গ) বিক্রয় বাট্টা ঘ) কারবারি বাট্টা

৯. নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে—

- i) নগদে পণ্য ক্রয়
ii) নগদে পণ্য বিক্রয়
iii) ব্যাংক সুদ মঞ্জুর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় কোনটি?

- ক) আসবাবপত্র বিক্রয় খ) পাওনা আদায় গ) ঋণ পরিশোধ ঘ) পণ্য বিক্রয়

১১. যে প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খোলে, তাকে কী বলা হয়?

- ক) ব্যাংকার খ) আমানতকারী গ) ইহীতা ঘ) বিনিয়োগকারী

১২. কন্ট্রো এন্ট্রির দ্বারা প্রভাবিত হিসাব হলো—

- i. মূলধন
ii. নগদান
iii. ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সালাহউদ্দিন এন্ড সল ২০২৫ সালের জুলাই ১০ তারিখে ব্যবসায় হতে ব্যাংক হিসাবে নগদ ১০,০০০ টাকা জমা দিল, প্রদেয় হিসাব সামিনা স্টোরসকে ১২,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১১,৫০০ টাকার চেক প্রদান করল এবং প্রাপ্য হিসাব মাহবুব ট্রেডার্সের কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১৪,০০০ টাকার চেক পেল।

১৩. ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখের লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধের জন্য কোন নগদান বই উপযুক্ত ?

- ক) একঘরা খ) দুইঘরা গ) তিনঘরা ঘ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

১৪. সালাহউদ্দিন এন্ড সলের কর্তৃ এন্টির পরিমাণ কত?

- ক) ১০,০০০ টাকা খ) ১২,০০০ টাকা গ) ১৪,০০০ টাকা ঘ) ১৫,০০০ টাকা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাবিব এন্টারপ্রাইজের মালিক জনাব হাবিব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান নগদান বইয়ে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ২০২৫ সালের মার্চ ১০ তারিখে মোট ২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। মার্চ ২৮ তারিখে রবির নিকট হতে ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকা পাওয়া গেল।

১৫. হাবিব এন্টারপ্রাইজের প্রকৃত দেনার পরিমাণ কত?

- ক) ৩৫,০০০ টাকা খ) ২০,০০০ টাকা গ) ১৫,০০০ টাকা ঘ) ৫,০০০ টাকা

১৬. মার্চ ২৮ তারিখের লেনদেনটি কোন নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা উচিত?

- ক) একঘরা খ) দুইঘরা গ) তিনঘরা ঘ) খুচরা

সূজনশীল প্রশ্ন :

১। ঢাকার ইসলামপুরের ‘মেসার্স দেবলীনা বস্তালয়’-এর ২০২৫ সালের মে মাসের কয়েকটি লেনদেন নিম্নরূপ :

- মে ১ আরম্ভিক নগদ তহবিল ৬০,০০০ টাকা।
 মে ৪ কুমিল্লার তপু ট্রেডার্সের নিকট প্রতি গজ ২০০ টাকা দরে ১৫০ গজ কাপড় ৫% বাট্টায় নগদে বিক্রয়।
 মে ১০ পাবনার শাহী বস্ত্র বিতান হতে ১০% বাট্টায় কাপড় ক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
 মে ১৩ সজল ট্রেডার্স হতে প্রাপ্তি ৪০,০০০ টাকা।
 মে ১৫ অগ্রিম দোকান ভাড়া প্রদান ৩০,০০০ টাকা।
 মে ২০ মালিকের মেয়ের জন্য ২,০০০ টাকার কাপড় প্রদান।
 মে ২৫ এপ্রিল মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ২,৫০০ টাকা।

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে অ-নগদ লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাও।

খ) মে ৪ তারিখের লেনদেনের জন্য ক্যাশমেমো প্রস্তুত করো।

গ) উল্লিখিত লেনদেনগুলো দ্বারা একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

২। চট্টগ্রামের 'বন্দর ট্রেডার্স'-এর ২০২৫ সালের জুন মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ :

- জুন ১ নগদ ১,২০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা ব্যাংক জমা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো ।
 জুন ৩ যমুনা ট্রেডার্সের নিকট থেকে ১,০০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদে ২০,০০০ টাকা
 ও চেকে ৩০,০০০ টাকা প্রদান ।
 জুন ৫ ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ১টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় ৭৫,০০০ টাকা ।
 জুন ৯ ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৫,০০০ টাকা ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা
 উত্তোলন ।
 জুন ১৫ ফটোকপি মেশিনের বহন খরচ ও সংস্থাপন খরচ প্রদান মোট ৩,০০০ টাকা ।
 জুন ১৮ ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য বিল আদায় ২৫,০০০ টাকা এবং প্রদেয় বিল পরিশোধ ১৫,০০০ টাকা ।
 জুন ২২ পতেঙ্গা স্টোর হতে ১৩,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি এবং ১,০০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর ।
 জুন ২৬ যমুনা ট্রেডার্সকে ১০% বাট্টায় নগদে ২০,০০০ টাকা ও ২৫,০০০ টাকার চেক ইস্যু ।
 জুন ৩০ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৫০০ টাকা এবং চার্জ কর্তন করল ১,০০০ টাকা ।
 ক) বন্দর ট্রেডার্সের অফিস সরঞ্জামের মূল্য নির্ণয় করো ।
 খ) জুন ১ থেকে জুন ১৫ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো ।
 গ) প্রারম্ভিক হাতে নগদ ১,২০,০০০ টাকা ও ব্যাংক উত্তৃত ৬০,০০০ টাকা ধরে জুন ১৮ হতে ৩০
 তারিখের লেনদেনের সাহায্যে তিনিঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো ।

৩। রাজশাহীর মডার্ন স্টোরের ২০২৫ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ :

- মার্চ ১ নগদ তহবিল ৫৭,৫০০ টাকা ।
 মার্চ ২ নগদে ও চেকে পণ্য ক্রয় যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকা ।
 মার্চ ৫ পণ্য বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা, যার ৬০% চেকে অবশিষ্টাংশ নগদে ।
 মার্চ ১০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন ৪,০০০ টাকা ও পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা ।
 মার্চ ১১ ব্যাংক হতে ঝাগ নেওয়া হলো ৫০,০০০ টাকা ।
 মার্চ ১৪ সাদমান এন্টারপ্রাইজকে ৩০,০০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ০৩২৫৪১ নং চেক প্রদান ২৯,০০০ টাকা ।
 মার্চ ১৭ সুন্দর নিকট থেকে ২৫,০০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ২৪,২৫০ টাকা প্রাপ্তি ।
 মার্চ ২২ দোকান ভাড়া বাবদ চেক প্রদান ২০,০০০ টাকা, চেক নম্বর ০৩২৬৫১ ।
 মার্চ ২৭ ব্যবসায়ের পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় ৯,০০০ টাকা ।
 মার্চ ৩১ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ১,০০০ টাকা ।
 ক) নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো ।
 খ) উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো ।
 গ) মডার্ন স্টোরের মার্চ মাসের নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো ।

৪। ফেরদৌস ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ :

- মার্চ ১ নগদ জের ৭,৫০০ টাকা ।
 মার্চ ৮ সুমন ট্রেডার্স হতে ৫% বাট্টায় নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা ।
 মার্চ ৮ পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা ।
 মার্চ ১০ ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকার চেয়ার ক্রয় ।
 মার্চ ১১ ব্যবসায়ে মালিক অতিরিক্ত মূলধন আনলেন ৪৫,০০০ টাকা ।
 মার্চ ১২ রাজু ট্রেডার্স থেকে ১৫,০০০ টাকা নগদে ও ২৫,০০০ টাকা চেকে প্রাপ্তি ।
 মার্চ ১৫ নাফিস ব্রাদার্স হতে পণ্য ক্রয় ২৫,০০০ টাকা যার ৫০% নগদে ।

- মার্চ ১৮ আরিফ ট্রেডার্সকে পরিশোধ ২,৫০০ টাকা।
 মার্চ ২০ আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধরা হলো ৩০০ টাকা।
 মার্চ ২২ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
 মার্চ ২৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ১,০০০ টাকা এবং অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
 মার্চ ৩০ ব্যাংক সুদ ও সার্ভিস চার্জ ধার্য করলো যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা।

ক. নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে না, একপ লেনদেন সাধারণ জাবেদায় লিখ (ব্যাখ্যা ব্যাতীত)।

খ. মার্চ ১ থেকে মার্চ ১১ তারিখের লেনদেন দ্বারা ফেরদৌস ট্রেডার্সের একঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

গ. প্রারম্ভিক হাতে নগদ ৪০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা ধরে

মার্চ ১২ থেকে মার্চ ৩০ তারিখের লেনদেন দ্বারা দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

৫। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে নাছির এন্টারপ্রাইজের নগদ লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ :

- আগস্ট ১ নগদ উত্তৃত ও ব্যাংক উত্তৃত যথাক্রমে ১৯,০০০ টাকা ও ২৪,০০০ টাকা।
 আগস্ট ২ রাজিব ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা।
 আগস্ট ৫ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
 আগস্ট ১০ পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা। বাট্টা ৫%।
 আগস্ট ১২ জাফর স্টের-এর নিকট হতে ৬,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৫,৮০০ টাকা প্রাপ্তি।
 আগস্ট ১৮ সাজাদ এন্ড সঙ্গের নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয় ৩,৫০০ টাকা।
 আগস্ট ২০ সেলিমা ট্রেডার্সকে পরিশোধ ৪,৩০০ টাকা এবং বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।
 আগস্ট ২৫ ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা পরিশোধ।
 আগস্ট ২৮ ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রদান ৫০০ টাকা।
 আগস্ট ৩১ ব্যাংক চার্জ কর্তন করলো ১,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে কন্ট্রো এন্ট্রির মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. আগস্ট ১ থেকে ১০ তারিখের লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

গ. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৫৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক ও/ডি ১০,০০০ টাকা ধরে আগস্ট ১২

হতে ৩১ তারিখের লেনদেনসমূহ দ্বারা উপযোগী নগদান বই প্রস্তুত করো।

৬। হায়দার এন্ড সঙ্গের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয়েছে—

- নভেম্বর ১ শহীদের নিকট ৫% বাট্টায় নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ৮ মালিহা এন্ড সঙ্গ-এর নিকট হতে ৫,৮০০ টাকা প্রাপ্তি এবং বাট্টা প্রদান ১০০ টাকা।
 নভেম্বর ৫ অফিসের জন্য ক্যালকুলেটর ক্রয় ৫০০ টাকা।
 নভেম্বর ৮ বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৪,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ১২ জামাল ট্রেডার্সকে ৩,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকা প্রদান।
 নভেম্বর ১৮ অফিসের ভাড়া পরিশোধ ২,৫০০ টাকা।
 নভেম্বর ২০ ঝগ গ্রহণ ১০,০০০ টাকা।
 নভেম্বর ২৩ কামাল ট্রেডার্স হতে ৫% বাট্টায় চেকে পণ্য ক্রয় ৩০,০০০ টাকা। চেক নং ৫৩০২
 ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করো।
 খ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো।
 গ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো।

৭. ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে কিশোর ব্রাদার্সের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়:

- জানুয়ারি ১ নগদ উত্তৃত্ব ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২৫,০০০ টাকা।
- জানুয়ারি ৩ জহির ট্রেডার্স হতে ৫% বাটায় ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়।
- জানুয়ারি ৫ মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে ১,৫০০ টাকা নিলেন।
- জানুয়ারি ১০ শোয়েব ব্রাদার্সকে ৯,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তিতে ৮,৬০০ টাকা প্রদান।
- জানুয়ারি ১৫ পণ্য ক্রয় করে চেকে মূল্য পরিশোধ ৭,০০০ টাকা।
- জানুয়ারি ২০ কর্মচারীর বেতন প্রদান ৪,০০০ টাকা।
- জানুয়ারি ২৫ মালিক ব্যক্তিগত অর্থে ব্যবসায়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করলেন ১৩,০০০ টাকা।
- জানুয়ারি ২৮ সুমনের নিকট হতে ৩,৮৫০ টাকা পাওয়া গেল এবং তাকে ১৫০ টাকা বাটা দেওয়া হলো।
- জানুয়ারি ২১ জহির ট্রেডার্সের পাওনা ৯,৫০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তিতে ৯,৩৫০ টাকা প্রদান করা হলো।
- জানুয়ারি ৩১ নগদ উত্তৃত্ব ২,৫০০ টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

ক) যে লেনদেনগুলো নগদান বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেগুলোর সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও (ব্যাখ্যা ব্যতীত)।

খ) উপর্যুক্ত ১,২৮,২৯ ও ৩১ তারিখের লেনদেনগুলো দ্বারা তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

গ) জানুয়ারি ৫ থেকে ২০ তারিখের লেনদেন দ্বারা নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. নগদান বইয়ের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২. ব্যাবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নগদান বইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৩. কর্তৃ দাখিলা কীভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় ?
৪. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা কেন প্রস্তুত করা হয় ?
৫. ব্যাংক সময় বিবরণী কেন প্রস্তুত করা হয় ?

নবম অধ্যায়

রেওয়ামিল

ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের পূর্বে লিপিবদ্ধকৃত হিসাবের গানিতিক নির্ভুলতা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। গানিতিক শুল্কতা যাচাই না করেই যদি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তবে প্রস্তুতকৃত বিবরণী সঠিক তথ্য না-ও প্রকাশ করতে পারে। হিসাব সংরক্ষণে যে সকল ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে খতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তসমূহের যোগফল ক্রেডিট উদ্বৃত্তসমূহের যোগফলের সমান হলে ধরে নেওয়া হয় লিপিবদ্ধকৃত হিসাব গানিতিকভাবে নির্ভুল হয়েছে। রেওয়ামিল প্রস্তুতের ফলে সহজেই ভুল উদ্ঘাটিত হয় এবং ভুল সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।



এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- রেওয়ামিলের ধারণা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব;
- হিসাব লিখনে ভুল কর অকার তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়ে যথাযথ ছকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গানিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করতে পারব;
- হিসাব লিখনের ভুলগুলোর মধ্যে কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলের গরমিল ঘটাবে এবং কোন ভুলগুলো গরমিল ঘটাবে না, তা শনাক্ত করতে পারব;
- অনিচ্ছিত হিসাবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অনিচ্ছিত হিসাব খুলে সাময়িকভাবে রেওয়ামিলের উভয় দিক মেলাতে পারব।

রেওয়ামিলের ধারণা :

খতিয়ানের হিসাবগুলোর গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনে একটি পৃথক খাতায় বা কাগজে সকল হিসাবের উদ্ভৃতগুলোকে ডেবিট ও ক্রেডিট এই দুই ভাগে বিভক্ত করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকেই রেওয়ামিল বলে। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, খতিয়ানে কোনো গাণিতিক ভুল নেই। অপরপক্ষে দুই দিকের যোগফল সমান না হলে বুঝতে হবে দুরুত্বফা দাখিলা অনুসারে হিসাব সংরক্ষণে কোনো ভুল-ক্রটি আছে।

উদ্দেশ্য :

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ১। জাবেদা ও খতিয়ানে লেনদেনগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা রেওয়ামিলের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ২। আর্থিক বিবরণী তথা বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করা।
- ৩। জাবেদা ও খতিয়ানে কোনো ভুল-ক্রটি থাকলে তা উদ্ঘাটন ও সংশোধন করা।
- ৪। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক জাবেদা ও খতিয়ানে লেনদেন লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।
- ৫। খতিয়ানের সকল জের এক সাথে থাকে বলে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হয়।
- ৬। রেওয়ামিলের সাহায্যে কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

কাজ: হিসাবের গাণিতিক শুল্কতা যাচাই করাই রেওয়ামিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য-মন্তব্য করো।

রেওয়ামিলের নমুনা ছক :

প্রতিষ্ঠানের নাম

রেওয়ামিল

..... সালের তারিখের

ক্রমিক/কোড নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা

যেহেতু রেওয়ামিল হিসাবের কোন অংশ নয়, সেহেতু রেওয়ামিলের কোন স্বীকৃত ছক নেই। তাছাড়া IASC (International Accounting Standards Committee) কোনো সুনির্দিষ্ট ছক প্রদান করেনি। উল্লিখিত ছকটিকেই বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।

নিম্নে রেওয়ামিলের ছকের বিভিন্ন ঘরের বর্ণনা দেওয়া হলো :

- ১। ক্রমিক/কোড নং : যদি হিসাবের কোনো কোড নং থাকে, তবে হিসাবের বিপরীতে সেই কোড নং, হিসাবের কোড নং না থাকলে ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নং বসাতে হয়। যেমন- ১, ২, ৩ ইত্যাদি।
- ২। হিসাবের শিরোনাম : খতিয়ান থেকে যে সমস্ত হিসাবের উদ্ভৃত আনা হয়, সেগুলোর শিরোনাম বসাতে হয়। যেমন- মূলধন হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, বেতন হিসাব ইত্যাদি।

৩। খতিয়ান পৃষ্ঠা: খতিয়ানের যে পৃষ্ঠা হতে হিসাবের উদ্ভূত রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়েছে, এই ঘরে সেই পৃষ্ঠা
নং লিখতে হয়। ফলে ভুল-ক্রটি হলে খুব সহজেই উদ্ধাটন করা যায়।

৪। ডেবিট টাকা: খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ডেবিট উদ্ভূতগুলোর টাকার পরিমাণ এ ঘরে লিখতে হয়।

৫। ক্রেডিট টাকা : খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ক্রেডিট উদ্ভূতগুলোর টাকার পরিমাণ এ ঘরে লিখতে হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুত প্রণালি :

লেনদেন চিহ্নিত করার পর প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে জাবেদায় তারিখের ত্রুমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়।
পরবর্তীতে প্রত্যেকটি হিসাবের আলাদা আলাদা শিরোনামের মাধ্যমে পাকাপাকিভাবে খতিয়ানে স্থানান্তর করে
উদ্ভূত নির্ণয় করা হয়। জাবেদা না করেও সরাসরি হিসাবগুলোকে খতিয়ানে স্থানান্তরের মাধ্যমে উদ্ভূত নির্ণয়
করা যায়। খতিয়ানের সকল হিসাবের উদ্ভূত নির্ণয় করার পর ডেবিট উদ্ভূতগুলোকে ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট
উদ্ভূতগুলোকে ক্রেডিট দিকে একটি আলাদা কাগজে বা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

রেওয়ামিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাবের গাণিতিক শুন্দতা যাচাই করা। সে লক্ষ্যেই প্রতিটি উদ্ভূত যাতে
করে সঠিকভাবে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা এবং কিছু
বিষয় বিবেচনা করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। ব্যবসায়ের স্বার্থেই রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পূর্বে নিম্নলিখিত
বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

১। মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধকরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মূল্যকে রেওয়ামিল
প্রস্তুতের তারিখে ব্যয় গণ্য করে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে দেখাতে হবে কিন্তু
সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্যকে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ সমাপনী মজুদ পণ্য খতিয়ানের
উদ্ভূত নয়, এমনকি সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং ক্রয়কৃত পণ্যের অংশ
বিশেষ।

২। যখন “সমন্বিত ক্রয়” অথবা “বিক্রীত পণ্যের ব্যয়” রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন প্রারম্ভিক মজুদ
পণ্যকে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত না করে সমাপনী মজুদ পণ্যকে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে সম্পদ
হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ, সমন্বিত ক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + নিট ক্রয় - সমাপনী মজুদ পণ্য।

৩। মনিহারি মজুদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদকে ব্যয় হিসাবে রেওয়ামিলের ডেবিটে দেখাতে
হবে কিন্তু সমাপনী মনিহারি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৪। হাতে নগদ, ব্যাংক জমা, প্রাপ্য হিসাব, প্রদেয় হিসাব প্রত্যেক চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের প্রারম্ভিক উদ্ভূত
রেওয়ামিলে আসবে না। কারণ এগুলো সংশ্লিষ্ট হিসাবের সমাপনী উদ্ভূতের সাথে সমন্বিত থাকে।

৫। সম্পদের বিপরীতে সৃষ্টি সংঘিত যেমন: কুঁোগ সংঘিত বা সন্দেহজনক পাওনা সংঘিত,
প্রদেয় বাট্টা সংঘিত ও প্রাপ্য বিলের বাট্টা সংঘিত রেওয়ামিলে ক্রেডিট হবে।

৬। দায়ের বিপরীতে সৃষ্টি সংঘিত যেমন: প্রদেয় হিসাব বাট্টা সংঘিত বা প্রাপ্য বাট্টা সংঘিত বা পাওনা
বাট্টা সংঘিত ও প্রদেয় বিলের বাট্টা সংঘিত। হিসাববিজ্ঞানের ‘রক্ষণশীলতার প্রথা’ অনুযায়ী দায়ের বিপরীতে
সংঘিত ধার্য অনুচিত। যদি হিসাবের বইতে ধার্যকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে
লেখা যেতে পারে। দায়ের বিপরীতে সংঘিত ধার্য পরিহার করাই উত্তম।

৭। কতিপয় হিসাবের সাথে প্রদত্ত না প্রাপ্ত উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে উক্ত হিসাবগুলোকে প্রদত্ত ধরে
রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে লিখতে হবে। যেমন – ভাড়া, বাট্টা, কমিশন, সুদ ইত্যাদি।

৮। বিক্রয় খতিয়ানের উদ্ভৃতকে প্রাপ্য হিসাব ধরে ডেবিট করতে হবে।

৯। ক্রয় খতিয়ানের উদ্ভৃতকে প্রদেয় হিসাব ধরে ক্রেডিট করতে হবে।

১০। সম্ভাব্য দায় ও সম্ভাব্য সম্পদ রেওয়ামিলের ভিতরে আসবে না, কারণ এগুলো নিশ্চিত দায় বা সম্পদ নয় সম্ভাব্য দায় ও সম্পদকে পাদচীকা হিসাবে রেওয়ামিলের নিচে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাজ : কোন কোন হিসাবগুলো রেওয়ামিলের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় না— তা চিহ্নিত করো।

খতিয়ানের ডেবিট উদ্ভৃত ও ক্রেডিট উদ্ভৃত রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্তিরণের মাধ্যমে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

খতিয়ানের ডেবিট উদ্ভৃত যা রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে বসবে	খতিয়ানের ক্রেডিট উদ্ভৃত যা রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে বসবে
ক) ঘাবতীয় সম্পদসমূহ : ভূমি, দালানকোঠা, ইজারা সম্পদ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বিনিয়োগ, প্রাপ্য হিসাব , প্রাপ্য নোট, নগদ, সুনাম ইত্যাদি।	ঘাবতীয় দায়সমূহ : প্রদেয় হিসাব , প্রদেয় নোট, ব্যাংক জমাতিরিক ঋণ ইত্যাদি।
খ) ঘাবতীয় খরচ/ব্যাসমূহ : ক্রয়, প্রারম্ভিক মজুদ, মজুরি, বেতন, বিজ্ঞাপন, ভাড়া, কমিশন, মেরামত, অফিস খরচ, অবচয়, পরিবহণ, বাট্টা ইত্যাদি।	ঘাবতীয় আয়/লাভসমূহ : বিক্রয়, প্রাপ্ত সুদ, প্রাপ্ত বাট্টা, উপভাড়া, বিনিয়োগের সুদ, ব্যাংক জমার সুদ ইত্যাদি।
গ) অগ্রিম খরচ : অগ্রিম প্রদত্ত বেতন, ভাড়া, মজুরি ইত্যাদি অগ্রিম অর্থ প্রদান এক ধরনের সম্পদ, কারণ এর দ্বারা ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে।	অনুপার্জিত আয় : অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি, অগ্রিম পরামর্শ ফি প্রাপ্তি অগ্রিম অর্থ গ্রহণ এক ধরনের দায়, কারণ এ জন্য ভবিষ্যতে সেবা প্রদান করতে হবে।
ঘ) প্রাপ্য আয়সমূহ : বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ, প্রাপ্য কমিশন প্রাপ্য ভাড়া কারণ ভবিষ্যতে এ টাকা পাওয়া যাবে বলে এগুলো সম্পদ ধরা হয়।	মুনাফা দ্বারা সৃষ্টি সংক্ষিপ্তি : কুঞ্চণ সংক্ষিপ্তি, প্রাপ্য হিসাব বাট্টা সংক্ষিপ্তি, সাধারণ সংক্ষিপ্তি ইত্যাদি।
ঙ) বিক্রয় ফেরত, উত্তোলন, প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি।	ক্রয় ফেরত, মূলধন।

রেওয়ামিলে যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে :

সকল ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল ঘটে যেতে পারে, যে সমস্ত ভুলের কারণে রেওয়ামিল অমিল হয়। সে সমস্ত ভুলগুলো খুব সহজেই খোঁজে বের করে রেওয়ামিল সংশোধন করা যায়। ধরা পড়া ভুলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। বাদ পড়ার ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় কোনো একটি হিসাব বাদ পড়ে গেলে অথবা শুধু একটি পক্ষ হিসাব ভুক্ত করলে অথবা খতিয়ানের উদ্ভৃত রেওয়ামিলে স্থানান্তর না করা হলে। যেমন : রহিম ব্রাদার্সকে ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান।

জাবেদা : রহিম ব্রাদার্স হি:-----ডেবিট ৫,০০০ টাকা

নগদান হি:----- ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

এই লেনদেনের জন্য খতিয়ানে যদি শুধু রহিম ব্রাদার্স হি: উঠানো হলো বা নগদ স্থানান্তর হলো অথবা রহিম ব্রাদার্স হিসাবের উদ্ভৃত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হলো না।

୨। ଲେଖାର ଭୁଲ :

ଜାବେଦା ଥେକେ ଖତିଆନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ ସମୟ ଯଦି ଏକ ହିସାବେର ଡେବିଟ ଅନ୍ୟ ହିସାବେର କ୍ରେଡ଼ିଟ ଦିକେ ଅଥବା କ୍ରେଡ଼ିଟ ହିସାବକେ ଡେବିଟ ଦିକେ ଲେଖା ହୁଯ ଅଥବା ଖତିଆନେ ଦୁବାର ଲେଖା ହୁଯ । ସେମନ :

ଜାବେଦା : ରହିମ ବ୍ରାଦାର୍ସ ହି:----- ଡେବିଟ ୫,୦୦୦ ଟାକା
 ନଗଦାନ ହି:----- କ୍ରେଡ଼ିଟ ୫,୦୦୦ ଟାକା

ଏଥାନେ ରହିମ ବ୍ରାଦାର୍ସ ହି: ଡେବିଟକେ ଯଦି ଖତିଆନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ ଦିକେ ଲେଖା ହୁଯ ଏବଂ ନଗଦାନ ହିସାବଓ କ୍ରେଡ଼ିଟ କରା ହୁଯ ଅଥବା ନଗଦାନ ହିସାବ କ୍ରେଡ଼ିଟକେ ଯଦି ଡେବିଟ ଦିକେ ଲେଖା ହୁଯ ଏବଂ ରହିମ ବ୍ରାଦାର୍ସ ହିସାବଓ ଡେବିଟ କରା ହୁଯ । ତାହଳେ ଏରକମ ଭୁଲକେ ଲେଖାର ଭୁଲ ବଲା ହବେ ।

୩। ଟାକାର ଅକ୍ଷେ ଭୁଲ :

ଜାବେଦା ଥେକେ ଖତିଆନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ ସମୟ ଯଦି ସମପରିମାଣ ଟାକା ଦିଯେ ଡେବିଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ ନା କରା ହୁଯ ବା ଜାବେଦା କରାର ସମୟ ଯଦି ଭୁଲବଶତ କମ ବା ବେଶ ଅକ୍ଷେ ଲେଖା ହୁଯ । ସେମନ— ବେତନ ପରିଶୋଧ ୨,୦୦୦ ଟାକା

ଜାବେଦା : ବେତନ ହି:----- ଡେବିଟ ୨,୦୦୦ ଟାକା
 ନଗଦାନ ହି:----- କ୍ରେଡ଼ିଟ ୨୦,୦୦୦ ଟାକା

ଅଥବା ଖତିଆନେ ବେତନ ଲେଖା ହଲୋ — ୨୦,୦୦୦ ଟାକା
ନଗଦ ଲେଖା ହଲୋ — ୨,୦୦୦ ଟାକା

୪। ଖତିଆନେର ଉତ୍ସୁତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୁଲ :

ଜାବେଦା ଥେକେ ଖତିଆନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ ପର ଯଥନ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵର ଯୋଗଫଳେର ମାଧ୍ୟମେ ଉତ୍ସୁତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ହୁଯ, ତଥନ ଭୁଲ ହଲେ । ସେମନ—

ନଗଦାନ ହିସାବ

ଡେବିଟ

ତାରିଖ	ବିବରଣ	ଜା: ପୃ:	ଟାକା	ତାରିଖ	ବିବରଣ	ଜା: ପୃ:	ଟାକା	କ୍ରେଡ଼ିଟ
୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁ: ୧ ଫେବ୍ରୁ: ୮	ମୂଳଧନ ହିସାବ ବିକ୍ରି ହିସାବ		୧,୦୦,୦୦୦ ୨୫,୦୦୦	୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁ: ୨ ଫେବ୍ରୁ: ୧୨ ଫେବ୍ରୁ: ୧୮ ଫେବ୍ରୁ: ୨୮ ଫେବ୍ରୁ: ୨୮	ଆସବାବପତ୍ର ହିସାବ ପ୍ରଦେଶ ହିସାବ ବ୍ୟାଂକ ହିସାବ ବେତନ ହିସାବ ବ୍ୟାଲେଙ୍କ C/D		୨୦,୦୦୦ ୧୦,୦୦୦ ୧୫,୦୦୦ ୫,୦୦୦ ୬୫,୦୦୦	୨୦,୦୦୦ ୧୦,୦୦୦ ୧୫,୦୦୦ ୫,୦୦୦ ୬୫,୦୦୦
			୧,୨୫,୦୦୦					୧,୨୫,୦୦୦
ମାର୍ଚ ୧	ବ୍ୟାଲେଙ୍କ B/D		୬୫,୦୦୦					

ଉତ୍ସୁତ ଖତିଆନେ ଉତ୍ସୁତ ହେଁଯାର କଥା ୭୫,୦୦୦ ଟାକା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରେ ଲେଖା ହଲ ୬୫,୦୦୦ ଟାକା ।

৫। খতিয়ান উদ্ভৃত রেওয়ামিলে স্থানান্তরে ভুল :

যদি খতিয়ানের উদ্ভৃত রেওয়ামিলে স্থানান্তরের সময় ভুল করে ডেবিট উদ্ভৃতকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে এবং ক্রেডিট উদ্ভৃতকে ডেবিট দিকে লেখা হয় অথবা ভুল অঙ্কে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়।

৬। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল নির্ণয়ে ভুল করলে :

খতিয়ানের সকল উদ্ভৃত সঠিকভাবে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করার পর যদি ডেবিট দিকের যোগফল ও ক্রেডিট দিকের যোগফল নির্ণয়ে ভুল হয়।

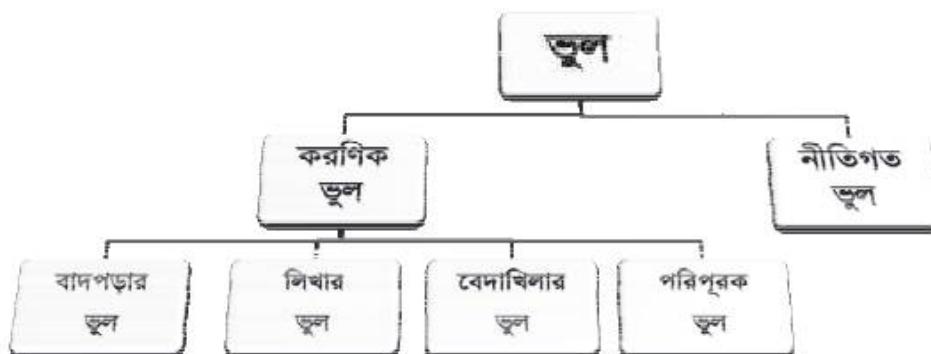
কাজ: রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্বের যোগফল সমান হলেও হিসাবের নির্ভুলতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না— তুম কি এ বিষয়ের সাথে একমত? মন্তব্য করো।

যে সমস্ত ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না :

রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে হিসাব শতভাগ নির্ভুল।

সাধারণত রেওয়ামিল মিলে গেলে ধরে নেওয়া হয় যে হিসাবের গাণিতিক গুন্ডতা ঠিক আছে। কিন্তু হিসাবের মধ্যে এমন কিছু ভুল থেকে যায়, যেগুলো রেওয়ামিলের মাধ্যমে ধরা পড়ে না। এগুলোকে রেওয়ামিলের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা বলে। এই ধরনের ভুলকে প্রধানত দৃষ্টিভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে ভুলের প্রকারভেদের বর্ণনা করা হলো :



১। করণিক ভুল :

ক) বাদ পড়ার ভুল :

গেনেরেন সংযুক্ত হওয়ার পর তা ভুলে প্রাথমিক হিসাবের বইয়ে লেখা না হলে খতিয়ানের কোনো হিসাবেই লিপিবদ্ধ হবে না। আবার গেনেরেন প্রাথমিক বইয়ে লিপিবদ্ধ হলেও তা খতিয়ানের কোনো দিকেই তথা ডেবিট বা ক্রেডিট কোথাও লিপিবদ্ধ করা হলো না। এই জাতীয় ভুলকেই বাদ পড়ার ভুল বলা হয়। এই ধরনের ভুলের কারণে রেওয়ামিলের উভয় দিকে কম টাকা লিখা হবে, ফলে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে। যেমন—

ସୀମାନ୍ତ ଟ୍ରେଡର୍ସେର ନିକଟ ବାକିତେ ପଣ୍ୟ ବିକ୍ରିୟ ୫,୦୦୦ ଟାକା । ତା ବିକ୍ରିୟ ଜାବେଦାୟ ମୋଟେ ଲେଖା ହଲୋ ନା ଫଳେ ଖତିଆନେର କୋଥାଓ ଲେଖା ହଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଯାବେ ।

ଘ) ଲେଖାର ଭୁଲ :

ପ୍ରାଥମିକ ହିସାବେ ବହିତେ କୋନୋ ଲେନଦେନେର ପରିମାଣ କମ ବା ବେଶି ଲେଖା ହଲେ ତା ଖତିଆନେର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହିସାବେ ଉତ୍ତର ଦିକେଇ ଉତ୍କ ଅଙ୍କେ ବେଶି ବା କମ ଲେଖା ହବେ । ଏଇ ଭୁଲେର କାରଣେ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ସେତେ କୋନୋ ଅସୁବିଧା ହବେ ନା । ସେମନ୍ :

ରତନ ବ୍ରାଦାର୍ସେର ନିକଟ ୫,୦୦୦ ଟାକାର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରା ହେଁଛି । ଯଦି ବିକ୍ରିୟ ଜାବେଦାୟ ୫,୦୦୦ ଟାକାର ଜାୟଗାୟ ୫୦,୦୦୦ ଟାକା ଲିଖା ହେଁ ତା ହଲେ ରତନ ବ୍ରାଦାର୍ସ ହିସାବ ଓ ବିକ୍ରିୟ ହିସାବ ଉତ୍ତର ହିସାବେଇ ୪୫,୦୦୦ ଟାକା ବେଶି ଲେଖା ହବେ ଏବଂ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଯାବେ ।

ଘ) ବେଦାଖିଲାର ଭୁଲ :

ପ୍ରାଥମିକ ହିସାବେ ବହି ହତେ ଖତିଆନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେର ସମୟ ଏକଟି ହିସାବେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ହିସାବେ ସଠିକ ଦିକେ ଟାକାର ଅଙ୍କେ ଲେଖା ହଲେ ସେ ଭୁଲ ହୁଏ ତା ବେଦାଖିଲାର ଭୁଲ ବଲେ । ଏଇ ଜାତୀୟ ଭୁଲ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନା । ସେମନ୍ : କାଳାମ ଟ୍ରେଡର୍ସେର ନିକଟ ହତେ ୨୦,୦୦୦ ଟାକା ନଗଦ ପାଓଯା ଗେଲା । ଏଟା ଡେବିଟ ଦିକେ ଠିକଇ ଲେଖା ହେଁଛେ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ ଦିକେ କାଳାମ ଟ୍ରେଡର୍ସେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଲାମ ଟ୍ରେଡର୍ସେର ହିସାବେ କ୍ରେଡିଟ କରା ହେଁଛେ । ଏତେବେ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଯାବେ ।

ଘ) ପରିପୂରକ ବା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଶୋଧକ ଭୁଲ :

ହିସାବରକ୍ଷକେର ଅଞ୍ଜାତସାରେ ଏକଟି ଭୁଲ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଭୁଲ ଦାଖିଲା ଦାରା ଉତ୍ତର ଦିକେ ସମାନ ହେଁ ଗେଲେ ଉତ୍ତାକେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଶୋଧକ ବା ପରିପୂରକ ଭୁଲ ବଲା ହୁଏ । ସେମନ୍

ଶିହାବ ଟ୍ରେଡର୍ସ ହିସାବେ ୫,୦୦୦ ଟାକା ଡେବିଟ ହେଁଯାଇ କଥା ଛି । ଭୁଲେ ତା ୫୦୦ ଟାକା ଡେବିଟ ହେଁଛେ । ଆବାର ଜାମିଲ ଟ୍ରେଡର୍ସ ହିସାବେ ୫,୦୦୦ ଟାକା କ୍ରେଡିଟ ହେଁଯାଇ କଥା ଛି । ଭୁଲେ ୫୦୦ ଟାକା କ୍ରେଡିଟକରା ହେଁଛେ । ଫଳେ ଉତ୍ତର ହିସାବେ ୪,୫୦୦ ଟାକା କମ ଲେଖା ହେଁଛେ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୁଲେର ଜନ୍ୟ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଯାବେ ।

ପରିଶେଷେ ବଳା ଯାଇ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଚାର ଧରନେର ଭୁଲ ଥାକା ସନ୍ତୋଷ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଯାବେ କିନ୍ତୁ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲେ ଭୁଲ ଥେକେ ଯାବେ ।

୨ । ନୀତିଗତ ଭୁଲ : ହିସାବବିଜ୍ଞାନ ଜାନେର ଅଞ୍ଜତାର କାରଣେ ଅଥବା ହିସାବବିଜ୍ଞାନେର ସ୍ଵୀକୃତ ରୀତିନୀତି ଲଞ୍ଛନେର ମାଧ୍ୟମେ ସେ ଭୁଲ ସଂଘଟିତ ହେଁ ଥାକେ, ତାକେଇ ନୀତିଗତ ଭୁଲ ବଲେ । ନୀତିଗତ ଭୁଲ ନିମ୍ନୋକ୍ତଭାବେ ହତେ ପାରେ । ସେମନ୍-ମୂଳଧନ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଯକେ ମୁନାଫା ଜାତୀୟ ଏବଂ ମୁନାଫା ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଯକେ ମୂଳଧନ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଯ ହିସାବେ ଲିପିବନ୍ଦକରଣେର ମାଧ୍ୟମେ ନୀତିଗତ ଭୁଲ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଭୁଲେର କାରଣେ ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଯାବେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଥେକେ ଯାବେ । କାରଣ ସେକୋନ୍ଦେ ପ୍ରକାର ଖରଚେରଇ ଡେବିଟ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଁ ଥାକେ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ବଳା ଯାଇ,

କ) କଳକଜା କ୍ରୟ ୫୦,୦୦୦ ଟାକା

ଭୁଲବଶତ କଳକଜା ଡେବିଟ ନା କରେ କ୍ରୟ ହିସାବ ଡେବିଟ କରା ହେଁଛେ ।

ଘ) କଳକଜା ମେରାମତ ଖରଚ ୫,୦୦୦ ଟାକା

ଭୁଲବଶତ ମେରାମତ ଖରଚ ଡେବିଟ ନା କରେ କଳକଜା ହିସାବକେ ଡେବିଟ କରା ହେଁଛେ ।

କାଜ : ରେଓଡ଼୍ୟାମିଲ ମିଳେ ଗେଲେବେ ସେ ସମ୍ମତ ଭୁଲ ଧରା ପଡ଼େ ନା, ସେଗୁଲୋ କୀ କୀ ? ଚିହ୍ନିତ କରୋ ।

অশুল্ক রেওয়ামিল শুল্ক করার উপায় :

একটি গরমিল বা অশুল্ক রেওয়ামিল শুল্ক করার কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্ব গরমিল হলে বুঝতে হবে হিসাবেরক্ষণে কোনো ভুল আছে। সুতরাং ভুল-জটি খুঁজে বের করে রেওয়ামিল সংশোধন করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- ১। প্রথমে রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল তথা ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বের যোগফল ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- ২। খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের জের রেওয়ামিলে তোলা হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।
- ৩। হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলো যথাক্রমে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লেখা হয়েছে কি না দেখতে হবে।
- ৪। জাবেদা হতে লেনদেনগুলো খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে সঠিকভাবে তোলা হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- ৫। খতিয়ানের যেকোনো হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে ভুল অঙ্কে ভুল ঘরে তোলা হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- ৬। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বক্য অংককে ২ দুই দ্বারা ভাগ করে অতঃপর নির্ণীত অংকেরকোনো উদ্বৃত্ত থাকলে তা সঠিক ঘরে আছে কি না দেখতে হবে।
- ৭। পূর্ববর্তী বছরের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব হিসাবের জেরসমূহ চলতি বছরে খতিয়ানে সঠিকভাবে তোলা হয়েছে কি না তা মিলিয়ে দেখতে হবে। উপর্যুক্ত উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবার পরও যদি ভুল ধরা না পড়ে, তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মিলিয়ে সমাপ্ত করতে হবে, তবে পরবর্তীতে ভুল খুঁজে বের করে তা সংশোধন করে অবশ্যই উক্ত অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হবে।

অনিশ্চিত হিসাব (Suspense Account) :

সাধারণত রেওয়ামিলের দুই পার্শ্ব সমান করার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য যে হিসাব খোলা হয়, তাকেই অনিশ্চিত হিসাব বলে। হিসাবের গাণিতিক শুল্কতা যাচাইকরণের উদ্দেশ্যেই সাধারণত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। লেনদেনগুলো জাবেদা থেকে খতিয়ানে এবং খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের ভুল-জটি থাকলে তা সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করা হয়। কিন্তু রেওয়ামিলের ভুল খুঁজে বের না করতে পারার কারণে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত বিলম্বিত হতে পারে বিধায় সাময়িক সময়ের জন্য অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্ব মিল করা হয়, যাতে করে আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত করা যায়। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকের যোগফল যদি ক্রেডিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ক্রেডিট দিকে পার্শ্বক্যকিত অনিশ্চিত হিসাব প্রদর্শন করতে হয়। অন্যদিকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকের যোগফল যদি ডেবিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ডেবিট দিকে অংকের অনিশ্চিত হিসাব প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে যদি ভুল উদ্ঘাটিত হয়, তবে সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হয়।

কাজ : রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফলে গরমিল দেখা দিলে কীভাবে তা দূরীকরণ করতে হয়—বর্ণনা করো।

উদাহরণ-১:

মামুন ট্রেডার্স-এর হিসাব বই হতে ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ তারিখে খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহ ছিল-
 নগদান হিসাব ১,১৯,০০০; মূলধন হিসাব ১,০০,০০০; বিক্রয় হিসাব ৬০,০০০; প্রাপ্য হিসাব
 ৯,০০০; ক্রয় হিসাব ২০,০০০; বেতন খরচ হিসাব ৩,০০০; বাড়ি ভাড়া হিসাব ৭,০০০; মজুরি খরচ হিসাব
 ২,০০০ টাকা। ৩১ মার্চ তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

মামুন ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ মার্চ ২০২৫

ক্র. নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		১,১৯,০০০	
২	মূলধন			১,০০,০০০
৩	বিক্রয় হিসাব			৬০,০০০
৪	প্রাপ্য হিসাব		৯,০০০	
৫	ক্রয় হিসাব		২০,০০০	
৬	বেতন খরচ হিসাব		৩,০০০	
৭	বাড়িভাড়া হিসাব		৭,০০০	
৮	মজুরি খরচ হিসাব		২,০০০	
	মোট=		১,৬০,০০০	১,৬০,০০০

উদাহরণ-২ :

মেসার্স মুক্তা ট্রেডার্স-এর নিম্নলিখিত উদ্বৃত্তসমূহ হতে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল তৈরি করো :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	৬০,০০০	উত্তোলন	২,৪৮০	অবচয়	১,৪১০
মজুদ পণ্য (১.১.২৫)	১৬,৮০০	ব্যবসায় খরচ	৯৯০	ভাড়া প্রাপ্তি	৪৩০
বিক্রয়	৮১,২০০	নগদ তহবিল	৮০০	বেতন খরচ	৪,৩০০
গ্যাস ও পানি	৮৪০	ব্যাংক জমা	৫,২৬০	বিমা সেলামি	১,০৬০
ভূমি ও দালানকোঠা	২০,০০০	ক্রয়	৩২,১৬০	আন্তঃফেরত	৪৯০
মজুরি খরচ	১৮,৪৯০	কর ও অভিকর	৮৪০	প্রদেয় বিল	৪,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৫,৮০০	আসবাবপত্র	১,২৫০	প্রদেয় হিসাব	১০,৩৭০
কমিশন	১,৪৭০	প্রাপ্য বিল	১,৪৭০	বহিঃফেরত	৬,৪০০
বস্ত্রপাতি	১০,২৭০	ব্যাংক জমা (১.১.২৫)	৬,৭০০	ব্যাংক চার্জ	৩,৩৭০
পরিবহণ খরচ	৩,৩৭০	মজুদ পণ্য (৩১.১২.২৫)	১৯,৪০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১২০

সমাধান :

মেসার্স মুজ্জা ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্র. নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মূলধন			৬০,০০০
২	মজুদ পণ্য(১.১.২৫)		১৬,৮০০	
৩	বিত্রয়			৮১,২০০
৪	গ্যাস ও পানি		৮৪০	
৫	ভূমি ও দালানকোঠা		২০,০০০	
৬	মজুরি খরচ		১৮,৮৯০	
৭	প্রাপ্য হিসাব		৩৫,৮০০	
৮	কমিশন		১,৮৭০	
৯	যন্ত্রপাতি		১০,২৭০	
১০	পরিবহণ খরচ		৩,৩৭০	
১১	উন্নেলন		২,৮৮০	
১২	ব্যবসায় খরচ		৯৯০	
১৩	নগদ তহবিল		৮০০	
১৪	ব্যাংক জমা		৫,২৬০	
১৫	ক্রয়		৩২,১৬০	
১৬	কর ও অভিকর		৮৪০	
১৭	আসবাবপত্র		১,২৫০	
১৮	প্রাপ্য বিল		১,৮৭০	
১৯	অবচয়		১,৮১০	
২০	ভাড়া প্রাপ্তি			৪৩০
২১	বেতন খরচ		৮,৩০০	
২২	বিমা সেলামি খরচ		১,০৬০	
২৩	আন্তঃফেরত		৪৯০	
২৪	প্রদেয় বিল			৮,০০০
২৫	প্রদেয় হিসাব			১০,৩৭০
২৬	বাহিঃফেরত			৬,৮০০
২৭	ব্যাংক চার্জ		৩,৩৭০	
২৮	বাট্টা প্রাপ্তি			১২০
	মোট=		১৬২,৫২০	১৬২,৫২০

কাজ :

মাহবুবা ট্রেডার্স-এর ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অঙ্কৃতভাবে প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটি শুল্কভাবে তৈরি কর।

ক্রমিক নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৫০,০০০	
২	মূলধন		১,০০,০০০	
৩	ক্রয়			৮০,০০০
৪	বিক্রয়			১,০০,০০০
৫	প্রাপ্ত কমিশন		১০,০০০	
৬	বেতন খরচ		২০,০০০	
৭	ভাড়া খরচ			১২,০০০
৮	ডাক ও তার		৩,০০০	
৯	যন্ত্রপাতি		৫,৮০০	
১০	প্রাপ্য হিসাব			৩৫,০০০
১১	প্রদেয় হিসাব		৮০,০০০	
১২	৬% বন্দুকী ঝণ		১০,০০০	
১৩	সমাপনী মজুদ পণ্য		৮০,০০০	
১৪	বিক্রয় ফেরত			২,০০০
১৫	অনিশ্চিত হিসাব			৮৯,৮০০
			৩,১৮,৮০০	৩,১৮,৮০০

নমুনা প্রশ্ন

বহুবিকাশনি প্রশ্ন

১। রেওয়ামিল প্রস্তুতের উদ্দেশ্য কী?

- ক) আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা
- খ) গাণিতিক শুল্ক যাচাই করা
- গ) লাভ-লোকসান নির্ণয় করা
- ঘ) শ্রম লাঘব করা

২। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে লিপিবদ্ধ হবে—

- i) মূলধন
- ii) উত্তোলন

iii) বিক্রয় ফেরত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৩। কোনটি অন্য তিনটি হতে ভিন্ন?

- ক) প্রশিক্ষণ ভাতা
- গ) বিমা সেলামি

- খ) বিক্রয়
- ঘ) খাজনা ও কর

৪। রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে—

- i) প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ii) প্রারম্ভিক হাতে নগদ iii) সমাপনী হাতে নগদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। রেওয়ামিলে একটি হিসাবের ডেবিট জের ১৩০ টাকা ভুলে ক্রেডিট কলামে লেখা হয়েছে। অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বের পার্থক্য কত হবে?

- ক) ৬৫ টাকা খ) ১৩০ টাকা গ) ৩১০ টাকা ঘ) ২৬০ টাকা

৬। অনিশ্চিত হিসাব রেওয়ামিলের কী প্রকাশ করে?

- ক) ডেবিট উত্তৃত্ব খ) ক্রেডিট উত্তৃত্ব
- গ) ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের পার্থক্য ঘ) ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের সমষ্টি

৭। আসবাবপত্র বিক্রয় ৫,০০০ টাকা; বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। এফেতে কোন ধরনের ভুল হয়েছে?

- ক) বাদ পড়ার ভুল খ) লেখার ভুল গ) পরিপূরক ভুল ঘ) নীতিগত ভুল

৮। নিচের কোন ভুলটির কারণে রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে যাবে?

- ক) ক্রয় হিসাবকে ৫০০ টাকা বেশি ডেবিট করা
- খ) বেতন হিসাব দুইবার ডেবিট করা
- গ) আসবাবপত্র ক্রয় করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা
- ঘ) উত্তোলন হিসাবকে ১,২০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা ডেবিট করা

৯। বেতন হিসাবকে ২,৫০০ টাকার পরিবর্তে ২,০০০ টাকা ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাবকে ৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ৪,৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। এটি কোন ধরনের ভুল?

- ক) নীতিগত ভুল খ) লেখার ভুল গ) বাদ পড়ার ভুল ঘ) পরিপূরক ভুল

১০। যে ভুলের কারণে অনিশ্চিত হিসাব সৃষ্টি হয় তা হলো-

- i) “আসবাবপত্র ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা” - ক্রয় হিসাব ডেবিট ৪৫,০০০ টাকা
- ii) “পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা” - ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ১০,০০০ টাকা
- iii) “আসবাবপত্র মেরামত ২,০০০ টাকা” - আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২০,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উকীপক্ষটি পড়ে ১১নং ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাফরিন এড সঙ্গের হিসাবরক্ষক ৩,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা ও ৯,০০০ টাকার তিনি হিসাবের সাথে “প্রদত্ত” বা “প্রাপ্ত” লেখা না থাকায় রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে লিখলেন। ফলে রেওয়ামিল অমিল হয়।

১১। জাফরিন এড সঙ্গের রেওয়ামিলে অনিশ্চিত হিসাব কত টাকা?

- ক. ৯,০০০ খ. ১৫,০০০ গ. ১৮,০০০ ঘ. ৩৬,০০০

১২। হিসাবরক্ষক যে হিসাবগুলো লিখতে ভুল করেছে তার মধ্যে রয়েছে—

- i. বেতন ii. কমিশন iii. বাট্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১। শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের উত্তোলনে ছিল নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,১০,০০০	বিমা সেলামি	৫,০০০
হাতে নগদ (০১/০১/২৫)	১৫,০০০	আমদানি শুল্ক	৩,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	২৫,০০০	কমিশন প্রাপ্তি	২,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	বিনিয়োগ	৩০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	ব্যাংক জমার সুদ	৫০০
ক্রয়	৩০,০০০	আসবাবপত্র	৮০,০০০
বিক্রয়	৮৫,০০০	বিজ্ঞপন	১,০০০
বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	১২,০০০	সমাপনী ব্যাংক জমা	৬,০০০

ক) শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের রেওয়ামিলে যে যে দফা অন্তর্ভুক্ত হবে না, তার মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) উপর্যুক্ত খতিয়ান উত্তোলনে দ্বারা শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের একটি রেওয়ামিল তৈরি করো।

গ) উপর্যুক্ত তথ্য হতে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

ইঙ্গিত : (১) মুনাফা জাতীয় ব্যয়=বিক্রীত পণ্যের ব্যয়+ অন্যান্য পরোক্ষ খরচ।

ইঙ্গিত : (২) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়=প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+নিট ক্রয়+ক্রয়সংক্রান্ত খরচ-সমাপনী মজুদ পণ্য।

২। জুবিলি এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের হিসাবের উত্তোলনে নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১৫০,০০০	দলানকোঠা	৮৫,০০০
আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা	৫০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০
প্রাপ্য বিল	৩০,০০০	প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০
প্রদেয় বিল	২৫,০০০	বেতন	৫,০০০
সাধারণ সংগ্রহ	৫,০০০	অনুপার্জিত সেবা আয়	৩,০০০
নগদ তহবিল (১-১-২০২৫)	৬,০০০	ব্যাংক জমাতিরিভু	২,০০০
মজুদ পণ্য (১-১-২০২৫)	৮০,০০০	নগদ তহবিল (৩১-১২-২০২৫)	১০,০০০
ভাড়া	৫,০০০	বিমা প্রিমিয়াম	৮,০০০
কুঝাগ সংগ্রহ	৩,০০০	মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০২৫)	৩৫,০০০

ক. জুবিলি এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিলে যে উত্তোলনে অন্তর্ভুক্ত হবে না তার পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত উত্তোলনে দ্বারা জুবিলি এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

গ. জুবিলি এন্টারপ্রাইজের মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৩। মেসার্স সালেহ এন্ড কোং-এর হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটিতে কিছু অসামঝেস্য পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটিপূর্ণ রেওয়ামিলটি নিচে প্রদত্ত হলো :

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ.প.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩৪,০০০	
২	ক্রয়		১,০০,০০০	
৩	বেতন		১২,০০০	
৪	প্রদেয় হিসাব		৮০,০০০	
৫	প্রাপ্য হিসাব		১৬,০০০	
৬	ব্যাংক জমার উদ্ধৃত			৮৫,০০০
৭	আঙ্গুষ্ঠফেরত		৩,০০০	
৮	জাহাজ ভাড়া			৫,০০০
৯	প্রদেয় বিল		২০,০০০	
১০	গৃহীত খণ্ড			১৩,০০০
১১	দালানকোঠা		৫৫,০০০	
১২	বরাদ্দকৃত বাট্টা			১০,০০০
১৩	মূলধন			৬৭,০০০
১৪	বিক্রয়			১,৮০,০০০
১৫	বহিষ্কারত		৬,০০০	
১৬	মনিহারি			৫,০০০
১৭	কমিশন			৯,০০০
১৮	সন্দেহজনক দেনা সাধিতি		৮,০০০	
			২,৯৪,০০০	২,৯৪,০০০

- ক. মেসার্স সালেহ এন্ড কোং-এর মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ করো।
- গ. উদ্বোধকের আলোকে মেসার্স সালেহ এন্ড কোং-এর একটি শুধু রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

৪। অহি সিরামিকস্-এর ব্যবসায়ের গাণিতিক শুল্কতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতের তথ্য সরবরাহ করো :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	৯৪,০০০	প্রশিক্ষণ ভাতা	৫,০০০
ব্যাংক উদ্ধৃত (১/১/২০২৫)	১৫,০০০	রঞ্জনি শুল্ক	১৩,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	২২,০০০	প্রাপ্তি বাট্টা	১২,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	বিনিয়োগ	১৫,০০০
আয়কর	১০,০০০	লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৫০০
ক্রয়	১,৩০,০০০	আসবাবপত্র	৮০,০০০
বিক্রয়	১,৮৫,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০
প্রাপ্তি ভাড়া	১৩,০০০	সমাপনী ব্যাংক জমা	১৬,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	২২,০০০	আঙ্গুষ্ঠফেরত	৩,০০০

ক) অহি সিরামিক-এর রেওয়ামিলে মোট কত টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না তা নির্ণয় করো।

খ) উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে অহি সিরামিক এর রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

গ) উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫। সিনথিয়া এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্ভৃত নিম্নরূপ :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,৮৫,০০০	মনিহারি	৫,০০০
অনুভূর্ণ বিমা	১০,০০০	উপযোগ খরচ	৭৬,০০০
সঞ্চয়পত্র	১,০০,০০০	সেবা আয়	১,৫৫,০০০
বকেয়া ভাড়া	১২,০০০	ব্যাংক ঋণ	১,০০,০০০
অনাদায়ী কমিশন	৩০,০০০	বাণিজ্যিক খরচ	১,৩০,০০০
অনুপার্জিত আয়	৮,০০০	প্রাপ্ত হিসাব	২৫,০০০
সাপ্লাই খরচ	৩৪,৫০০	অভিকর	৩৮,৭০০
ডাক ও তার	২২,৮০০	প্রদেয় বিজ্ঞাপন	১২,০০০

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. সিনথিয়া এন্টারপ্রাইজের সমাপনী সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ. উল্লিখিত তথ্য দ্বারা একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

৬। দোয়েল এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের বিভিন্ন হিসাবের জের নিম্নরূপ :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,৯০,০০০	বন্দকী ঋণ	১,০০,০০০
নগদ তহবিল	১,৫৪,০০০	ক্রয়	২,৫৪,০০০
বিক্রয়	৪,৬৭,০০০	প্রাপ্ত হিসাব	৩,৬২,০০০
উভোলন	১৫,৩০০	ভবিষ্যৎ তহবিল	৬০,০০০
বহিষ্কারণ	৩,৫০০	আয়কর	৯,২০০
অগ্রিম প্রাপ্ত বাড়িভাড়া	৮,০০০	বিলিষিত বিজ্ঞাপন	২৫,০০০
অগ্রিম বিমা	৯,৫০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	১৫,৫০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	প্রদেয় হিসাব	৮১,৫০০
আন্তঃক্ষেত্র	১১,০০০		

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে সমষ্টির ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) দোয়েল এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

গ) দোয়েল এন্টারপ্রাইজের সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন :

১. রেওয়ামিল কী ? রেওয়ামিল প্রস্তুতের মুখ্য উদ্দেশ্য কী ?

২. সমষ্টির ক্রয়ের সূত্রাচ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৩. নীতিগত ভুল কী ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৪. পরিপূরক ভুল কী ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৫. অনিশ্চিত হিসাব কী ? ব্যাখ্যা করো।

দশম অধ্যায়

আর্থিক বিবরণী (Financial Statements)

প্রত্যেক ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়সূচীতে আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর দুটি প্রধান লক্ষ্য হলো : (১) একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা এবং (২) একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব নিরূপণ করা। আর্থিক ফলাফল অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তার নাম বিশদ আয় বিবরণী বা Statement of Comprehensive Income, আর সম্পদ ও দায় জানার জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তার নাম আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা Statement of Financial Position, যা উত্তৃত্পত্তি বা Balance Sheet নামে পরিচিত।



চিত্র : লাভ ও ক্ষতির গ্রাফ ছবি

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে এই পার্থক্যের প্রয়োগ করতে পারব ;
- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব এবং তা থেকে লাভ-ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব এবং এ থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদি ও চলতি দায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব ;
- নগদ ও পণ্য উত্তোলন, নতুন মূলধন, নিট লাভ/ক্ষতি কীভাবে মূলধন হিসাবে পরিবর্তন আনে তা বুঝতে পারব ;
- কুখ্য এবং সম্পদহজনক কুখ্য সংগঠিত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হিসাবভুক্ত করতে পারব ;
- সম্পদসমূহের অবচয়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে এর হিসাব রাখতে পারব এবং আর্থিক বিবরণীতে এর প্রয়োগ দেখাতে পারব ;
- ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং মূল্যায়নের জন্য হিসাবসংক্রান্ত অনুপাতের অর্থ বুঝতে পারব ;
- হিসাবসংক্রান্ত অনুপাত যেমন বিক্রয়ের সাথে নিট মুনাফার হার, মূলধনের সাথে নিট মুনাফার হার এবং চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- বিশদ আয় বিবরণী এবং দুই বছরের গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের অঙ্কগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে পারব এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারব।

আর্থিক বিবরণী :

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুযায়ী পাঁচ প্রকারের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এসব আর্থিক বিবরণী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল, আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী, বড়হোস্তার তথ্য হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অন্যান্য ব্যবহারকারীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি আর্থিক বিবরণী। আন্তর্জাতিক হিসাব মান-০১ (IAS-01) অনুযায়ী নিম্নরূপ ৫ প্রকারের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় :

১. বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income)
২. মালিকানাবৃত্তে পরিবর্তন বিবরণী (Statement of Changes in Equity)
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (Statement of Cash Flows)
৫. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় নোট ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের নীতিমালা (Notes, Comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information)।

মাধ্যমিক (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) পর্যায়ে প্রথম তিনটি ধাপের ধারণা ও প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

বিশদ আয় বিবরণী :

বিশদ আয় বিবরণীতে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়। সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেবা আয় থেকে সেবা প্রদানের যাবতীয় ব্যয় বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়। অপরদিকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে পণ্য বিক্রয়লক্ষ অর্থ থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট মুনাফা পাওয়া যায়। আর মোট মুনাফা থেকে পরিচালন খরচ বাদ দিলে পরিচালন মুনাফা পাওয়া যায়। পরিচালন মুনাফার সাথে অন্যান্য আয় যোগ এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিলে কর পূর্ব নিট মুনাফা পাওয়া যায়। তবে একমালিকানা ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা মালিকের আয় বিবেচিত হওয়ায় আয়ের উপর গ্ৰদেয় কর মালিকের ব্যক্তিগত খরচ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে একপ প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণীতে আয়কর খরচ বাদ না দিয়ে কর পূর্ব মুনাফাকেই নিট মুনাফা বিবেচনা করা হয়।

বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য :

- ১) বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে ব্যবসায়ের নিট লাভ বা ক্ষতি জানা যায়। মালিককে জানিয়ে দেওয়া যে তিনি নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করতে পারেন না। নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করার অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ের মূলধন তেওঁে ফেলা, যা ভবিষ্যতের কার্যক্রম ব্যাহত করবে।
- ২) বিশদ আয় বিবরণীর বিভিন্ন আয় এবং ব্যয়গুলোর বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কীভাবে আয় বাড়িয়ে এবং ব্যয় কমিয়ে নিট মুনাফা বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা যায়।

বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত (সেবা প্রদানকারী ব্যবসায়) :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত প্রতিবছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। এখানে চলতি বছরের আয় থেকে চলতি বছরের ব্যয়গুলো বাদ দিলে নিট আয় পাওয়া যায়।

বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত (গণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়)

গণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের আয়ের প্রধান উৎস হলো পণ্য বিক্রয়। এটা ব্যবসায়ের মূল পরিচালন আয়। ব্যবসায়ের কিছু অন্যান্য আয়ও রয়েছে, যেমন— বাড়ি ভাড়া আয় ও ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ ইত্যাদি। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ম্যানেজারের বেতন, ভ্রমণ ও যাতায়াত খরচ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, কুখ্যৎ, সম্পদের অবচয়, বিমা খরচ ইত্যাদি বিদ্যমান। বিশদ আয় বিবরণীকে প্রধানত তিনটি ধাপে সাজিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

প্রথম ধাপে নিট বিক্রয় থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে মোট মুনাফা থেকে ব্যবসায়ের পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

তৃতীয় ধাপে পরিচালন মুনাফার সাথে অন্যান্য আয় যোগ করে প্রাপ্ত যোগফল থেকে অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে নিট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

নিচে শ্রেণিভিত্তিক আয় ও ব্যয়ের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

আয়		ব্যয়		
পরিচালন আয়	অন্যান্য আয়	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	পরিচালন ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
<ul style="list-style-type: none"> • পণ্য বিক্রয় • সেবা আয় 	<ul style="list-style-type: none"> • ব্যাংক • আমানতের সুদ • প্রাপ্ত লভ্যাংশ • ভাড়া আয় • কমিশন আয়/ প্রাপ্ত কমিশন • স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত মুনাফা • প্রাপ্ত বাট্টা • বিনিয়োগের সুদ 	<ul style="list-style-type: none"> • প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য • পণ্য ক্রয় • ক্রয় পরিবহণ • আমদানি ওন্দ্র • জাহাজ ভাড়া • ডক চার্জ 	<ul style="list-style-type: none"> • বেতন ও ভাতা • ভ্রমণ ও যাতায়াত খরচ • প্রশিক্ষণ ভাতা • ছাপা ও মনিহারি • ডাক ও তার খরচ • বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি/ উপযোগ খরচ • অফিস ও গোড়াউন ভাড়া • ইঞ্জারো ভাড়া • ব্যাংক চার্জ • বিপণন ও বিজ্ঞাপন খরচ • প্যাকিং খরচ • বিক্রয় পরিবহণ • দাগানকোঠার অবচয় • অফিস সরঞ্জামের অবচয় • বিক্রয় কমিশন • বিমা খরচ • আইন খরচ • বাট্টা খরচ/গুদত্ত বাট্টা • সুনামের অবলোপন • পেটেন্টের অবলোপন • ট্রেডমার্কের অবলোপন • কুখ্যৎ খরচ • আপ্যায়ন খরচ 	<ul style="list-style-type: none"> • খণ্ডের সুদ • ব্যাংক জমাতিরিতের সুদ • স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি • খণ্ডগতের সুদ • দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি/বিবিধ ক্ষতি

বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক (সেবা প্রদানকারী ব্যবসায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম

বিশদ আয় বিবরণী

.....সালেরতারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ : সেবা আয়	***		
যোগ : প্রাপ্ত সেবা আয়	***	***	
সুদ আয়		***	
ডিভিডেন্ড আয়/লভ্যাংশ প্রাপ্তি		***	
মোট আয়			***
বাদ : ব্যয়সমূহ : অফিস ভাড়া	***		
যোগ : বকেয়া	***	***	
বেতন ও সম্মানী		***	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল		***	
বিমা খরচ		***	
যাতায়াত খরচ		***	
আইন খরচ		***	
ছাপা ও মনিহারি		***	
নিট মুনাফা			(***)

বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক (ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়) :

প্রতিষ্ঠানের নাম

বিশদ আয় বিবরণী

.....সালেরতারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		****	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(***)	*****
নিট বিক্রয়			
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		****	
ক্রয়	****		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(***)		
নিট ক্রয়		****	
আন্তঃপরিবহণ		***	
আমদানি শুল্ক		***	
আন্তঃপরিবহণ		***	
আমদানি শুল্ক		***	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(***)	*****
মোট মুনাফা			****

	টাকা	টাকা	টাকা
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিক্রয় পরিবহণ	*****		
বেতন	*****		
অফিসের ভাড়া	*****		
বিদ্যুৎ খরচ	*****		
অফিস খরচ	*****		
বাট্টা প্রদান	*****		
হায়ী সম্পদের মেরামত	*****		
ডাক ও তার	*****		
বিজ্ঞাপন	*****		
মনিহারি	*****		
প্যাকিং খরচ	*****		
দ্রমণ খরচ	*****		
বিমা খরচ	*****		
হায়ী সম্পদের অবচয়	*****		
ইজারা সম্পদের অবলোপন	*****		
সুনামের অবলোপন	*****		
কমিশন প্রদান	*****		
ব্যাংক চার্জ	*****		
সমাপনী কুর্বাণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	****		
বাদ : কুর্বাণ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতির উত্তৃত (প্রারম্ভিক উত্তৃত-কুর্বাণ অবলোপন)	(****)		
অথবা	****	****	
যোগ : কুর্বাণ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতির ঘাটতি (কুর্বাণ অবলোপন-প্রারম্ভিক উত্তৃত)			(****)
পরিচালন মুনাফা			*****
যোগ : অন্যান্য আয় :			
হায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা	****		
বিনিয়োগের সুদ	****		
প্রাপ্তি বাট্টা	****		
প্রদত্ত ঝাগের সুদ	****		
ব্যাংক জমার সুদ	****		
প্রাপ্তি কমিশন	****		
বাড়িভাড়া আয়	****		
প্রাপ্তি লভ্যাংশ	****		
বাদ : অন্যান্য ব্যয় :			
হায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি	****		
খাগপত্রের সুদ	****		
খণ্ড বা ব্যাংক ঝাগের সুদ	****		
ব্যাংক জমাতিরিতের সুদ	****		
চুরি বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি	****		
নিট মুনাফা			(****)

দলীয় কাজ : (?) চিহ্নিত স্থানসমূহ সঠিক সংখ্যা দ্বারা পূরণ করো।

ব্যবসায়	বিক্রয়	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	পরিচালন ব্যয়	মোট মুনাফা/ক্ষতি	নিট মুনাফা/ক্ষতি
ক	১০,৬০০	৭,৮০০	১,০০০	?	?
খ	৯,৩০০	?	১,১০০	৮০০	?
গ	১৭,২০০	?	১,৪০০	?	৬,২০০
ঘ	?	১১,২০০	?	৮,২০০	২,৬৫০

কয়েকটি ব্যয় নিয়ে আলোচনা

- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পণ্য বিক্রি হয়, তার জন্য ব্যয়িত খরচের সমষ্টিকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলা হয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + নিট ক্রয় + ক্রয়সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ - সমাপনী মজুদ পণ্য। এখানে ক্রয়সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যেমন-ক্রয় পরিবহন, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি।
- বিমা :** ব্যবসায়ের বিভিন্ন সম্পদ যেমন দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, মজুদ পণ্য ইত্যাদির দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি পূরণের জন্য বিমা করা হয়। এর জন্য বিমা কোম্পানিকে প্রতিবছর প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই প্রিমিয়ামই বিমা খরচ।
- অবচয় :** ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়কে অবচয় বলে। এছাড়া মডেল পরিবর্তন, ব্যবহারকারীর রুচির পরিবর্তন, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার কারণেও কোনো কোম্পানী সম্পদের অবচয় হতে পারে।
- কুরুক্ষণ :** ধারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে যে টাকা আদায় হবে না বলে নিশ্চিত, সেটিকে কুরুক্ষণ বলা হয়। দেনাদারের মৃত্যু, দেউলিয়া, নির্বোঝ প্রভৃতি এর কারণ।
- কুরুক্ষণ সংঘর্ষ বা সম্ভাব্য কুরুক্ষণ :** ধারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে যে টাকা আদায় হবে না বলে সন্দেহ রয়েছে, সেটিও ক্ষতি হিসাবে পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কয়েকটি আয় নিয়ে আলোচনা :

- প্রাপ্ত লভ্যাংশ :** ব্যবসায়ের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ থাকলে তা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। সেই শেয়ার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অন্যান্য আয় হিসেবে গণ্য হয়।
- সুদ প্রাপ্তি :** ব্যবসায়ের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাকে বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হলে তা থেকে সুদ পাওয়া যায়।

মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুতিগ্রাম্য:

মালিকানা স্বত্ত্ব প্রারম্ভিক উত্তোলন সঙ্গে অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন, নিট লাভ/নিট ক্ষতি ও উত্তোলন সমন্বয়ের পর বছরান্তে/হিসাবকালের শেষ দিন মালিকানা স্বত্ত্ব সমাপনী উত্তুন্ত নির্ণয় করার জন্যই মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিচে মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুতের নমুনা ছক উল্লেখ করা হলো-

প্রতিষ্ঠানের নাম.....
মালিকানা স্বত্ত্ব পরিবর্তন বিবরণী
.....সালের.....তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন (প্রারম্ভিক উত্তুন্ত)		****
যোগ : অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ		****
(+) নিট মুনাফা/(-) নিট ক্ষতি		****

বিয়োগ : উত্তোলন	****	
আয়কর	****	***
যোগ : সাধারণ সংঘর্ষ		****
মালিকানা স্বত্ত্ব (সমাপনী উত্তুন্ত)		*****

আর্থিক অবস্থার বিবরণী :

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জন্য হিসাবকালের শেষ দিনে ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায় ও মূলধন নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ, দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি দায় এবং মালিকের মূলধনের পরিমাণ জানা যায়। এসব তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। যেমন : দায়-দেনা সম্পদের কত অংশ, চলতি সম্পদ চলতি দায় মিটাতে যথেষ্ট কি না, নিট মুনাফা বিনিয়োজিত মূলধনের কত অংশ ইত্যাদি।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রস্তুত প্রণালি :

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দুই ত্রৈ তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম ত্রৈ সম্পদসমূহকে চারটি ভাগে দেখানো হয়। যেমন : (১) স্থায়ী সম্পদ (২) দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (৩) চলতি সম্পদ ও (৪) অলীক সম্পদ। দ্বিতীয় ত্রৈ মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায় দেখানো হয়। দায়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন (১) দীর্ঘমেয়াদি দায় ও (২) চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি দায়।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ ও দায়কে দুইটি পদ্ধতিতে সাজানো যায়। যথা : (১) স্থায়ী অঞ্চাধিকার পদ্ধতি ও (২) তারল্যের অঞ্চাধিকার পদ্ধতি। স্থায়ী অঞ্চাধিকার পদ্ধতিতে সম্পদ সাজানোর ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী সম্পদ লিখতে হয়। এরপর বিনিয়োগ, চলতি সম্পদ ও অলীক সম্পদ ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়। আবার দায় লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে দীর্ঘমেয়াদি দায় ও শেষে চলতি দায় দেখানো হয়। পক্ষান্তরে তারল্যের অঞ্চাধিকার পদ্ধতি স্থায়ী অঞ্চাধিকার পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। তবে অলীক সম্পদ থাকলে তা সম্পদের শেষে দেখানো হয়।

সম্পদ ও দায়ের শ্রেণি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা :

বিভিন্ন সম্পদের প্রকৃতি, ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের। কোন সম্পদ তাড়াতাড়ি নগদে রূপান্তর করা যায় এবং কোন সম্পদ স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা জানা থাকলে বিভিন্ন শ্রেণির সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সহজ হবে এবং প্রত্যেকটির উপর পৃথকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা যাবে। তেমনিভাবে, বিভিন্ন দায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। কোন দায় তাড়াতাড়ি এবং কোন দায় দেরিতে পরিশোধ করা হবে, তা জানা যায় এবং দুই শ্রেণির দায়ের ব্যবস্থাপনা ও দুই রকমের হবে।

স্থায়ী সম্পদ : এ সকল সম্পদ দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন: জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদের উদাহরণ।

চলতি সম্পদ : যে সকল সম্পদ সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য.... তাই চলতি সম্পদ। যেমন: নগদ ও ব্যাংকে জমা, প্রাপ্ত হিসাব, মজুদ পণ্য ইত্যাদি।

দীর্ঘমেয়াদি দায় : যে দায় দীর্ঘ সময়ের জন্য নেওয়া হয়েছে, তা স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি দায়। যেমন: মেয়াদি ব্যাংক ঋণ, বন্দকী ঋণ, ঋণপত্র বা ডিবেন্শনার ইত্যাদি।

চলতি দায় : যে দায় এক বছরের মধ্যে পরিশোধ হবে, তা চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি দায়। যেমন: প্রদেয় হিসাব বকেয়া খরচ, অঙ্গিম আয় বা অনুপার্জিত আয়, ব্যাংক জমাতিরিক ইত্যাদি।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর নমুনা ছক :

প্রতিষ্ঠানের নাম

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

.....সালেরতারিখের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
সুন্দর বাদ অবলোপন	****		
আসবাবপত্র বাদ পুঁজিভূত অবচয়	****		
অফিস সরঞ্জাম বাদ পুঁজিভূত অবচয়	****		
যন্ত্রপাতি বাদ পুঁজিভূত অবচয়	****		
ভূমি ও দালান বাদ পুঁজিভূত অবচয়	****		
	মোট স্থায়ী সম্পদ		****
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ :			
বিনিয়োগ			****
চলতি সম্পদ :			
নগদ ও ব্যাংক জমা	****		
প্রাপ্ত হিসাব	****		
বাদ: সমাপনী কৃত্তি ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	****		
প্রাপ্ত বিল		****	
অব্যবহৃত মনিহারি		****	
প্রাপ্ত আয়		****	
অগ্রিম প্রদত্ত খরচ		****	
সমাপনী মজুদ পণ্য		****	
	মোট চলতি সম্পদ		****
অলীক সম্পদ :			
প্রাথমিক খরচ	****		
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	****		
	মোট সম্পদ		****
মালিকানা স্থত ও দায়সমূহ :			
মূলধন (সমাপনী উত্তৃত)			****
দীর্ঘমেয়াদি দায় :			
ব্যাংক খণ্ড/বন্ধকী ঋণ	****		
বাণিগত্য/ডিবেকশন	****		
	মোট সম্পদ		****
স্থায়োদাদি দায় :			
প্রদেয় হিসাব/ব্যবসায়িক ঋণ	****		
প্রদেয় বিল	****		
বকেয়া খরচ	****		
অগ্রিম আয়/অনুপোর্জিত আয়	****		
ব্যাংক জমাত্তিরিক্ত	****		
	মোট চলতি দায়		
	মোট দায়		
	মালিকানা স্থত ও মোট দায়		****

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের কিছু নিয়মনীতি মানা হয়।

সঠিকভাবে শান্ত - ক্ষতি এবং সম্পদ ও দায় - দেনার পরিমাণ নিরূপণ করতে হলে এই নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যিক।

- ১) **ব্যবসায়িক সত্তা নীতি (Business Entity) :** ব্যবসায়ের মালিককে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়। তাই মালিকের নামে হিসাব না রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে যাবতীয় হিসাব রাখা হয়। এজন্য মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ব্যবসায়ের একটি দায়। একই কারণে মালিক কর্তৃক উত্তোলন তার নিজস্ব খরচ, যা তার মূলধনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
- ২) **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going Concern) :** এ ধারণা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অনিদিষ্টকাল ধরে চলমান থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি বছরের পর বছর চলবে এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবসা বক্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এই নীতির কারণে আয় ও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। মূলধন জাতীয় আইটেমসমূহ দ্বারা আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করি। তাই স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে তার জীবনকাল পর্যন্ত প্রতিবছর অবচয় ধরতে হয়। এই নীতি না থাকলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না এবং অবচয় ধরারও প্রয়োজন হতো না।
- ৩) **হিসাবকাল ধারণা (Accounting Period) :** চলমান নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কোনো আয়ুষ্কাল নেই। কিন্তু আর্থিক অবস্থা জানতে অনিদিষ্টকাল অপেক্ষা করা যায় না। তাই প্রতি বছরই আর্থিক অবস্থা জানার জন্য বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অন্ত আয়ুষ্কালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। একেকটি ভাগকে হিসাবকাল বলে। হিসাবকাল সাধারণত এক বছর মেয়াদি হয়।
- ৪) **বকেয়া ধারণা (Accrual) :** আয় বিবরণী শুধু নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয় না। বকেয়া ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। প্রদত্ত খরচের সাথে বকেয়া খরচ এবং প্রাপ্ত আয়ের সাথে প্রাপ্ত আয় যোগ করে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে, অগ্রিম আয় ও ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। অর্থাৎ হিসাব সালের জন্য প্রকৃত আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ কর সেটিই মুখ্য; এই আয় বাবদ কর নগদে পাওয়া গেল বা এই ব্যয় বাবদ কর নগদে দেওয়া হলো সেটি মুখ্য নয়।
- ৫) **রক্ষণশীলতার নীতি (Conservatism) :** এই নীতি অনুযায়ী মুনাফা নির্গয়ে রক্ষণশীল হতে হবে অর্থাৎ যত দূর সম্ভব মুনাফা কম দেখাতে হবে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল ব্যয় ও ক্ষতিকে বিবেচনা করে আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকলে চলবে না বরং নিশ্চিত হতে হবে, নিশ্চিত আয়কেই আয় বিবরণীতে দেখানো হবে। সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে যদি মালিক নিট লাভের অংশ নিয়ে যান এবং এই সম্ভাব্য আয় যদি আসলে না ঘটে, তবে মালিক প্রকৃতপক্ষে মূলধনই ভেঙে ফেললেন, যা ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর। রক্ষণশীল নীতির জন্য সম্ভাব্য কুঞ্চণ খরচ হিসাবে দেখানো হয়। আর সমাপনী মজুদের বাজার মূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি হলেও সেটি দেখানো হয় না বরং যেটি কম সেই মূল্যই দেখানো হয়।
- ৬) **ক্রয়মূল্য নীতি (Cost Price) :** এই নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদসমূহ যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছিল, সেই মূল্যেই প্রতিবছর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয় বাজারমূল্যে দেখানো হয় না। কারণ স্থায়ী সম্পদ বিক্রির জন্য নয়; বরং দীর্ঘকাল ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। ক্রয়মূল্য বলতে সম্পত্তি অর্জনে প্রদত্ত অর্থ ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আনুষঙ্গিক খরচের সমষ্টিকে বোঝায়।

- ৭) **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency) :** এই নীতি অনুসারে হিসাববিজ্ঞানের হিসাবসমূহ প্রত্যেক বছরে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়। এই বছর এক পদ্ধতি এবং আরেক বছর অন্য পদ্ধতি—এই নীতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন বছরে হিসাবসমূহের সঠিক তুলনা করা যায় না। ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।
- ৮) **বস্তুনির্ণীতা ধারণা (Materiality) :** হিসাববিজ্ঞানে বস্তুনির্ণীতা প্রথা বলতে হিসাবরক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বৃদ্ধিমত্তার দ্বারা লেনদেনসমূহ হিসাবভূক্তকরণকে বোঝায়। হিসাবরক্ষককে প্রাসঙ্গিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা বিচার করে হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হয়। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যেতে পারে—
প্রতিটান কোনো সম্পদ যা দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হবে তা ব্যক্তিগত বিনিয়োগে ক্রয় করল। যেমন—ঘড়ি, স্ট্যাপলার, পার্সিং মেশিন, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয় কিন্তু এদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় প্রাথমিক হিসাবের বইতে সম্পদ হিসেবে লিখলেও হিসাবকাল শেষে ব্যবহৃত অংশ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরের খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য সমন্বয়সমূহ :

১) সমাপনী মজুদ পণ্য ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সমন্বয় :

হিসাবকাল শেষে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয় এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা নিম্নরূপ :

সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাব	ডেবিট
ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব	ডেবিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য হিসাব	ক্রেডিট
ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
ক্রয় পরিবহন হিসাব	ক্রেডিট

লক্ষণীয় যে, উপরিউক্ত সমন্বয় দাখিলার মাধ্যমে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব ও সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাব সৃষ্টি হলো, যা আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করতে আবশ্যিকীয়।

২) বকেয়া ব্যয় :

রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর দেখা গেল যে ৫০০ টাকা মজুরি বকেয়া আছে। তখন বকেয়া ধারণা অনুযায়ী এই ৫০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ এটি বর্তমান বছরের খরচ এবং সম্পরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে :

মজুরি হিসাব	ডেবিট
বকেয়া মজুরি হিসাব	ক্রেডিট

৩) অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয় :

বছরের শেষে জানা গেল, ৮০০ টাকা বাড়িভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এই ৮০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বাড়িভাড়া হিসাব খাত থেকে বাদ হবে, কারণ এটি বর্তমান হিসাবকাল-সংক্রান্ত নয় এবং সম্পরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে :

অগ্রিম বাড়িভাড়া হিসাব	ডেবিট
বাড়িভাড়া হিসাব	ক্রেডিট

৪) প্রাপ্য আয় বা বকেয়া আয় :

বছরের শেষে জানা গেল যে বিনিয়োগের উপর সুদ ৬০০ টাকা বর্তমান সালে অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এই ৬০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে আয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদে বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ নামে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে:

বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ হিসাব	ডেবিট
বিনিয়োগের সুদ হিসাব	ক্রেডিট

৫) অগ্রিম প্রাপ্ত আয় :

ধরা যাক চলতি বছরের রেওয়ামিলে বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় ১০,০০০ টাকা দেওয়া আছে। কিন্তু এর মধ্যে ৩,০০০ টাকা পরবর্তী বছর বাবদ অগ্রিম আদায় হয়েছে (যা অনুপার্জিত)। এক্ষেত্রে বিশদ আয় বিবরণীতে ১০,০০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা বাদ দিয়ে বর্তমান বছরে ৭,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া আয় দেখাতে হবে এবং ৩,০০০ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসাবে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে:

বাড়িভাড়া আয় হিসাব	ডেবিট
অনুপার্জিত বাড়িভাড়া আয় হিসাব	ক্রেডিট

৬) অবচয় :

ব্যবসায়ে ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদ যেমন: দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় বা ক্ষতি অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়। ধরা যাক রেওয়ামিলে যন্ত্রপাতি ৮০,০০০ টাকা। বছরে ১৫% হারে যন্ত্রপাতির উপর অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ($80,000 \times 15\%$) বা ১২,০০০ টাকা অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে এবং সম্পরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পুঁজীভূত অবচয় নামে যন্ত্রপাতি থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে:

অবচয় খরচ হিসাব	ডেবিট
পুঁজীভূত অবচয় হিসাব	ক্রেডিট

৭) কু ঝণ ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত বাকিতে পণ্য ও সেবা বিক্রয় করে। কোনো আর্থিক হিসাবকালের শেষে সেজন্য প্রাপ্য হিসাব বিদ্যমান থাকে। সাধারণত সকল প্রাপ্য হিসাব তাদের দেনা পরিশোধ করতে সমর্থ হয় না। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার সঠিক মুনাফা নির্ধারণের জন্য হিসাবকাল শেষে প্রাপ্য হিসাব একটি নির্দিষ্ট অংশকে কু ঝণ ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি হিসেবে সংরক্ষণ করে। যখন কোনো প্রাপ্য হিসাব প্রকৃতপক্ষে তার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে কু ঝণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থে কু ঝণ সরাসরি প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে হিসাবভূক্ত করেছেন। কিন্তু এ পাঠ্যপুস্তকে সংঘিতি পদ্ধতিতে কু ঝণ হিসাবভূক্ত করার নিয়ম উদাহরণসহ দেখনো হলো।

নিচের উদাহরণের সাহায্যে কু ঝণ অবলোপন এবং কু ঝণ সংঘিতির হিসাবরক্ষণ ব্যাখ্যা করা হলো:

ধরা যাক, রেওয়ামিলে প্রাপ্য হিসাব ৫০,০০০ টাকা, কু ঝণ ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতির প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ২,০০০ টাকা। একজন দেনাদার আর্থিক অসমর্থতার কারণে তার দেনা ১,০০০ টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলো। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাব ৫% কু ঝণ ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি ধার্য করতে হবে। যথাযথ সমন্বয় দাখিলা ও সংশ্লিষ্ট হিসাবে তার প্রভাব দেখানো হলো। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা:

১) কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি হিসাব প্রাপ্য হিসাব (কু খণ্ড হিসাবে 1,000 টাকা অবলোপন করা হলো)	ডেবিট 1,000 টাকা ক্রেডিট 1,000 টাকা
২) কু খণ্ড খরচ $(50,000 - 1,000) \times 5\% - (2,000 - 1,000)$ কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি হিসাব (প্রাপ্য হিসাব উপর কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি ধার্য করা হলো)	ডেবিট 1,850 টাকা ক্রেডিট 1,850 টাকা

সংশ্লিষ্ট হিসাবে কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতির প্রভাব :

প্রাপ্য হিসাব

ব্যালেন্স B/D	50,000 <u>50,000</u>	কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি ব্যালেন্স C/D	1,000 89,000 <u>50,000</u>
---------------	-------------------------	--	----------------------------------

কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি হিসাব

প্রাপ্য হিসাব ব্যালেন্স C/D	1,000 2,850 <u>3,850</u>	ব্যালেন্স B/D কু খণ্ড খরচ	2,000 1,850 <u>3,850</u>
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

কু খণ্ড খরচ হিসাব

কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি	1,850 <u>1,850</u>	আয় বিবরণী	1,850 <u>1,850</u>
---------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------

কু খণ্ড ও কু খণ্ড সংঘিতি, বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হলো :

বিশদ আয় বিবরণীতে :

সমাপনী কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি হিসাব $((50,000 - 1,000) \times 5\%)$	2,850
বাদ : প্রারম্ভিক কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি হিসাবের উত্তৃত	2,000
(-) কু খণ্ড অবলোপন	<u>1,000</u>
কু খণ্ড খরচ	<u>1,000</u> <u>1,850</u>

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে :

প্রাপ্য হিসাব	50,000
বাদ : কু খণ্ড অবলোপন	(1,000)
বাদ : সমাপনী কু খণ্ড ও সন্দেহজনক দেনা সংঘিতি	89,000 (2,850) 86,150

কাজ : ২০২৫সালে কু খণ্ড সংঘিতির প্রারম্ভিক ব্যালেন্স 8,000 টাকা। বছরের শেষেগ্রাম্য হিসাব ৬০,০০০ টাকা। ধরা হলো এ বছর প্রাপ্য হিসাব ১০% না-ও পাওয়া যেতে পারে। দেখাও: আয় বিবরণীতে কত ক্ষতি দেখানো হবে এবং আর্থিক বিবরণীতে কু খণ্ড সংঘিতি কত হবে ?

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কয়েকটি সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী প্রশ্নসহকারে উল্লেখ করা হলো।

উদাহরণ : ১। ‘আকন এন্ড এসোসিয়েটস’-এর ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাদি হতে বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

আকন এন্ড এসোসিয়েটস

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	মূলধন			৩,৩০,০০০
২.	অফিস সরঞ্জাম		২,২০,০০০	
৩.	পেশাগত বই		১,২১,০০০	
৪.	নিরীক্ষা ফি			৮,৭০,৫০০
৫.	অফিস ভাড়া		২,৭০,০০০	
৬.	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খরচ		৩৮,৫০০	
৭.	নগদ তহবিল		৩০,৮০০	
৮.	বিনিয়োগ (শেয়ার)		২,০০,০০০	
৯.	প্রাপ্ত লভ্যাংশ			৪২,৫০০
১০.	অগ্রিম অভিট ফি			৬০,০০০
১১.	যাতায়াত খরচ		৩,৬০০	
১২.	বিমা খরচ		৬,৫০০	
১৩.	বেতন ও ভাতা		৬৫,০০০	
১৪.	ব্যাংক জমা		৩,০০,০০০	
১৫.	উভোলন		৪৮,০০০	
			<u>১৩,০৩,০০০</u>	<u>১৩,০৩,০০০</u>

অন্যান্য তথ্য :

- (১) একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, যার বিল ৫৫,০০০ টাকা এখনও পাওয়া যায়নি।
- (২) তিন মাসের অফিস ভাড়া বকেয়া রয়েছে।
- (৩) অফিস সরঞ্জামের ১০% অবচয় ধরতে হবে।

আকন এন্ড এসোসিয়েটস
বিশদ আয় বিবরণী
২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ :			
নিরীক্ষা ফি	৮,৭০,৫০০		
যোগ : আপ্য নিরীক্ষা ফি	<u>৫৫,০০০</u>		
		৯,২৫,৫০০	
প্রাপ্ত লভ্যাংশ		৮২,৫০০	
মোট আয়			৯,৬৮,০০০
বাদ : ব্যয়সমূহ :			
অফিস ভাড়া	২,৭০,০০০		
যোগ : বকেয়া ভাড়া	<u>৯০,০০০</u>		
		৩,৬০,০০০	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খরচ		৩৮,৫০০	
যাতায়াত খরচ		৩,৬০০	
বিমা খরচ		৬,৫০০	
বেতন ও ভাতা		৬৫,০০০	
অফিস সরঞ্জামের অবচয়		২২,০০০	
			(৮,৯৫,৬০০)
নিট মুনাফা			<u>৮,৭২,৮০০</u>

আকন এন্ড এসোসিয়েটস
মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন		
যোগ : নিট মুনাফা	৩,৩০,০০০	
	<u>৮,৭২,৮০০</u>	
		৮,০২,৮০০
বাদ : উত্তোলন		
মালিকানা স্বত্ত্ব বা সমাপনী মূলধন		(৮৮,০০০)
		<u>৭,৫৪,৮০০</u>

আকন এন্ড এসেপিয়েটস
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
অফিস সরঞ্জাম	২,২০,০০০		
বাদ : পুঁজীভূত অবচয়	(২২,০০০)		
		১,৯৮,০০০	
গোশাগত বই		১,২১,০০০	
			৩,১৯,০০০
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ :			
বিনিয়োগ (শেয়ার)			২,০০,০০০
চলতি সম্পদ :			
প্রাপ্ত অডিট ফি	৫৫,০০০		
ব্যাংক জমা	৩,০০,০০০		
নগদ তহবিল	৩০,৮০০		
		৩,৮৫,৮০০	
মোট চলতি সম্পদ			
মোট সম্পদ			৯,০৮,৮০০
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায় :			
মালিকানা স্বত্ত্ব (৩১-১২-২০২৫)			৭,৫৮,৮০০
চলতি দায় :			
অগ্রিম অডিট ফি	৬০,০০০		
বকেয়া অফিস ভাড়া	৯০,০০০		
		১,৫০,০০০	
মালিকানা স্বত্ত্ব ও মোট দায়			৯,০৮,৮০০

উদাহরণ : ২

আরথী এন্ড সপ্লে হিসাবরক্ষক নিচের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করেছেন।

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	১,৮৭,০০০	২,৯০,০০০
পণ্য ফেরত	৮,০০০	৩,০০০
বেতন	২০,০০০	
আন্তঃপরিবহণ	২,০০০	
বাহ্যিক পরিবহণ	৮০০	
বিমা প্রিমিয়াম	৫,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২,৫০০	
ব্যাংক জমা	১৫,০০০	
মূলধন		৫,০০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৭,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০
যন্ত্রপাতি	২,৮০,০০০	
জমি	৮,৭৩,২০০	
১০% ঝণ (২০২৭ সালে প্রদেয়)		১,০০,০০০
পুঁজীভূত অবচয়-যন্ত্রপাতি		৫৬,০০০
কুখ্যত সঞ্চিত		৫০০
মজুদ পণ্য (১ জানুয়ারি ২০২৫)	৩,০০০	
	<u>৯,৫৯,৫০০</u>	<u>৯,৫৯,৫০০</u>

সমন্বয়সমূহ :

- ১) সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকা ও বাজারমূল্য ৮,০০০ টাকা।
- ২) যন্ত্রপাতির অবচয় ১০% ধরতে হবে।
- ৩) বেতন ৬,০০০ টাকা বকেয়া আছে।
- ৪) বিমার প্রিমিয়াম অগ্রিম দেওয়া আছে ২,৫০০ টাকা।
- ৫) সম্ভাব্য কুখ্যত ১০% ধরতে হবে।
- ৬) ঝণের সুদ বকেয়া আছে।

আরথী এন্ড সপ্লে-এর ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান:

আরঞ্চী এন্ড সঙ্গ

বিশদ আয় বিবরণী

২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
নিট বিক্রয়:			
মোট বিক্রয়		২,৯০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		৮,০০০	
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		৩,০০০	২,৮৬,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ			
জরুর	১,৮৭,০০০		
বাদ: জরুর ফেরত	(৩,০০০)		
যোগ: আন্তঃগ্রিবহণ		১,৮৮,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ		২,০০০	
বাদ: পরিচালন ব্যয়		১,৮৯,০০০	(১,৮৫,০০০)
বেতন	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৬,০০০		
বহিঃপরিবহণ		২৬,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		৮০০	
বিমা খরচ	৫,০০০		
বাদ: অগ্রিম	(২,৫০০)		
অবচয় ($২,৮০,০০০ \times ১০\%$)		২,৫০০	
সমাপনী কুঞ্চণ ও সন্দেহজনক দেনা সংঘর্ষি (৭,০০০ $\times ১০\%$)	৭০০	২৮,০০০	
বাদ: প্রারম্ভিক কুঞ্চণ ও সন্দেহজনক দেনা সংঘর্ষি	৫০০	২০০	(৬০,০০০)
বাদ: অন্যান্য ব্যয়			৮১,০০০
ঝানের মূল ($১,০০,০০০ \times ১০\%$)			(১০,০০০)
মোট মুনাফা			৭১,০০০

আরথী এন্ড সল

মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী

২০২৫সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন (১/১/২০২৫)	৫,০০,০০০	
যোগ : নিট মুনাফা	৭১,০০০	
মালিকানা স্বত্ত্ব (৩১/১২/২০২৫)		৫,৭১,০০০

আরথী এন্ড সল

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
ঘন্টাপাতি	২,৮০,০০০		
বাদ: পুঁজীভুত অবচয় (৫৬,০০০ + ২৮,০০০)	(৮৪,০০০)	১,৯৬,০০০	
জমি		৮,৭৩,২০০	৬,৬৯,২০০
মোট স্থায়ী সম্পদ			
চলতি সম্পদ :			
নগদ ও ব্যাংক		১৫,০০০	
প্রাপ্ত হিসাব	৭,০০০		
বাদ: সমাপনী কুঞ্চিৎ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	(৭০০)	৬,৩০০	
অগ্রিম প্রদত্ত বিমা		২,৫০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৮,০০০	
			২৭,৮০০
মোট চলতি সম্পদ			
মোট সম্পদ			৬,৯৭,০০০
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায় :			
মালিকানা স্বত্ত্ব (সমাপনী উত্তৃত)			৫,৭১,০০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
ঝণ (২০২৭ সালে প্রদেয়)		১,০০,০০০	
শ্বল্লমেয়াদি দায়:			
প্রদেয় হিসাব	১০,০০০		
ঝণের সুদ বকেয়া	১০,০০০		
বকেয়া বেতন	৬,০০০		
মোট চলতি দায়		২৬,০০০	
মোট দায়			১,২৬,০০০
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায়			৬,৯৭,০০০

উদাহরণ: ৩

অর্পণ ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

অর্পণ ট্রেডার্সের

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৭৬,০০০	১,৫৭,০০০
ডক চার্জ	১০,০০০	
আন্তঃপরিবহণ	৫,০০০	
বাহ্যিক পরিবহণ	৮,০০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০
বেতন	২৪,০০০	
বিজ্ঞাপন	১০,০০০	
১০% বিনিয়োগ (০১.০১.২০২৫)	২০,০০০	
হাতে নগদ	৩,৬০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	১৯,৫০০
আমদানি শুল্ক	৭,০০০	
মনিহারি	৩,০০০	
অফিস খরচ	৬,০০০	
বিদ্যুৎ খরচ	৫,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	৮০,০০০	১,৯০,০০০
বিক্রয় ফেরত ও জন্য ফেরত	৭,০০০	৬,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩০,০০০
বিক্রয় কমিশন	৮,০০০	
বাট্টা প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি	১,০০০	৮০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	
বিনিয়োগের সুদ		৮০০
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	১,০০০	
মোট	৩,৮৪,৬০০	৩,৮৪,৬০০

সম্বয়:

- ক. মজুদ পণ্য (৩১/১২/২০২৫) ৮০,০০০ টাকা।
- খ. অফিস খরচ বকেয়া ১,০০০ টাকা।
- গ. অব্যবহৃত মনিহারি ৫০০ টাকা।
- ঘ. বেতন অগ্রিম পরিশোধ ৮,০০০ টাকা।

সমাধান :

অর্পণ ট্রেডার্স
বিশদ আয় বিবরণী
২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৫৭,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(১,০০০)	
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		৩০,০০০	১,৫০,০০০
প্রায়স্থিক মজুদ পণ্য	৭৬,০০০		
ক্ষয়	(৬,০০০)		
বাদ: ক্ষয় ফেরত		৭০,০০০	
আন্তঃ পরিবহণ		৫,০০০	
ডক চার্জ		১০,০০০	
আমদানি শুল্ক		৭০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		১,২২,০০০	
		(৪০,০০০)	(৮২,০০০)
মোট মুনাফা			৬৮,০০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বাহিৎ পরিবহণ		৮,০০০	
বেতন	২৪,০০০		
বাদ: অগ্রিম	(৮,০০০)		
বিজ্ঞাপন		২০,০০০	
মনিহারি	৩,০০০		১০,০০০
বাদ: অব্যবহৃত	(৩০০)		২,৫০০
অফিস খরচ	৬,০০০		
যোগ: বকেয়া	১,০০০		
বিদ্যুৎ খরচ		৯,০০০	
বিক্রয় কমিশন		৬,০০০	
বাট্টা প্রদান		৮,০০০	
		১,০০০	(৬১,৫০০)
যোগ: অন্যান্য আয় :			৬,৫০০
বাট্টা প্রাপ্তি		৮০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০	
বিনিয়োগের সুদ	৮০০		
যোগ: প্রাপ্তি সুদ	১,২০০		
বাদ : অন্যান্য ব্যয় :		২,০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ			৩,৩০০
			৯,৮০০
			(১,০০০)
মোট মুনাফা			৮,৮০০

অর্পণ ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী

২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন (১/১/২০১৭)	১,৭০,০০০	
(+) নিট লাভ	৮,৮০০	
(-) উত্তোলন		১,৭৮,৮০০
সমাপ্তি মালিকানা স্বত্ত্ব (৩১/১২/২০২৫)	(৮০,০০০)	১,৭৮,৮০০

অর্পণ ট্রেডার্স

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :		
আসবাবপত্র	২০,০০০	
যত্নপাতি	৭০,০০০	
		৯০,০০০
মোট স্থায়ী সম্পদ		
বিনিয়োগ :		
১০% বিনিয়োগ		২০,০০০
চলতি সম্পদ :		
হাতে নগদ	৩,৬০০	
প্রাপ্ত হিসাব	৩০,০০০	
অব্যবহৃত মনিহারি	৫০০	
অগ্রিম বেতন	৮,০০০	
বিনিয়োগের প্রাপ্ত সুদ	১,২০০	
সমাপ্তি মজুদ পণ্য	৮০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ		৭৯,৩০০
মোট সম্পদ		১,৮৯,৩০০
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায় :		
মালিকানা স্বত্ত্ব (সমাপ্তি উত্তোলন)		১,৩৮,৮০০
চলতি দায় :		
প্রদেয় হিসাব	১৯,৫০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৩০,০০০	
অফিস খরচ বকেয়া	১,০০০	
মোট চলতি দায়		৫০,৫০০
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায়		১,৮৯,৩০০

উদাহরণ: ৪

শওকত ট্রেডার্সের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো :

রেওয়ামিল

৩১ মার্চ ২০২৫

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
হাতে নগদ	৮,২০০	
ব্যাংক জমা	১১,০০০	
প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল	৩,৫০০	২,০০০
মূলধন		১,০০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১১,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৩৫,০০০	৫৮,০০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	৩,০০০	২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	২২,০০০	
প্রদেয় হিসাব		২০,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত মুনাফা		১,০০০
বিজ্ঞাপন	৭,০০০	
বেতন	১০,০০০	
পরিবহণ	১,০০০	
আপ্যায়ন খরচ	২,০০০	
কুঁঝণ ও সন্দেহজনক দেনা সাধিতি		১,৫০০
কমিশন প্রদান ও কমিশন প্রাপ্তি	৩০০	৫০০
ইজারা সম্পদ (৫ বছর)	৩০,০০০	
আসবাবপত্র	৮,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০	
উত্তোলন	৩২,০০০	
	১,৮৫,০০০	১,৮৫,০০০

সমন্বয় :

- ক. সমাপনী মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা।
- খ. ২ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে।
- গ. প্রাপ্য হিসাব ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
- ঘ. বিজ্ঞাপন খরচের অর্ধেক বিলম্বিত কর।
- ঙ. আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামের উপর ৫% অবচয় ধরতে হবে।

সমাধান :

শওকত ট্রেডার্সের
বিশদ আয় বিবরণী

২০২৫ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৫৮,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(৩,০০০)	
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			৫৫,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ		১১,০০০	
ক্রয়	৩৫,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(২,০০০)		
যোগ: পরিবহণ		৩৩,০০০	
		১,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		৮৫,০০০	
		(২০,০০০)	
			(২৫,০০০)
মোট মুনাফা			৩০,০০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিজ্ঞাপন	৭,০০০		
বাদ: বিলম্বিত ($\frac{১}{২}$)	(৩,৫০০)	৩,৫০০	
বেতন	১০,০০০		
যোগ: বকেয়া	২,০০০		
আপ্যায়ন ঝরচ		১২,০০০	
অলিখিত কুখ্যতি		২,০০০	
বাদ: প্রারম্ভিক কুখ্যতি ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	(১,৫০০)		
কমিশন প্রদান		(৫০)	
ইজারা সম্পদ অবলোপন ($\frac{১}{৫}$)		৩০০	
অবচয়-আসবাবপত্র	২০০		
অবচয়-অফিস সরঞ্জাম	২৫০		
		৮৫০	
পরিচালন মুনাফা			(২৩,৭৫০)
যোগ : অন্যান্য আয় :			৬,২৫০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত মুনাফা		১,০০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০	
			১,৫০০
মিট মুনাফা			৭,৭৫০
			২৫০

**শওকত ট্রেডার্সের
মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০২৫ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের**

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০	
(+) নিট লাভ	৭,৭৫০	
(-) উত্তোলন		১,০৭,৭৫০
		(৩২,০০০)
মালিকানা স্বত্ত্ব (৩১/০৩/২০২৫)		৭৫,৭৫০

**শওকত ট্রেডার্সের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ মার্চ ২০২৫**

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
ইজারা সম্পদ	৩০,০০০		
বাদ: অবলোপন	(৬,০০০)		
		২৪,০০০	
আসবাবপত্র	৮,০০০		
বাদ: পুষ্টিভূত অবচয়	(২০০)		৩,৮০০
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০		
বাদ: পুষ্টিভূত অবচয়	(২৫০)		৪,৭৫০
			৩২,৫৫০
মোট স্থায়ী সম্পদ			
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ		৮,২০০	
ব্যাংক জর্মা		১১,০০০	
প্রাপ্য বিল		৩,৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	২২,০০০		
বাদ: অলিখিত কুখ্যাত	(১,০০০)		
		২১,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		২০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			৬৩,৭০০
অলীক সম্পদ :			
বিলাধিত বিজ্ঞাপন			৩,৫০০
			৯৯,৭৫০
মোট সম্পদ			
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায়			
মালিকানা স্বত্ত্ব (সমাপনী উত্তোলন)			৭৫,৭৫০
চলতি দায় :			
প্রদেয় বিল		২,০০০	
প্রদেয় হিসাব		২০,০০০	
বকেয়া বেতন		২,০০০	
মোট চলতি দায়			২৪,০০০
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায়			৯৯,৭৫০

উদাহরণ : ৫

ফারহানা এন্টারপ্রাইজের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সম্পত্তির মূল বিবেচনাপূর্বক ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্তে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করোঃ

রেওয়ামিল
৩০ জুন ২০২৫

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রাপ্ত হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	২০,০০০	৩৭,০০০
দালানকোঠা	৭০,০০০	
সাধারণ সংগঠিত		১০,০০০
হাতে নগদ	১৮,৬০০	
মূলধন		১,০০,০০০
উত্তোলন	৩৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
অয় ও বিক্রয়	৮৪,০০০	১,৫৪,০০০
দালানের মেরামত	২,৬০০	
জাহাজ ভাড়া	৮,০০০	
শুল্ক	১,০০০	
ডক চার্জ	১,৭০০	
বেতন ও সম্মানী	১৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৫,০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩,০০০
বিমা প্রিমিয়াম	১,৫০০	
লিগ্যাল চার্জ ও কুঝণ সংগঠিত	৩,০০০	২,৫০০
বিড়ালন	৫,৫০০	
বিবিধ ক্ষতি	৩,৬০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	১০,০০০	
আন্ত বাট্টা		৮,০০০
ভৱণ খরচ	৩,০০০	
আন্ত বাড়িভাড়া		১১,০০০
আয়কর	৫,০০০	
	৩,২১,৫০০	৩,২১,৫০০

সম্পত্তি :

- ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।
- অলিখিত আন্তঃফেরত ও বহিঃফেরত যথাক্রমে ৪,০০০ ও ২,০০০ টাকা।
- বিমা প্রিমিয়াম ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত। [এক বছরের জন্য]
- অব্যবহৃত মনিহারি ১,০০০ টাকা এবং ১ মাসের বাড়িভাড়া অনাদায়ী।
- প্রাপ্ত হিসাব ২,০০০ টাকা অবলোপন কর এবং অবশিষ্ট প্রাপ্ত হিসাব ১০% কুঝণ ও সন্দেহজনক দেনা সংগঠিত রাখতে হবে।
- সমাপনী মজুদ পণ্য ৮০,০০০ টাকা।

সমাধান :

ফারহানা এন্টারপ্রাইজ

বিশদ আয় বিবরণী

২০২৫ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৫৮,০০০	
বাদ: আন্তঃফেরত		(৮,০০০)	১,৫০,০০০
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয়			
বাদ: পণ্য উত্তোলন	৮৮,০০০	(১,০০০)	
		৮৩,০০০	
বাদ: বহিঃফেরত	(২,০০০)		৮১,০০০
জাহাজ ভাড়া		৮,০০০	
শুল্ক		১,০০০	
ডক চার্জ		১,৭০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		১,১৭,৭০০	
		(৮০,০০০)	(৭৭,৭০০)
	মোট মুনাফা		৭২,৩০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
দালানের মেরামত		২,৬০০	
বেতন ও সম্মানী		১৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৫,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত মনিহারি	(১,০০০)	৮,০০০	
বিমা প্রিমিয়াম	১,৫০০		
বাদ: অগ্রিম	(৩৭৫)	১,১২৫	
লিগ্যাল চার্জ		৩,০০০	
সমাপনী কুর্বাণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিত	১,৮০০		
বাদ : কুর্বাণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিত হিসাবের উত্তুত :	(৫০০)		
(প্রারম্ভিক উত্তুত ২,৫০০-কুর্বাণ অবলোপন ২,০০০)		৯০০	
বিজ্ঞাপন		৫,৫০০	
অর্থ খরচ		৩,০০০	(৩৮,১২৫)
	পরিচালন মুনাফা		৩৪,১৭৫

যোগ : অন্যান্য আয় :			
প্রাপ্তি বাট্টা		৮,০০০	
বাড়ি ভাড়া	১১,০০০		
যোগ: প্রাপ্তি	১,০০০	১২,০০০	
বাদ : অন্যান্য ব্যয় :			
বিবিধ ক্ষতি		৩,৬০০	১৬,০০০
ব্যাংক জমাতিরিকের সুদ		১০,০০০	(১৩,৬০০)
	নিট মুনাফা		৩৬,৫৭৫

ফারহানা এন্টারপ্রাইজ

মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী

২০২৫ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,০০,০০০	
যোগ: নিট মুনাফা	৩৬,৫৭৫	
বাদ: উত্তোলন :		১,৩৬,৫৭৫
নগদ	৩৫,০০০	
পণ্য	১,০০০	(৩৬,০০০)
বাদ: আয়কর		১,০০,৫৭৫
যোগ: সাধারণ সংগ্রহ		(৫,০০০)
সমাপ্তী মালিকানা স্বত্ত্ব	৯৫,৫৭৫	
	১০,০০০	
	১,০৫,৫৭৫	

ফারহানা এন্টারপ্রাইজ

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩০ জুন ২০২৫

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
হাতী সম্পদ :			
দালানকোঠা			৭০,০০০
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ			
প্রাপ্তি হিসাব	২০,০০০		
(-) আন্তঃফেরত	(৮,০০০)	১৮,৬০০	
(-) অলিখিত কুখ্যণ	১৬,০০০		
(-) অলিখিত কুখ্যণ	(২,০০০)		
(-) সমাপ্তী কুখ্যণ ও সন্দেহজনক দেনা সংগ্রহ	১৪,০০০		
(-) সমাপ্তী কুখ্যণ ও সন্দেহজনক দেনা সংগ্রহ	(১,৮০০)	১২,৬০০	

প্রাপ্য বাড়ি ভাড়া বিমা প্রিমিয়াম অগ্রিম		১,০০০ ৩৭৫	
অব্যবহৃত মনিহারি সমাপনী মজুদ পণ্য		১,০০০ ৮০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ মোট সম্পদ			৭৩,৫৭৫
মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায় সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব			১,৪৩,৫৭৫
চলতি দায় : প্রদেয় হিসাব (-) বাহিংফেরত	৩৭,০০০ (২,০০০)		১,০৫,৫৭৫
ব্যাংক জমাতিরিক্ত মোট চলতি দায় মালিকানা স্বত্ত্ব ও দায়		৩৫০০০ ৩০০০	৩৮০০০ ১,৪৩,৫৭৫

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন :

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে আমরা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানতে পারি যেমন লাভ—ক্ষতি, স্থায়ী সম্পদ, চলতি সম্পদ, চলতি দায়, দীর্ঘমেয়াদি দায়, মূলধনের পরিমাণ ইত্যাদি। কিন্তু এ জানা যথেষ্ট নয়। কারণ কত লাভ হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা কত টাকা বিনিয়োগ করে কত লাভ হয়েছে তা জানাটা জরুরী। তেমনিভাবে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় পৃথকভাবে জানার পাশাপাশি চলতি সম্পদ চলতি দায়ের কত গুণ, অর্থাৎ ব্যবসায়ের চলতি সম্পদ দ্বারা চলতি পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু তা জানা দরকার। অতএব, ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালোভাবে জানতে হলে আমাদেরকে বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি হিসাব খাতের সাথে আরেকটি হিসাব খাতের তুলনা করতে হবে, অর্থাৎ একটি হিসাবখাত অন্য হিসাব খাতের শতকরা কত অংশ (শতকরা হার) অথবা একটি হিসাব খাতের সাথে অন্য হিসাব খাতের অনুপাত বের করতে হবে। এই শতকরা হার এবং অনুপাত নির্ণয় করে একটি ব্যবসায়ের একাধিক বছরের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, একটি ব্যবসায়ের সাথে অন্য ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থারও তুলনা করার জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ কর দরকার। নিচে কয়েকটি অনুপাত বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

মুনাফার হার :

নিট মুনাফাকে আমরা বিক্রয় আয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের সাথে তুলনা করতে পারি। অর্থাৎ নিট মুনাফা ও বিক্রয় আয়ের শতকরা হার এবং নিট আয় ও বিনিয়োজিত মূলধনের শতকরা হার নির্ণয় করতে পারি। এই শতকরা হার যে সালে বেশি সেই বছরের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অন্য বছরের চেয়ে ভালো। তেমনিভাবে এই শতকরা হার যে ব্যবসায়ের বেশি, সে ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে ভালো।

$$1। \text{নিট মুনাফার হার} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times 100$$

$$2। \text{বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times 100$$

একেব্রে বিনিয়োজিত মূলধন = মোট সম্পত্তি (অলীক বা কাঞ্চনিক সম্পত্তি ব্যতীত) – চলতি দায়

চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা :

চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের তুলনা করে অর্থাৎ চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় করে আমরা ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা জানতে পারি। এর জন্য সাধারণত দুটি অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

$$1) \text{ চলতি অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$$

$$2) \text{ তারল্য অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পত্তি} - (\text{মজুদ পণ্য} + \text{অগ্রিম খরচ})}{\text{চলতি দায়}}$$

অগ্রিম পরিশোধিত খরচ এবং মজুদ পণ্য দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় না বিধায় তারল্য অনুপাত নির্ণয়ে এই আইটেমগুলো বাদ রাখা হয়। চলতি অনুপাত সাধারণত ২:১ হওয়া ভালো অর্থাৎ প্রতি ১ টাকা চলতি দায়ের বিপক্ষে ২ টাকার চলতি সম্পত্তি থাকা বাস্তুনীয় এবং প্রতি ১ টাকা তরল দায় পরিশোধের জন্য ১ টাকার তরল সম্পদ থাকা বাস্তুনীয়। অর্থাৎ তারল্য অনুপাতের ফেরে আদর্শ মান হলো ১:১।

উদাহরণ:

রানি এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের ২০২৫ সালের হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগৃহীত :

রানি এন্টারপ্রাইজ (টাকা)	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ (টাকা)
--------------------------	------------------------------

মোট মুনাফা	১০,০০০	১৫,০০০
নিট মুনাফা	৮,০০০	৬,০০০
বিক্রয়	১,০০,০০০	১,২০,০০০
বিনিয়োজিত মূলধন	৬০,০০০	৮০,০০০
চলতি সম্পদ	৯,০০০	১০,০০০
চলতি দায়	৫,০০০	৬,০০০
মজুদ পণ্য	১,০০০	১,২০০

করণীয় :

- ক) দুটি ব্যবসায়ের নিট মুনাফার হার ও বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার।
- খ) দুটি ব্যবসায়ের চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত।
- গ) কোন ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো?

সমাধান :

ক)

মুনাফার অনুপাত	রানি এন্টারপ্রাইজ	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ
১। নিট মুনাফার হার =		
$\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times 100$	$\frac{8000}{100000} \times 100 = 8\%$	$\frac{6000}{120000} \times 100 = 5\%$
২। বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার =		
$\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times 100$	$\frac{8000}{60000} \times 100 = 13.3\%$	$\frac{6000}{80000} \times 100 = 7.5\%$

খ)

চলতি দায় পরিশোধ অনুপাত	রানি এন্টারপ্রাইজ	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ
১। চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{৯০০০}{৫০০০} = ১.৮ : ১$	$\frac{১০০০০}{৬০০০} = ১.৬৭ : ১$
২। তারল্য অনুপাত = চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য + অগ্রিম খরচ) চলতি দায়	$\frac{৯০০০ - ১০০০}{৫০০০} = ১.৬ : ১$	$\frac{১০০০০ - ১২০০}{৬০০০} = ১.৪৬ : ১$

গ) রানি এন্টারপ্রাইজের আর্থিক অবস্থা শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের চেয়ে ভালো। রানির মূনাফার হার ৮% ও ১৩.৩%। এবং শ্রীলেখার ৫% ও ৭.৫%। রানির তারল্য বা চলতি দায় মিটানোর ক্ষমতাও শ্রীলেখার চেয়ে ভালো। চলতি অনুপাতের আদর্শ মান সাধারণত ২:১ হয়, অর্থাৎ চলতি দায় পরিশোধ করেও যেন চলতি দায়ের সমপরিমাণ চলতি সম্পদ হাতে থাকে।

কাজ: নিম্নোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে নিট মূনাফার অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত, চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত নির্ণয় করো।

	টাকা		টাকা
মোট মূনাফা	৮০,০০০	বিনিয়োজিত মূলধন	১,০০,০০০
নিট মূনাফা	১৮,০০০	চলতি সম্পদ	৩৫,০০০
বিক্রয়	১,২০,০০০	চলতি দায়	২০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	৫,০০০

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিশদ আয় বিবরণীর ১ম ধাপের ফলাফল কোনটি?

- ক) নিট বিক্রয় খ) নিট ক্রয় গ) মোট মূনাফা ঘ) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

২। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ে কোনটি বিয়োগ করা হয়?

- ক) প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য খ) সমাপনী মজুদ পণ্য গ) নিট ক্রয় ঘ) নিট বিক্রয়

৩। পরিচালন আয় হলো-

i) আসবাবপত্র বিক্রয়

ii) পণ্য বিক্রয়

iii) সেবা আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। নিচের কোনটি সঠিক?

ক) মূনাফা মূলধনের অংশ

খ) মূনাফা মূলধনের ত্রাস ঘটায়

গ) মূলধন শুধুই মূনাফা থেকে আসে

ঘ) মূনাফা মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়

৫। মোট মুনাফা হলো—

- ক) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুদ
গ) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য

- খ) নিট বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
ঘ) নিট মুনাফা – পরিচালন ব্যয়

৬। অন্যান্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো—

- i) বিনিয়োগের সুদ
ii) বিক্রয়
iii) প্রাপ্তি বাট্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ২,৫০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ১,৭০০ টাকা, ক্রয় ১৩,৮০০ টাকা
এবং ক্রয় পরিবহণ ৭০০ টাকা হলে; বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

- ক) ১৪,৯০০ টাকা খ) ১৫,৯০০ টাকা গ) ১৬,৬০০ টাকা ঘ) ১৮,৩০০ টাকা

৮। অবচয় হলো—

- ক) স্থায়ী সম্পদের ক্রয়কৃত মূল্য
গ) ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদের মূল্য অবনতি

- খ) পুরাতন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়লক্ষ অর্থ
ঘ) পুরাতন স্থায়ী সম্পদের প্রতিশ্রাপন ব্যয়

৯। সম্ভাব্য কুর্খণ সংঘিতি রাখা হয় যখন—

- ক) প্রাপ্তি হিসাব দেউলিয়া হয়ে যায়
গ) প্রাপ্তি হিসাবের নিকট প্রাপ্তি অর্থ নিশ্চিত পাওয়া যাবে না
খ) প্রাপ্তি হিসাবকে খুঁজে পাওয়া যায় না
ঘ) প্রাপ্তি হিসাবের নিকট প্রাপ্তি অর্থ আদায় নাও হতে পারে

১০। যদি মোট মুনাফা ৭০,০০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা, অন্যান্য আয় ১৫,০০০ টাকা
হয়, তবে নিট মুনাফা কত হবে?

- ক) ২০,০০০ টাকা খ) ২৫,০০০ টাকা গ) ৩৫,০০০ টাকা ঘ) ৫০,০০০ টাকা

১১। মোট লাভ হওয়া সত্ত্বেও নিট ক্ষতি হওয়ার কারণ কী?

- ক) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি খ) মজুদ পণ্য বৃদ্ধি গ) পরিচালন খরচ বৃদ্ধি ঘ) অন্যান্য আয় বৃদ্ধি

১২। কোনটি পরিচালন ব্যয়?

- ক) অফিস খরচ খ) উত্তোলন গ) বিবিধ ক্ষতি ঘ) খণ্ডের সুদ

১৩। ‘প্রদেয় হিসাব’ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর কোন অংশে থাকে?

- ক) চলতি সম্পদ খ) চলতি দায় গ) স্থায়ী সম্পদ ঘ) দীর্ঘমেয়াদি দেনা

১৪। লিনা ট্রেডার্সের হিসাবের বইতে লিনা এন্ড সল হিসাবে ডেবিট ব্যালেন্স ৫০০ টাকা দ্বারা লিনা ট্রেডার্সের
কী বোঝায়?

- ক) ব্যয় খ) আয় গ) সম্পদ ঘ) দায়

১৫। তারল্য অনুপাত নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

- ক) $\frac{\text{চলতি দায়} - (\text{মজুদ পণ্য} + \text{অগ্রিম খরচ})}{\text{চলতি সম্পত্তি}}$

- খ) $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি} + (\text{মজুদ পণ্য} - \text{অগ্রিম খরচ})}{\text{চলতি দায়}}$

- গ) $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

- ঘ) $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি} - (\text{মজুদ পণ্য} + \text{অগ্রিম খরচ})}{\text{চলতি দায়}}$

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ :

১. চট্টগ্রামের বিশ্বাস অডিট ফার্ম' এর রেওয়ামিল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় অবলম্বনে ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো :

বিশ্বাস অডিট ফার্ম

রেওয়ামিল

৩০ জুন, ২০২৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.পু.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	বেতন		৩,৩০,০০০	
২	উপযোগ বিল (বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল)		৭২,০০০	
৩	যাতায়াত খরচ		২১,০০০	
৪	উত্তোলন ও মূলধন		১,৮০,০০০	১৪,৫০,০০০
৫	অফিস ভাড়া		৩,৬০,০০০	
৬	অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র		২,৮০,০০০	
৭	নিরীক্ষা সেবা আয়		২,২০,০০০	৮,৫০,০০০
৮	পেশাগত বই (নিরীক্ষা)		৭,৫০,০০০	
৯	১০ % বিনিয়োগ (১.৭.২৪)			৮৮,০০০
১০	অনুপার্জিত সেবা আয়			১,০০,০০০
১১	সাধারণ সংগ্রহ		৮০,০০০	
১২	প্রাপ্য হিসাব		১,০০,০০০	
১৩	অত্যীম অফিস খরচাবলী		৯৫,০০০	
১৪	হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা		২৪,৮৮,০০০	২৪,৮৮,০০০

সমন্বয়সমূহ :

- অনুপার্জিত সেবা আয়ের ৩০,০০০ টাকার সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৯ মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধিত।
- নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে কিন্তু বিল পাওয়া যায়নি ৫০,০০০ টাকা।
- ফার্মের মালিক ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ১,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করে, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

২. নিম্নোক্ত তথ্যাদি অবলম্বন করে আহমেদ ব্রাদার্সের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা ঘৃত্তে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো :

আহমেদ ব্রাদার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.গ্.	তেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	উত্তোলন ও মূলধন		২০,০০০	১০,০০,০০০
২	আয় ও বিক্রয়		৩,০০,০০০	৫,৫০,০০০
৩	ফেরত		২৫,০০০	১৫,০০০
৪	মজুরি		২২,০০০	
৫	বাহি:পরিবহন		১৮,০০০	
৬	বিজ্ঞাপন		৫,০০০	
৭	আয়কর ও অতিরিক্ত মূলধন		১০,০০০	২,০০,০০০
৮	শিষ্মানবিস ভাতা ও সেলামি		৮০,০০০	৩০,০০০
৯	প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব		১,২০,০০০	২০,০০০
১০	১০% ব্যাংক ঋণ (০১-০৭-২৫)			২,০০,০০০
১১	৮% বিনিয়োগ		৬,০০,০০০	
১২	প্রারম্ভিক মজুদ		১,০০,০০০	
১৩	ভূমি ও দালানকোঠা		৮,৮০,০০০	
১৪	আসবাবপত্র		২,০০,০০০	
১৫	বেতন (১০ মাস)		৩০,০০০	
			২০,১৫,০০০	২০,১৫,০০০

সমন্বয়সমূহ :

১. সমাপ্তী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ১,২০,০০০ টাকা ও বাজার মূল্য ১,১০,০০০ টাকা।
২. আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।
৩. বিজ্ঞাপন ৫ বছরের জন্য প্রদত্ত।
৪. কুঁঝণ হিসেবে ১০,০০০ টাকা অবশ্যিক করো।
৫. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন ৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৩. আলম ট্রেডার্সের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো :

**আলম ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩০ জুন, ২০২৫**

ক্রমিক নং.	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	তেবিট টাকা	জেমিট টাকা
১	হাতে নগদ ও সাধারণ সঞ্চিত		১,০০,০০০	৯০,০০০
২	ক্রয় ও বিক্রয়		২,৫০,০০০	৮,২০,০০০
৩	প্রাপ্য ও প্রদেয় হিসাব		৬০,০০০	৮০,০০০
৪	কমিশন		১০,০০০	২০,০০০
৫	বিমা প্রিমিয়াম (১৫ মাস)		৩০,০০০	
৬	উত্তোলন ও মূলধন		২৫,০০০	৫,৭০,০০০
৭	ব্যাংক জমাতিরিক্ত (০১-০১-২০২৫)			৭০,০০০
৮	কুর্বাণ ও কুর্বাণ সঞ্চিত		৩,০০০	২,০০০
৯	জাহাজ ভাড়া ও উপভাড়া		২০,০০০	১৮,০০০
১০	মনিহারি		১০,০০০	
১১	জীবন বিমা সেলাভি		২১,০০০	
১২	১০% সঞ্চয়পত্র		২,০০,০০০	
১৩	অফিস সরঞ্জাম		৩,৮৮,০০০	
১৪	গবেষণা ব্যয়		৮০,০০০	
১৫	পুঁজিভূত অবচয় (অফিস সরঞ্জাম)			১০,০০০
				<u>১২,০০,০০০</u>
				<u>১২,০০,০০০</u>

সমন্বয়সমূহ :

- অলিখিত ধারে বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
- অব্যবহৃত মনিহারি ২,৫০০ টাকা।
- ব্যাংক জমাতিরিক্তের উপর ১০% হারে সুদ ধরতে হবে।
- প্রাপ্য হিসাবের ৩,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়, অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% কুর্বাণ সঞ্চিত রাখতে হবে।
- অবিক্রিত পণ্যের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা।

৪. মাসনূল এন্টারপ্রাইজের নিরোক্ত রেওয়ামিল ও সম্বয়সমূহ বিবেচনা পূর্বক ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রদত্ত করো :

**মাসনূল এন্টারপ্রাইজ
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫**

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.গ্.	ভেটিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মজুদ পণ্য (১.১.২৫)		১০,০০০	
২	ক্রয় ও বিক্রয়		১,৮০,০০০	৮,০০,০০০
৩	ফেরত		২০,০০০	১০,০০০
৪	ক্রয় পরিবহন		৩০,০০০	
৫	ভাড়া (৯ মাস)		২৭,০০০	
৬	বাট্টা		১৩,০০০	১০,০০০
৭	ব্যাংক চার্জ		৫,০০০	
৮	হাতে নগদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি		৮,০০০	১০,০০০
৯	উৎপোলন ও মূলধন		২৭,০০০	৯,০০,০০০
১০	সুনাম		৮,০০,০০০	
১১	প্রারম্ভিক খরচ		২,০০,০০০	
১২	১২% ব্যাংক খণ্ড (০১-১০-২৫)			২,৫০,০০০
১৩	বিনিয়োগ (শেয়ার)		২,০০,০০০	
১৪	বিজ্ঞাপন		২০,০০০	
১৫	ডেলিভারী ভ্যান		২,৫০,০০০	
			<u>১৩,৯০,০০০</u>	<u>১৩,৯০,০০০</u>

সম্বয়সমূহ :

- সম্ভাব্য ক্রেতাদের মাঝে ৫,০০০ টাকার পণ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
- অপরিশোধিত পরিবহন খরচ ৩,০০০ টাকা।
- প্রারম্ভিক মজুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠারি অন্তর্ভুক্ত আছে ২,০০০ টাকা।
- ২টি ২০০ টাকার নেট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে যা হিসাবে নিখা হয়নি।
- সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ১৮,০০০ টাকা।

৫. নিম্নোক্ত তথ্যাদি অবলম্বন করে সালাম ট্রেডার্সের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো:

সালাম ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ. প.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	আসবাবপত্র ও মূলধন		৫০,০০০	৮,৫০,০০০
২	যত্নপাতি ও ৬% ঝগ		৩,০০,০০০	১,০০,০০০
৩	প্রাপ্ত হিসাব ও প্রদেয় হিসাব		১,০০,০০০	৭০,০০০
৪	অতিরিক্ত মূলধন			৮০,০০০
৫	প্রাপ্ত নেট ও প্রদেয় নেট		১০,০০০	২০,০০০
৬	অগ্রিম বেতন ও বকেয়া শুল্ক		২০,০০০	১০,০০০
৭	ব্যাংক জের		৯০,০০০	
৮	ইজারা সম্পদ (২০ বছরের জন্য)		২,০০,০০০	
৯	সরঞ্জাম বিক্রয়জানিত মূলধন			২০,০০০
১০	ডক চার্জ		৩০,০০০	
১১	ঝরের সুদ ও প্রাপ্ত কমিশন		২,০০০	১০,০০০
১২	ত্রুটি ও বিক্রয়		২,২৮,০০০	৩,৯০,০০০
১৩	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		২০,০০০	
১৪	৯% বিনিয়োগ (০১-০৯-২০২৫)		১,০০,০০০	
			১১,৫০,০০০	১১,৫০,০০০

সময়সময় :

- অগ্রিম বেতনের ১০,০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
- অলিখিত ধারে ক্রয় ও ব্যবহারের যথাক্রমে ১২,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা।
- আসবাবপত্র ও যত্নপাতির উপর ৫% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।
- শোরুম ভাড়া বাবদ চেক প্রদান ১০,০০০ টাকা, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
- ব্যবসায়ে বৎসর শেষে মজুদ পণ্য ২৫,০০০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট-উক্ত প্রশ্ন :

- আর্থিক বিবরণী কেন প্রস্তুত করা হয় ?
- বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করো।
- অবচয় কী? আর্থিক বিবরণীতে কীভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় ?
- আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ ও দায় সাজানোর পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করো।
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে রক্ষণশীলতার নীতিটি ব্যাখ্যা করো।
- চলতি অনুপাত কী ?
- তারল্য অনুপাতের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

একাদশ অধ্যায়

পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

(Product's Purchase Price, Production Cost and Selling Price)

ব্যাবসাইক উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পণ্যসামগ্ৰী উৎপাদন, ক্ৰয় এবং বিক্রয় কৰা হয়, সে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা অত্যন্ত জৰুৰি। সঠিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰতে না পাৱলে ব্যাবসায়ের ব্যাবসাইক ক্ষতিৰ পাশাপাশি পাৱল্পৰিক আৱণও নানাবিধি সমস্যাৰ উৎসুৰ হবে। ব্যাবসাইক প্ৰতিযোগিতায় টিকে থাকাৰ জন্য প্ৰতিটি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনেৰ ক্ষেত্ৰে উৎপাদন ব্যয় বা পণ্য ক্ৰয়েৰ ক্ষেত্ৰে সঠিক ক্ৰয়মূল্য এবং সৰ্বোপৰি সঠিক বিক্রয়মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ক্ৰেতা ও বিক্ৰেতা উভয়েৱই স্বাৰ্থ সংৰক্ষণ কৰতে হয়।



চিত্ৰ : উৎপাদনকৃত পণ্য বিক্ৰয়কেন্দ্ৰ।

এই অধ্যায় শেষে আমৱা—

- ব্যাবসায় প্ৰতিষ্ঠানেৰ পণ্যেৰ ক্ৰয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰতে পাৱব;
- উৎপাদন ব্যয়েৰ উপাদানেৰ শ্ৰেণিবিভাগ কৰতে পাৱব;
- পণ্যেৰ উৎপাদন ব্যয় বিবৰণী প্ৰস্তুত কৰে মোট উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰতে পাৱব।

ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ :

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই হিসাবরক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয় করা। প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয় তখনই সম্ভব হবে, যদি পণ্যের সঠিক ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে যে সমস্ত খরচসমূহ সরাসরি জড়িত, সে সমস্ত খরচ যোগ করে ক্রয়মূল্য নিরূপণ করা হয়। পাশাপাশি ক্রয়মূল্যের সাথে পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করা পর্যন্ত যে সমস্ত খরচ সংঘটিত হয়, সেগুলোকে যোগ করে তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ যোগ করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ক্রয়মূল্য নিরূপণ :

সাধারণভাবে ক্রয়মূল্য বলতে বোঝায় পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে যে মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিক্রেতাকে দেওয়া প্রদত্ত অর্থের সাথে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য পৌছানো বাবদ যে সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সংঘটিত হয়ে থাকে, তার সমষ্টিই হচ্ছে ক্রয়মূল্য। ক্রেতার দোকান বা গুদামে পৌছানো পর্যন্ত যে সমস্ত খরচ সংঘটিত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ খরচ। যেমন— ক্রয় পরিবহণ, আমদানি শুল্ক, ডক চার্জ, কুলি খরচ ইতাদি। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝায় হলো :

গাজীপুরের সামাদ এন্ড সন্স চট্টগ্রাম থেকে ৫,০০০ লিটার সয়াবিন তেল ১২০ টাকা লিটার দরে ক্রয় করে। এর জন্য ট্রাক ভাড়া ১৫,০০০, টাকা; কুলি খরচ ১,২০০ টাকা; টোল খরচ ১,০০০ টাকা প্রদান করেন। গুদামে পণ্য খালাস খরচ ১,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার তেলের ক্রয়মূল্য দাঁড়াবে :

	টাকা	টাকা
সয়াবিন তেল ক্রয় (৫০০০ লিটার \times ১২০ টাকা)	৬,০০,০০০	
(+) প্রত্যক্ষ খরচ :		
ট্রাক ভাড়া	১৫,০০০	
কুলি খরচ	১,২০০	
টোল খরচ	১,০০০	
পণ্য খালাস খরচ	<u>১,৫০০</u>	
		১৮,৭০০
মোট ক্রয়মূল্য		<u>৬,১৮,৭০০</u>

প্রতি লিটার তেলের ক্রয়মূল্য ($618700 \div 5000$) = ১২৩.৭৪ টাকা।

নিচের ছকে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি দেখানো হলো:

প্রতিষ্ঠানের নাম

.....সালেরতারিখের

বিবরণ	টাকা	টাকা
পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ যোগ: প্রত্যক্ষ খরচসমূহ <ul style="list-style-type: none"> • পরিবহণ • ডক চার্জ • শুষ্ক 	****	****
যোগ: পরোক্ষ খরচসমূহ <ul style="list-style-type: none"> • ভাড়া • বেতন • বিজ্ঞাপন 	**** **** ****	**** ****
ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় যোগ: প্রত্যাশিত মুনাফা	**** **** ****	**** **** ****
বিক্রয়মূল্য	****	****

বিক্রয়মূল্য নিরূপণ

ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করে তোলার জন্য অর্থাৎ ভোকার নিকট পৌছানো পর্যন্ত ক্রয়মূল্যের সাথে অন্যান্য পরোক্ষ খরচ, যেমন- দোকান ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, ইত্যাদি যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এই মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো। যেমন: পূর্বের ক্রয়কৃত পণ্যের মোট ক্রয়মূল্য ছিল- ৬,১৮,৭০০ টাকা, এর সাথে পণ্য বিক্রয় বাবদ কর্মচারীদের বেতন ৬,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল ১,৫০০ টাকা, বিজ্ঞাপন খরচ ২,০০০ টাকা ও যাতায়াত খরচ ১,০০০ টাকা ব্যয় হয়। মোট ব্যয়ের ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয়মূল্য হবে নিম্নরূপ:

	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়মূল্য		৬,১৮,৭০০
(+) পরোক্ষ খরচ :		
কর্মচারীদের বেতন	৬,০০০	
বিদ্যুৎ বিল	১,৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২,০০০	
যাতায়াত খরচ	১,০০০	
		১০,৫০০
মোট ব্যয়		৬,২৯,২০০
(+) প্রত্যাশিত মুনাফা ($6,29,200 \times 10\%$)		৬২,৯২০
বিক্রয়মূল্য		৬,৯২,১২০

প্রতি লিটার তেলের বিক্রয়মূল্য ($6,92,120 \div 5000$) = ১,৩৮.৪২ টাকা

নিচের উদাহরণের সাহায্যে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ দেখানো হলো :

উদাহরণ :

চাকার নাসির এন্টারপ্রাইজ ভিয়েতনাম থেকে প্রতি বাণিল 8,000 টাকা দরে 1,000 বাণিল চেউটিন আমদানি করে। 1,000 বাণিল চেউটিনের জন্য নিম্নোক্ত খরচগুলো পরিশোধ করে – আমদানি শুল্ক ১৫,০০০ টাকা, জাহাজ ভাড়া ৭৫,০০০ টাকা, নৌ-বিমা খরচ ৮,০০০ টাকা, ফ্লিয়ারিং চার্জ ৭,০০০ টাকা, কুলি খরচ ২,০০০ টাকা, ট্রাক ভাড়া ২০,০০০ টাকা, গুদাম ও দোকান ভাড়া ১২,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৭,০০০ টাকা। প্রতি বাণিল চেউটিন বিক্রয়ের জন্য ১০ টাকা হারে কমিশন প্রদান করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মোট ব্যয়ের উপর ১৫% লাভ ধরে চেউটিন বিক্রয় করে।

সমাধান :

নাসির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
চেউটিন ক্রয় (১,০০০ বাণিল × ৮,০০০ টাকা)		৮০,০০,০০০
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ		
আমদানি শুল্ক	১৫,০০০	
জাহাজ ভাড়া	৭৫,০০০	
নৌ-বিমা খরচ	৮,০০০	
ফ্লিয়ারিং চার্জ	৭,০০০	
কুলি খরচ	২,০০০	
ট্রাক ভাড়া	২০,০০০	
		১,২৭,০০০
		৮১,২৭,০০০
যোগ: পরোক্ষ খরচ		
গুদাম ও দোকান ভাড়া	১২,০০০	
কর্মচারীদের বেতন	৭,০০০	
কমিশন (১০০০ × ১০)	১০,০০০	
		২৯,০০০
		৮১,৫৬,০০০
যোগ: প্রত্যাশিত মুনাফা ($৮১,৫৬,০০০ \times ১৫\%$)		৬,২৩,৮০০
		৮৭,৭৯,৮০০
বিক্রয়মূল্য		

$$\text{প্রতি বাণিল চেউটিনের মোট ব্যয়} = (৮১,৫৬,০০০ \div ১০০০) = ৮,১৫৬ টাকা$$

$$\text{প্রতি বাণিল চেউটিনের বিক্রয়মূল্য} = (৮৭,৭৯,৮০০ \div ১০০০) = ৮,৭৭৯.৮০ টাকা$$

কাজ : খুলনার হানান এন্ড ব্রাদার্স চট্টগ্রাম থেকে ২০০ পাঞ্চ মেশিন ক্রয় করলো। প্রতিটি পাঞ্চ মেশিনের ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকা। এর জন্য গাড়ি ভাড়া ২০,০০০ টাকা, পরিবহণ বিমা ২,০০০ টাকা, শুল্ক ১,০০০ টাকা, ডক চার্জ ১,২০০ টাকা পরিশোধ করলো। এছাড়া গুদাম ভাড়া বাবদ ৪,০০০ টাকা, দোকান ভাড়া ৩,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ২,৫০০ টাকা, বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। মুনাফা মোট ব্যয়ের ২৫%।

করণীয় : ক্রয়মূল্য, মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ণয়।

উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান



চিত্র : একটি বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান।

উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা ও তাৎপর্য :

স্বাভাবিকভাবে কোনো পণ্য উৎপাদন বা অর্জন করতে যে সকল ব্যয় হয়, তার সমষ্টিই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয়। কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয়, তাকে ব্যয় (cost) বলে। সংক্ষেপে বলা যায় ব্যয় হচ্ছে মূল্য হিসাবে কিছু দেওয়া বা ত্যাগ করা। সুতরাং সহজ ভাষায় বলা যায়, কোনো পণ্য বা সেবা সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে যে মূল্য ত্যাগ করতে হয় তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। কোনো দ্রব্য কারখানায় উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ত্রয় থেকে শুরু করে দ্রব্যটি ব্যবহার উপযোগী বা সমাপ্ত পণ্যে (Finished Goods) পরিণত করার জন্য যাবতীয় খরচের সমষ্টিই হলো ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়। যেমন— ফার্নিচারের কারখানায় ফার্নিচার তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঠ, রং বার্নিশ এবং শুমের জন্য প্রদত্ত মজুরি, যত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় এবং অন্য সকল ব্যয়ের সমষ্টিকে বলা হবে ফার্নিচারের উৎপাদন ব্যয়। তেমনি ইট তৈরির কারখানায় বালু, মাটি, শুমিক এবং পোড়ানোর খরচের সমষ্টিই হলো ইটের উৎপাদন ব্যয়।

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করা। শিল্প—কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নীতিনির্ধারণমূলক কাজে উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট খরচ এবং একক প্রতি উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অতি জরুরি। কারণ কোনো দ্রব্য বা সেবার মোট ব্যয় এবং একক ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা না হলে সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে যে সমস্ত উপাদান জড়িত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের হিসাবগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন— উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের খরচ সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করে মোট উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের স্বর্গস্থিরে পৌছানো যায়।

কাজ : উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য কেন?

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য :

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের অতিক্রম ও সাফল্য বহুলাঙ্গশে নির্ভর করে। নিচে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো:

- ১। লাভ-লোকসান নির্ণয় : প্রতিটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানেই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক চিত্র তথা প্রকৃত লাভ-লোকসান সম্পর্কে অবগত হওয়া। উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের মাধ্যমে সেই লাভ-লোকসান নির্ণয় করা সম্ভব।
- ২। মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ : হিসাবকাল শেষে যে মজুদপণ্য গুদামে থেকে যায়, তার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- ৩। দায়িত্ব নির্ধারণ : পূর্বনির্ধারিত উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করে তারতম্য বা পার্থক্য বের করে পার্থক্য বা তারতম্যের কারণ এবং কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী তা নির্ধারণ করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ৪। বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় জরুরি, উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় কৌশল প্রয়োগ করে প্রথমত পণ্যসামগ্ৰী ও সেবাকর্মের এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়, পৰবৰ্তীকালে পণ্যসামগ্ৰী বা সেবাকর্মের চাহিদা, বাজারে প্রতিযোগীর অবস্থান, সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির মূনাফানীতি বিবেচনা করে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে শতকরা হারে মূনাফার পরিমাণ যোগ করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্ৰীর পাইকারি ও খুচুরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
- ৫। বাজেট প্রণয়ন : বাজেটকে বলা হয় কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীর দিকনির্দেশনা। কোম্পানির প্রতিটি খরচের বাজেট প্রস্তুত করতে হয়। এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করার ফলে মোট ব্যয়ের বাজেট নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
- ৬। প্রকল্প মূল্যায়ন : যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পূর্বে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রকল্পটি লাভজনক হবে কি না, তা মূল্যায়ন করে নিতে হয়। সুতরাং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে (Feasibility Study) উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কাজ : উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে আর কী কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান :

কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করাই শেষ কথা নয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয় উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিভাগ করা প্রয়োজন। এ জন্য মোট ব্যয়কে উপাদান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। যে সকল উপকরণ ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক উপরিখরচ নিয়ে পণ্যের বা সেবাকর্মের মোট উৎপাদন ব্যয় গঠিত হয়, তাদের প্রত্যেকটিকে ব্যয়ের উপাদান বলা হয়। সামগ্ৰিকভাৱে ব্যয়ের উপাদান তিনটি। নিচে উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো-





উপরিউক্ত ব্যয় উপাদানের মাধ্যমে মোট ব্যয় (Total cost) নির্ধারিত হয়।

উৎপাদনের মোট ব্যয়কে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:



উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলোকে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। কাঁচামাল

i) **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল :** যে কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উপাদান এবং এর খরচ সহজে ও সরাসরিভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যরঞ্জনে চিহ্নিত করা যায়, তা-ই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- বই উৎপাদনে কাগজ, আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ, চট্টের জন্য পাট, চিনির জন্য ইশ্কু, সুতার জন্য তুলা কিংবা কাপড়ের জন্য সুতা হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল।

ii) **পরোক্ষ কাঁচামাল :** প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বাদে অন্য সমস্ত ধরনের মালামালই পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। অর্থাৎ যেসব কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য সরাসরি জড়িত নয়। যেমন- শার্ট তৈরির জন্য সুতা ও বোতাম। আসবাবপত্র তৈরির জন্য পেরেক, জুতা তৈরির আঠা ইত্যাদি। পরোক্ষ কাঁচামাল পণ্য তৈরিতে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। শ্রম/মজুরি

- i) **প্রত্যক্ষ মজুরি :** কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে সরাসরি যে শ্রম জড়িত থাকে, তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। অর্ধাং যেসব কারখানার শ্রমিক কাঁচামাল থেকে পণ্যকে সম্পূর্ণ উৎপাদনের দিকে নিয়ে যায় অথবা যারা আংশিক উৎপাদন স্তর থেকে আরম্ভ করে উৎপাদনটিকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে, তাদের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন- পাটকলে শ্রমিকের মজুরি, কাপড় বয়নের মজুরি, আসবাবপত্র প্রস্তরের মিঞ্চি খরচ ইত্যাদি।
- ii) **পরোক্ষ মজুরি :** যেসব শ্রমিক সরাসরি উৎপাদন কার্যে জড়িত নয়, তবে উৎপাদন কাজে সহায়তা করে, তাদের শ্রমকে পরোক্ষ শ্রম বা মজুরি বলে। যেমন গার্মেন্টস কারখানার ম্যানেজারের বেতনকে পরোক্ষ শ্রম বলা হয়। কারণ, তার শ্রম সরাসরি উৎপাদন কার্যে জড়িত নয়।

৩। আরোপণযোগ্য খরচ :

ক) প্রত্যক্ষ খরচ :

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বা মজুরির আওতাভুক্ত না হয়েও যে খরচগুলো পণ্যের সাথে সরাসরি চিহ্নিত করা যায়, তাকেই প্রত্যক্ষ খরচ বলে। এ খরচগুলোকে আরোপণযোগ্য খরচ (Chargeable Expenses) বলা হয়। যেমন-

- * দালানকোঠা নির্মাণে বিশেষ কংক্রিট মিলারের ভাড়া
- * স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন খরচ
- * জুতা তৈরির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ফর্মা বা পামের ছাঁচ
- * কোনো চুক্তির ঠিকাকার্য পাওয়ার জন্য যে খরচ, যেমন- দরপত্রের ক্রয়মূল্য, ভ্রমণ ব্যয় ইত্যাদি।

খ) **পরোক্ষ খরচ :** যে ব্যয় উৎপাদিত প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না- তাকেই পরোক্ষ ব্যয় বলে। যেমন- একটি টেবিল তৈরি করতে কতটুকু পেরেক খরচ হয়েছে, তা চিহ্নিত করা যায় না। এ ধরনের ব্যয়গুলোকে পরোক্ষ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য এবং এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক কাজ ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য পরোক্ষ ব্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। পরোক্ষ খরচ তিন প্রকার। যথা:

ক) **কারখানা উপরিব্যয় :** কারখানায় ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্য যাবতীয় পরোক্ষ খরচকে কারখানা উপরিখরচ বলা হয়। যেমন- কারখানার ভাড়া, অগ্নি বিমা/কারখানার বিমা খরচ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ খরচ, জ্বালানি খরচ প্রভৃতি।



খ) অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় :

অফিস ও প্রশাসনসংক্রান্ত খরচকে প্রশাসনিক অফিস ও উপরিব্যয় বলে। সমগ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও অফিস ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত পরোক্ষ খরচসমূহকে প্রশাসনিক খরচ বা উপরিব্যয় বলা হয়। যেমন- অফিস কর্মচারীদের বেতন, অফিসের ভাড়া এবং অফিসসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়, যেমন- ডাক ও তার, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ, ছাপা ও মনিহারি, যাতায়াত খরচ, আইন খরচ ইত্যাদি।

গ) বিক্রয় ও বিতরণ উপরিব্যয় : তৈরি মাল বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচকে বিক্রয় ও বিতরণ উপরিব্যয় বলে। এ ধরনের খরচ সাধারণত পণ্যের ফরমায়েশ সংগ্রহ, নতুন বাজার সৃষ্টি, পুরাতন বাজার বজায় রাখা ও খরিদ্দারকে আকৃষ্ণ করার জন্য করা হয়ে থাকে। যেমন- বিজ্ঞাপন খরচ, শোরুম ভাড়া, বিক্রয় পরিবহণ, বিক্রয় ম্যানেজার বা প্রতিনিধিকে প্রদত্ত বেতন বা কমিশন, বিক্রয় অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ইত্যাদি। আবার বিক্রয় পরবর্তী সময় তাকে পণ্যের সার্ভিসিং ও মেরামতের জন্য বা পণ্য বদল করে দেওয়ার জন্য যে খরচ হয়, তা-ও বিক্রয় খরচের অন্তর্ভুক্ত।

কাজ : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রমের তিনটি করে উদাহরণ দাও।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী :

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করে, তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত আর্থিক বছর শেষে তাদের আর্থিক বিবরণীর অংশ হিসাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যয় বিবরণী মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ঘেরোনো সময়ের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ও মুনাফা নির্ণয়ের জন্য মোট তিনটি ধাপে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিচে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক প্রদান করা হলো :

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

..... সালের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য

ব্যয়ের উপাদান	বিভাগিত টাকা	টাকা	মোট টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ যোগ: কাঁচামাল অন্য অন্য পরিবহণ	XXX XXX XXX -XXX	XXX	
বাদ: জীত কাঁচামাল ফেরত ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল		XXX XXX -XXX	
বাদ: কাঁচামালের সমাপনী মজুদ যোগ: প্রত্যক্ষ মজুরি অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ	ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ মুখ্য ব্যয়	XXX XXX	XXX
যোগ: কারখানা উপরিব্যয় যোগ: চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) প্রারম্ভিক মজুদ	উৎপাদন ব্যয়	XXX XXX XXX XXX XXX XXX -XXX XXX	
বাদ: চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) সমাপনী মজুদ উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

সময়.....

বিবরণ	টাকা	টাকা
তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ		XXX
যোগ : উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়		XXX
বিক্রয়হোগ্য পণ্যের ব্যয়		XXX
বাদ: তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ		XXX
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		XXX

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

বিশদ আয় বিবরণী

সময়.....

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	XXX	
বাদ: ফেরত	XXX	
নিট বিক্রয়		XXX
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		XXX
মোট মুনাফা/লাভ		XXX
বাদ: পরিচালন ব্যয়-		
অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয়	XXX	
বিক্রয় ও বিতরণ উপরিব্যয়	XXX	
নিট পরিচালন মুনাফা		XXX

উদাহরণ : নিচের তথ্যাবলি থেকে সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের ৩০/০৬/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্ধ বছরের একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

প্রারম্ভিক		
মজুদপণ্য :	টাকা	টাকা
কাঁচামাল	৬,৮০০	৭,৬০০
চলাতি কার্য (অর্ধ সম্পন্ন পণ্য)	১২,৩০০	১৫,০০০
উৎপাদিত পণ্য	১০,৫০০	৮,৭০০
প্যাকিং সামগ্রী	১,০০০	৮০০

ক্রয় :

কাঁচামাল	৬৩,০০০	
প্যাকিং মালপত্র	৩,০০০	বিতরণ খরচ ২,০০০
আন্তঃমুখী বহন খরচ	১,০০০	বিক্রয় খরচ ৩,২০০
প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের মজুরি	৮৮,৩০০	বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয়কর্মীদের বেতন ৫,০০০
কারখানা খরচ	৮,৬০০	কারখানা দালানের মেরামত ২,২০০
ব্যন্ধপাত্রির অবচয়	৮,৮০০	ব্যবস্থাপক/পরিচালকদের সম্মানী ১,৫০০
অফিস খরচাবলি	২,৫০০	বিক্রয় ১,৭৯,০০০

সমাধান:

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ		৬,৪০০	
যোগ: কাঁচামাল ক্রয়	৬৩,০০০		
আন্তঃমুদ্রা বহন খরচ	১,০০০		
		৬৪,০০০	
বাদ: কাঁচামালের সমাপনী মজুদ		৭০,৮০০	
		(৬,৮০০)	
			৬২,৮০০
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			
যোগ: প্রত্যক্ষ শুমিকের মজুরি		১,০০০	৮৮,৩০০
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ: প্যাকিং সামগ্রীর প্রারম্ভিক মজুদ			
যোগ: প্যাকিং সামগ্রী ক্রয়		৩,০০০	
বাদ: প্যাকিং সামগ্রীর সমাপনী মজুদ		৮,০০০	
		(৮০০)	
			৩,২০০
			১,১০,৩০০
মুখ্য ব্যয়			
যোগ: কারখানা উপরিখরচ			
কারখানা খরচ		৮,৬০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়		৪,৮০০	
কারখানা দালানের মেরামত		২,২০০	
			১৫,২০০
			১,২৫,৫০০
উৎপাদন ব্যয়			
যোগ: চলতি কার্যের প্রারম্ভিক মজুদ			১২,৩০০
বাদ: চলতি কার্যের সমাপনী মজুদ			১,৩৭,৮০০
			(১৫,০০০)
			১,২২,৮০০

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ	১০,৫০০
যোগ: উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়	১,২২,৮০০
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	১,৩৩,৩০০
বাদ: উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ	(৮,৭০০)
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	১,২৪,৬০০

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের
বিশদ আয় বিবরণী
৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়			
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			১,৭৯,০০০
মোট মূলফা/লাভ			১,২৪,৬০০
			৫৪,৮০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:			
প্রশাসনিক উপরিখরচ			
অফিস খরচাবলি	২,৫০০		
ব্যবস্থাপক/পরিচালকের সম্মানী	১,৫০০		
বিক্রয় উপরিখরচ		৮,০০০	
বিক্রয় খরচ	৩,২০০		
বিতরণ খরচ	২,০০০		
বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয়কর্মীদের বেতন	৫,০০০		
		<u>১০,২০০</u>	
নিট পরিচালন মূলফা			(১৪,২০০)
			৮০,২০০

কাজ : সোনালি ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের হিসাব বই থেকে ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি
সংগৃহীত হয়েছে—

টাকা	টাকা
কাঁচামালের মজুদ (১.১০.২০২৫)	৭,৫০০ জ্বালানি ও শক্তি
কাঁচামালের মজুদ (৩১.১২.২০২৫)	৯,৫০০ আন্তঃমুখী বহন খরচ
চলতি কার্যের মজুদ (১.১০.২০২৫)	২,৮০০ বহিঃমুখী বহন খরচ
চলতি কার্যের মজুদ (৩১.১২.২০২৫)	৩,৬০০ পরোক্ষ মজুরি
তৈরি পণ্যের মজুদ (১.১০.২০২৫)	৫,৮০০ কলকজা ও যন্ত্রপাতির অবচয়
তৈরি পণ্যের মজুদ (৩১.১২.২০২৫)	৩,৫০০ প্রত্যক্ষ খরচ
তৈরি পণ্য বিক্রয়	৬৫,০০০ অফিস ভাড়া
কাঁচামাল ক্রয়	৭,০০০ বিবিধ কারখানা খরচ
প্রত্যক্ষ মজুরি	৫,৬৫০ বিক্রয়কর্মীদের বেতন ও কমিশন
	বিবিধ অফিস খরচ
	গণসংযোগ খরচ
	১,৭০০
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী, বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।	

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কারখানা উপরিব্যয় বলতে কোনটিকে বোঝায়?

- ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরি
- খ) পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরি + কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ
- গ) প্রত্যক্ষ মজুরি + আসবাবপত্রের অবচয় + যন্ত্রপাতির মেরামত
- ঘ) কারখানার ভাড়া + অফিসের ভাড়া + দোকানের ভাড়া

২। উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত খরচগুলো হলো—

- i) যন্ত্রপাতির অবচয়
- ii) টেন্ডার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ খরচ
- iii) আসবাবপত্রের মেরামত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। জুতা তৈরির ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য খরচ কোনটি?

- ক) চামড়া ক্রয় খ) আঠা ক্রয় গ) ছাঁচ বা ফর্মা তৈরি ঘ) সেলাইয়ের সূতা ক্রয়

নিচের তথ্যাবলি অবলম্বন করে ৪, ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুখ্য ব্যয় ৫০,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ১০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক উপরিব্যয় ৫০০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ৩,০০০ টাকা এবং মুনাফা মোট ব্যয়ের ২০%

৪। বিক্রয়ের পরিমাণ কত?

- ক) ৮১,৬০০ টাকা ক) ৮৩,৭০০ টাকা গ) ৮৪,৫০০ টাকা ঘ) ৯৮,৫০০ টাকা

৫। মুনাফার পরিমাণ কত?

- ক) ১২,৬০০ টাকা খ) ১৩,৬০০ টাকা গ) ১৫,৬০০ টাকা ঘ) ১৮,৬০০ টাকা

৬। মোট উপরিব্যয় কত?

- ক) ১২,০০০ টাকা খ) ১৮,০০০ টাকা গ) ৫৮,০০০ টাকা ঘ) ৬৮,০০০ টাকা

৭। অফিস উপরিব্যয় হলো—

- i) টেলিফোন বিল ii) শোরুম ভাড়া iii) মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। কোনটি বিক্রিত উপরিব্যয়?

- ক) বিজ্ঞাপন খরচ খ) ছাপা ও মনিহারি গ) আসবাবপত্রের মেরামত ঘ) বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল

৯। বিক্রিত পণ্যের ব্যয়= ?

- ক) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় + তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ
- খ) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় + তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ
- গ) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় - তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ
- ঘ) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় - তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ

১০। বই প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানে কাগজ ক্রয়ের ব্যয় কোন ধরনের ব্যয় উপাদান?

- ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খ) পরোক্ষ কাঁচামাল গ) কারখানা উপরিব্যয় ঘ) অফিস উপরিব্যয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার শাহীন ফুট কর্ণারের ২০২৫সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের লেনদেন নিরূপণ :

- রাজশাহী থেকে প্রতি ঝুড়ি ৫০০ টাকা দরে ২০০ ঝুড়ি আম ক্রয়।
- প্রতি ঝুড়িতে আমের পরিমাণ ১০ কেজি। এর জন্য মোট ট্রাক ভাড়া দিতে হয় ৫,০০০ টাকা এবং প্রতি ঝুড়ি আমের জন্য প্যাকিং খরচ দিতে হয় ২০ টাকা।
- ঢাকায় ট্রাক থেকে আম নামানোর পর দেখা গেল, ১০ ঝুড়ি আম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বিক্রয়ের অনুপযোগী।
- আম বিক্রয়ের জন্য উক্ত সপ্তাহে দোকান ভাড়া ২,০০০ টাকা এবং বিক্রয় কমিশন ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে বিক্রয়যোগ্য আমের পরিমাণ (কেজি) নির্ণয় করো।

খ. শাহীন ফুট কর্ণারের বিক্রীত আমের মোট ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. মোট ব্যয় ১,১৫,০০০ টাকা ধরে ২০% মূলাফায় প্রতি ঝুড়ি ও প্রতি কেজি আমের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।

২। আমিন পেপার হাউজ প্রতি দিস্তা ১৮ টাকা দরে ১০০ রিম কাগজ ক্রয় করে। এর জন্য মজুরি ৫০০ টাকা এবং গাড়ি ভাড়া ১,০০০ টাকা প্রদান করেন। কাগজ বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল ১,০০০ টাকা এবং বিক্রয়কর্মীর কমিশন বাবদ ৫০০ টাকা ব্যয় করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি দিস্তা কাগজে ২ টাকা লাভ করে থাকে।

ক. আমিন পেপার হাউজের প্রতি রিম কাগজের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।

খ. আমিন পেপার হাউজের বিক্রীত প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. বিক্রীত কাগজের মোট ব্যয় ৪০,০০০ টাকা ধরে আমিন পেপার হাউজের প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয়মূল্য নিরূপণ করো।

৩। কুমিল্লার শাপলা প্রিন্টার্স, উন্নরা ব্যাংক প্রধান কার্যালয় থেকে ২০২৫সালে ৫,৫০০টি ডায়েরি প্রস্তুতের একটি কাজ পেল। উপরিউক্ত কাজের জন্য নিম্নোক্ত খরচগুলো হয় :

কাগজ ক্রয়	-	৭০,০০০ টাকা
ছাপার কালি ক্রয়	-	২৫,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	-	১২,৫০০ টাকা
আঠা ও সুতা ত্রয়	-	৫,০০০ টাকা
কারখানা ভাড়া	-	১০,০০০ টাকা
কারখানার বিদ্যুৎ খরচ	-	৩,৫০০ টাকা
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়	-	১২,০০০ টাকা
আপ্যায়ন খরচ	-	১,৫০০ টাকা
বিল আদায় খরচ দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের -		২%
প্রতিটি ডায়েরির দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্য-		৩৫ টাকা

ক. শাপলা প্রিন্টার্সের ক্লান্তির ব্যয় নির্ণয় করো।

খ. শাপলা প্রিন্টার্সের প্রতিটি ডায়েরির উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. মোট উৎপাদন ব্যয় ১,২৫,০০০ টাকা ধরে শাপলা প্রিন্টার্সের প্রতিটি ডায়েরির লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

৪। সোনালি গার্মেন্টস ২০২৫ সালের ১ মে হতে ৩১ মে পর্যন্ত মোট ৩০,০০,০০০ টাকা শার্ট বিক্রয় করে।

শার্ট তৈরি ও বিক্রয়সংক্রান্ত খরচসমূহ নিম্নরূপ :

কাগড় ক্রয় ৪,২০,০০০ টাকা
বোতাম ও অন্যান্য সামগ্ৰী ক্রয় ৪২,০০০ টাকা,
অব্যবহৃত কাপড়ের মূল্য ৬৫,০০০ টাকা,
তৈরি শার্টের প্রারম্ভিক মজুদ ১,৮৫,০০০ টাকা,
শ্রমিকদের মোট মজুরি ১২,০০,০০০ টাকা,
কারখানার আনুষঙ্গিক খরচ ৫২,০০০ টাকা,
টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল ৯,০০০ টাকা,

পরিবহণ খরচ ১১,৫০০ টাকা,
প্রারম্ভিক চলতি কার্য ৭২,০০০ টাকা,
তৈরি শার্টের সমাপনী মজুদ ১,০৫,০০০ টাকা,
শো'রমের ভাড়া ২১,৩০০ টাকা,
অফিস ভাড়া ১৮,০০০ টাকা,
বিক্রয়কর্মীর কমিশন ২৫,০০০ টাকা,

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় নির্ণয় করো।

খ. সোনালি গার্মেন্টসের বিক্রিত শার্টের ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১৮,৫০,০০০ টাকা ধরে মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

৫। আশরাফ এন্ড কোং এর ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ের ইট তৈরি ও বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ :

	টাকা
মাটি ক্রয়	১,৬০,০০০
মাটি বহন খরচ	৩,০০,০০০
আলানি খরচ	২,০০,০০০
শ্রমিকের মজুরি	১,৮০,০০০
ইট খোলার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ (প্রতি মাসে)	১০,০০০
মাটি ছানা করার খরচ	২০,০০০
অফিসের ভাড়া (প্রতি মাসে)	১২,০০০
যাতায়াত ও টেলিফোন	১৪,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৮০,০০০
বিক্রয়কর্মীর বেতন	৬০,০০০
বিক্রয় (২,০০,০০০ ইট).....	১৬,০০,০০০
তৈরি ইটের প্রারম্ভিক মজুদ (৫০,০০০ ইট)	২,৫০,০০০
তৈরি ইটের সমাপনী মজুদ (৬০,০০০ ইট)	২,৮৩,০০০

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে উৎপাদিত ইটের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) আশরাফ এন্ড কোং-এর একটি ত্রৈমাসিক উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

গ) উৎপাদিত ইটের ব্যয় ৮,৫০,০০০ টাকা ধরে নিট মুনাফা নির্ণয় করো।

ইঙ্গিত : উৎপাদিত প্রারম্ভিক একক + তৈরি একক = বিক্রীত একক + উৎপাদিত সমাপনী একক।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর থেকে :

১. ক্রয়মূল্য বলতে কী বুঝায় ?
২. উৎপাদন ব্যয় কী ?
৩. পরোক্ষ কাঁচামাল কী ? ব্যাখ্যা করো।
৪. উপরিব্যয় কী ?
৫. রূপান্তর ব্যয় বলতে কী বুঝায় ?
৬. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলতে কী বুঝায় ?

দাদশ অধ্যায়

পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব (Account of Family and Self Employment Initiative)

জীবনকে সুন্দর ও ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সূচিত্তি পরিকল্পনা ও সঠিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক আয়-ব্যয়ের প্রয়োগের উপরই সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। তাই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাপনে আমাদের আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত। পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঞ্চালন না করলে আয় বুঝে ব্যয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আয়-ব্যয়ের কোনো পূর্বপরিকল্পনা তথা বাজেট প্রণয়ন করা না হলে সুস্থিতাবে পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রতিটি পরিবারেরই উচিত সঠিক পরিকল্পনা মাফিক পারিবারিক হিসাবব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা। ব্যক্তি বা পরিবার স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যদি কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প হাতে নিতে হয়, তাহলে এই প্রকল্পের বাজেট তৈরি করা প্রয়োজন।



চিত্র: আত্মকর্মসংস্থানমূলক মৎস্য ও ইঁস-মুরগি চাষ প্রকল্প

এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারব;
- পারিবারিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব;
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের বাজেট প্রণয়ন ও তার হিসাব সঞ্চালন করতে পারব।

পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার ধারণা

মানুষের সুখের ঠিকানা হচ্ছে পরিবার। পরিবারের সুখের প্রত্যাশায় প্রতিটি মানুষ তার চিন্তা, কর্মে পরিবারের উন্নত জীবনযাপনের চিন্তাভাবনা করে। পরিবারকে সুন্দর ও সুস্থুভাবে পরিচালনার জন্য দরকার একটি পরিকল্পনা, আর এই পরিকল্পনার একটি অবিছেদ্য অংশ হচ্ছে সঠিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োগ। পরিবারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে যদি কোনো পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে ঐ পরিবার কখনোই সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না। পরিবারের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব না থাকলে পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিটি পরিবারেরও আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন।

পরিবার যেহেতু কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়, তাই এর হিসাবব্যবস্থা সংগত কারণেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো হবে না। মূলত পরিবার হচ্ছে একটি অমূলাফাভেগী চলমান প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারেও আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। সুস্থুভাবে পরিবারকে পরিচালনা করতে হলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে সুখী জীবনযাপন করতে হলে পরিকল্পিত হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : পারিবারিক হিসাবব্যবস্থা সুন্দর জীবনযাপনে কেন প্রয়োজন-তোমার মতামত দাও।

পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১। অমূলাফাভেগী সংগঠন :

পরিবারকে অমূলাফাভেগী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু লাভ-লোকসানের কোনো প্রশ্ন নেই, সেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

২। স্বতন্ত্র একক নির্ধারণ :

প্রতিটি পরিবারকে তার কর্তব্যক্তি বা অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক বিবেচনা করে হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করতে হয়।

৩। দায়বদ্ধতা :

পারিবারিক হিসাব-নিকাশ কারও নিকট পেশ করতে হয় না। সুতরাং হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা নেই।

৪। নগদ লেনদেন :

পরিবারের লেনদেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নগদে সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করা অনেক সহজ।

৫। নির্ধারিত খাত :

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের হিসাব-নিকাশের খাত নির্ধারিত থাকে।

কাজ: পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার বেশিষ্ট্যগুলো কেন মুলাফাভেগী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা?

পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা :

নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সুস্থ হিসাবব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো—

১। সুষ্ঠু পরিকল্পনা :

হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা থাকলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পারিবারিক বস্তুকে অনেক বেশি উপভোগ করা সম্ভব।

২। পারিবারিক সচ্ছলতা :

‘আয় বুঝে ব্যয় কর’-এ মতবাদ অনুযায়ী হিসাবব্যবস্থা পরিচালিত হলে পারিবারিক সুখ ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। মূল্যবোধ সৃষ্টি :

পারিবারিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয় বলে তা নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

৪। পারিবারিক বাজেট :

হিসাব-নিকাশের পরিপূর্ণ তথ্য থাকলে সহজেই পারিবারিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে পরিবারকে পরিচালনা করা যায়।

৫। সঞ্চয় এবং তোগপ্রবণতা :

ভবিষ্যতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য বর্তমান আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করা উচিত। সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও তোগপ্রবণতা হ্রাস পায়।

৬। পারিবারিক শৃঙ্খলা :

স্বচ্ছ হিসাবব্যবস্থা বজায় থাকলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কর্তব্যক্রিয় মনোমালিন্য ও ভূল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। ফলে পারিবারিক বিশ্রঙ্খলা ও কলহ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাজ : উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার আর কী কী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে তা চিহ্নিত কর।

পারিবারিক বাজেট :

বাজেট বলতে বোঝায় পরিকল্পনার সংখ্যাত্ত্বক প্রকাশ। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আয় ও ব্যয়ের পূর্বপরিকল্পনার সংখ্যাত্ত্বক প্রকাশই হচ্ছে বাজেট। নির্দিষ্ট সময় বলতে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। সাংগঠিক, মাসিক কিংবা বার্ষিকও হতে পারে। পারিবারিক বাজেট বলতে বোঝায় পরিবারকেন্দ্রিক আয়-ব্যয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিবারের আয়ের উৎস এবং চাহিদার ভিত্তিতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে যে পূর্বপরিকল্পনা করা হয়, তাকেই পারিবারিক বাজেট বলা হয়। বাজেট প্রণয়ন করার মাধ্যমে পরিবারকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভেতর আনা হয়, যাতে করে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের কোনো সুযোগ না থাকে। নির্দিষ্ট কাঠামোর ভেতর অর্থাৎ বাজেটের মাধ্যমে পারিবারিক হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করতে পারলে নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যেই সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব।

পারিবারিক বাজেটের প্রস্তুতপ্রণালি

পারিবারিক বাজেট তৈরির জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে, যদি নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে বাজেট প্রস্তুত করা হয়। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

১। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুতকরণ :

যে সময়ের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হবে, যে সময়ে পরিবারের সদস্যদের ভোগযোগ্য দ্রব্যের তালিকা নিয়ে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজন ও চাহিদার গুরুত্ব অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

২। মূল্য নিরূপণ :

তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি দ্রব্য বা সেবাকার্যের মূল্য জেনে নিয়ে একত্রে মোট মূল্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ :

পারিবারিক বাজেটে সাধারণত আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। সেই জন্য বাজেটকে কার্যকরী করতে হলে সম্ভাব্য আয়ের সকল উৎস সঠিকভাবে চিহ্নিত করে মোট আয় বাজেটে উপস্থাপন করতে হয়।

৪। বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা :

প্রতিটি পরিবারেই বাজেটের মূল লক্ষ্য সীমিত আয়ের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংরক্ষণ করা। বাজেট প্রণয়ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে আয়-ব্যয়ের মধ্যে যেন ভারসাম্য বজায় থাকে অর্থাৎ ব্যয় যেন আয়ের চেয়ে বেশি না হয়।

৫। যুগোপযোগী বাজেট প্রণয়ন :

পারিবারিক বাজেট এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা বাস্তবধর্মী এবং যুক্তিসংগত হয়। তাছাড়া বাজেট নমনীয় হতে হবে, যাতে করে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো একটি খরচ বেড়ে গেলে অন্য একটি খরচ কমানো যায়।

পারিবারিক বাজেটের নমুনা :

একটি সার্ধক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। পরিবারের গঠন, আকৃতি, পরিবারের আয়, সদস্যের রুচিবোধ, সামাজিক পরিচিতি প্রভৃতি উপাদানগুলো সক্রিয়ভাবে বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রাখতে হয়। তাছাড়া প্রতিটি পরিবারের বাজেট এক রকম এবং একই মানে তৈরি করা সম্ভব হবে না। মোটকথা হলো আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থেকেই একটি পারিবারিক বাজেট তৈরি হয়। ব্যয়ের খাতওয়ার বণ্টন নির্ভর করবে পারিবারিক কাঠামোর উপর। যেমন- খাদ্য খাতে শতকরা ২০%-২৫%, বস্ত্রখাতে ৫%-১০%, বাসস্থান খাতে ৩০%-৪০%, শিক্ষাখাতে ১০%-১৫%, যানবাহনে ১৫%-২০% খরচ করা যেতে পারে (আনুমানিক)। নিচে একটি পারিবারিক (০৬ জন সদস্য ধরে) বাজেটের নমুনা দেওয়া হলো :

মাসের নাম —

আয়

আয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য আয় টাকা	মোট আয় টাকা
বেতন খাতে আয়	৮০,০০০	
অন্যান্য উৎস (বাড়িভাড়া, কৃষি আয় ইত্যাদি)	১০,০০০	৯০,০০০

ব্যয়

ব্যয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	শতকরা হার %
১। খাদ্যসামগ্রী :			
চাল	১,৫৭৫.০০		
ডাল	৩০০.০০		
তৈল	৭০০.০০		
লবণ	৭৫.০০		
আটা	২০০.০০		
ময়দা	১০০.০০		
সেমাই/নুডলস	২০০.০০		
চা, চিনি	১৫০.০০		
মসলা	১০০.০০		
		৩,৫০০.০০	

ব্যয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	শতকরা হার %
কাঁচাবাজার:			
মাছ	১,৫০০.০০		
মাংস	১,০০০.০০		
মুরগি	১,২০০.০০		
ভিম	৭০০.০০		
শাকসবজি	১,৫০০.০০		
ফল	৫০০.০০		
পেঁয়াজ, রসুন, আদা	<u>৪০০.০০</u>		
		৬,৮০০.০০	২১%
		১০,৩০০.০০	
২। বাসস্থান:			
বাসাভাড়া	১,৫০০.০০		
বিদ্যুৎ	১,০০০.০০		
গ্যাস	৮০০.০০		
অন্যান্য	<u>৩০০.০০</u>		
		১৬,৯০০.০০	৩৩%
৩। বস্ত্র :			
বস্ত্র ক্রয়	৫০০.০০		
বস্ত্র ধোত ও ইঞ্চি	২০০.০০		
সেলাই ইত্যাদি	<u>৩০০.০০</u>		
		১,০০০.০০	২%
৪। শিক্ষা :			
কুল/কলেজের বেতন	১,০০০.০০		
কাগজ, খাতা, বই, কলম	৫,০০.০০		
গৃহশিক্ষকের বেতন	২,০০০.০০		
যাতায়াত খরচ	<u>১,০০০.০০</u>		
		৮,৫০০.০০	৯%
৫। চিকিৎসা খরচ :			
		২,১০০.০০	৮%
৬। সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচ :			
যাতায়াত ও আমোদ-প্রমোদ		২,০০০.০০	৮%
৭। অন্যান্য খরচ :			
মেহমানদারি	১,০০০.০০		
উপহার সামগ্রী	১,০০০.০০		
খবরের কাগজ	৮০০.০০		
গৃহভূত্যের বেতন	<u>১,০০০.০০</u>		
		৩,৮০০.০০	৭%
৮। ভবিষ্যৎ সংগ্রহ :			
প্রতিভেট ফান্ড	৯,০০০.০০		
ডি.পি.এস	<u>৩,০০০.০০</u>		
		১২,০০০.০০	২০%
মোট খরচ		<u>৫০,০০০.০০</u>	<u>১০০%</u>

কাজ: পারিবারিক বাজেটের মাধ্যমে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে চিহ্নিত করো।

পারিবারিক আর্থিক বিবরণী গ্রন্তি করণ

যে সমস্ত পারিবারিক লেনদেন সংঘটিত হয় সেগুলো বিভিন্ন হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন থেকে পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং আয়-ব্যয়ের কোনো চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং আয়-ব্যয়ের চিত্র পাওয়ার জন্য আর্থিক বিবরণী গ্রন্তি করা অপরিহার্য। আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয়ের চিত্র এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মাধ্যমে পরিবারের সম্পদ ও দায়ের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। পারিবারিক আর্থিক বিবরণীর ধাপসমূহ হলো-

- ১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (Receipts and Payments Accounts)
- ২। আয়-ব্যয় বিবরণী (Statement of Income and Expenditure)
- ৩। আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব : পারিবারিক দৈনন্দিন নগদ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত হিসাব থেকে বছর শেষে শ্রেণিবদ্ধভাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে যে হিসাব গ্রন্তি করা হয়, তাকে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব বলা হয়। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের অনুরূপ; কিন্তু এটি নগদান বই নয়। এটি পারিবারিক হিসাব-নিকাশের প্রথম ধাপ। সকল প্রকার নগদ লেনদেনের সমন্বয় হিসাব গ্রন্তি করা হয়।

সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি ডেবিট পাশে এবং সকল প্রকার নগদ প্রদান ক্রেডিট পাশে হিসাবভুক্ত করা হয়। যেকোনো বছরের মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়সমূহ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে এবং মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ ক্রেডিট দিকে লিখে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব তৈরি করা হয়।

২। আয়-ব্যয় বিবরণী : হিসাবকাল শেষে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর পরিবারের আয় ও ব্যয়ের উচ্চত বা ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য শুধু চলতি বছরের মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফাজাতীয় খরচের সাহায্যে যে বিবরণী গ্রন্তি করা হয়, তাকেই আয়-ব্যয় বিবরণী বলা হয়। আয়-ব্যয় বিবরণীতে যদি ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে উচ্চতাকে বলা হয় ব্যয়াতিরিক্ত আয় বা আয় উচ্চত, আর যদি আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে তকে বলা হয় আয়াতিরিক্ত ব্যয় বা ঘাটতি। ব্যয়াতিরিক্ত আয় দ্বারা পারিবারিক তহবিল বৃদ্ধি হয় এবং ঘাটতি দ্বারা পারিবারিক তহবিল হ্রাস পায়।

৩। আর্থিক অবস্থার বিবরণী : সংক্ষেপে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলতে বোঝায় সম্পদ এবং দায়ের বিবরণী। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনের প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সম্পদ এবং দায়ের সাহায্যে যে বিবরণী তৈরি করা হয়, তাকেই আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারেরও কিছু সম্পদ ও দায় থাকে। সম্পদসমূহ, যথা- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বিনিয়োগ, নগদ টাকা ইত্যাদি। দায়সমূহ, যথা- ঝরণ, বকেয়া খরচ, প্রদেয় হিসব ইত্যাদি। যেহেতু পরিবার কোনো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, সেহেতু এর কোনো প্রারম্ভিক মূলধন থাকে না। তবে পরিবারের তহবিল নির্ণয় করা হয়। পারিবারিক তহবিল আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। আয়-ব্যয় বিবরণীর ব্যয়াতিরিক্ত আয় পারিবারিক তহবিলে যোগ হয় এবং ঘাটতি হলে পারিবারিক তহবিল থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের একটি নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলো :

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	***	মুনাফাজাতীয় প্রদানসমূহ	***
মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তিসমূহ	***	মূলধনজাতীয় প্রদানসমূহ	***
মূলধনজাতীয় প্রাপ্তিসমূহ	***	ব্যালেন্স সি/ডি	***
	*****		*****

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের বৈশিষ্ট্য :

- ১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নগদান বইয়ের মতো ।
- ২। এই হিসাবের বাম পার্শ্বে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ও ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে শুরু হয় এবং ডান পার্শ্বে সমাপনী নগদ তহবিল ও ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে শেষ হয় ।
- ৩। এই হিসাবের বাম পার্শ্বে সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং ডান পার্শ্বে সকল প্রকার প্রদান লেখা হয় ।
- ৪। এই হিসাবের বিভিন্ন প্রাপ্তি ও পরিশোধ লেখার সময় কোনো সময়কাল বিবেচনায় আনা হয় না অর্থাৎ চলতি, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল কালের হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় ।
- ৫। বর্তমান বছরের কোনো বকেয়া আয় বা বকেয়া ব্যয়ের লেনদেন এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না ।
- ৬। এ হিসাবের বাম দিক সর্বদাই বড় হয় । কারণ নগদ প্রাপ্তি টাকার চেয়ে নগদ প্রদান কখনো বেশি হতে পারে না ।
- ৭। স্থায়ী সম্পদের অবচয়-সংক্রান্ত লেনদেন এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না ।
- ৮। এ হিসাব হতে নগদ প্রবাহ (Cash flow) জানা যায় ।

কাজ : পারিবারিক হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব কি ভূমিকা রাখতে পারে ?

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতপ্রণালি :

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করার নিয়মাবলি নিচে বর্ণনা করা হলো ।

- ১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আয়-ব্যয় বিবরণীর আয়ের দিকে এবং ক্রেডিট দিকের মুনাফা জাতীয় ধরচসমূহ আয়-ব্যয় বিবরণীর ব্যয়ের দিকে লিখতে হয় ।
- ২। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী উদ্বৃত্ত আয়-ব্যয় বিবরণীতে দেখাতে হয় না ।
- ৩। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান আয় ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে না ।
- ৪। মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে ।
- ৫। চলতি সালের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়, শুধু আয় ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে ।
- ৬। বিগত ও পরবর্তী সালের কোনো আয়-ব্যয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে আসবে না ।
- ৭। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে প্রদর্শিত সম্পদ ত্রয় ও বিক্রয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না ।
- ৮। চলতি বছরের প্রাপ্তি আয় ও বকেয়া ব্যয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে ।
- ৯। স্থায়ী সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীর ব্যয়ের দিকে বসবে ।

কাজ : প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের কোন কোন দফা আয়-ব্যয় বিবরণীতে আসবে না তা চিহ্নিত করো ।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত প্রণালি :

পারিবারিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিবারের সম্পদ, দায় ও পারিবারিক তহবিল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

প্রস্তুত প্রণালি :

- ১। পরিবারের প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিয়ে পারিবারিক তহবিল নির্ণয় করতে হবে।
- ২। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় এবং মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো সম্পদ হিসেবে দেখাতে হবে।
- ৩। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের সমাপনী নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্ভৃত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ হিসেবে দেখাতে হবে।
- ৪। সম্পদের অবচয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।
- ৫। যাবতীয় অগ্রিম আয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় এবং অগ্রিম ব্যয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।
- ৬। আয়-ব্যয় বিবরণীর আয় উদ্ভৃত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পারিবারিক তহবিলের সাথে যোগ এবং ঘাটতি পারিবারিক তহবিল থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।
- ৭। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্ভৃত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আসবে না। উক্ত উদ্ভৃতসমূহ পারিবারিক তহবিল নির্ণয়ে ব্যবহৃত হবে।

কাজ : পারিবারিক তহবিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে কোন কোন দফাসমূহ আসবে তা চিহ্নিত করো।

উদাহরণ : ১

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিসেস রঞ্জিনা নিজের বেতন ও স্বামীর ব্যবসায়ের আয় দিয়ে পরিবার পরিচালনা করেন।

২০২৫সালে তাঁর পরিবারের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি নিম্নরূপ :

প্রতি মাসে বেতন প্রাপ্তি ৩৫,০০০ টাকা। বাড়িভাড়া বাবদ প্রদান করে মাসে ১৮,০০০ টাকা। বছরে খাদ্যসামগ্রী বাবদ মোট ব্যয় হয় ১,২০,০০০ টাকা। ঔষধ ও ডাক্তারের ফি ২৫,০০০ টাকা, ব্যবসায় হতে মুনাফা ৪,৮০,০০০ টাকা। কাপড় চোপড় ক্রয় ৩২,০০০ টাকা, লেখাপড়ার খরচ ৯৫,০০০ টাকা। ডাইনিং টেবিল ক্রয় ৪২,০০০ টাকা, আয়কর প্রদান ১৬,০০০ টাকা। কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয় ৭৬,০০০ টাকা, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান ৩৮,৫০০ টাকা। ডিপি এসে জমা প্রদান ৬০,০০০ টাকা।

অন্যান্য তথ্য : ১ জানুয়ারি ২০২৫ তাঁর পরিবারের নগদ তহবিল ২২,০০০ টাকা এবং আসবাবপত্র ১,৬৮,০০০ টাকা ছিল। বছর শেষে গ্যাস ও পানির বিল ২৪,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

করণীয় : উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব, আয়-ব্যয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

সমাধান :

মিসেস রুবিনার পরিবারের

প্রাপ্তি পদান হিসাব

২০২৫সালের ৩১ ডিসেম্বর

ডেবিট

ক্রেডিট

প্রাপ্তি	টাকা	পদান	টাকা
নগদ তহবিল (১/১/২০২৫)	২২,০০০	বাড়ি ভাড়া (১৮,০০০×১২)	২,১৬,০০০
বেতন প্রাপ্তি (৩৫,০০০ × ১২)	৮,২০,০০০	খাদ্যসামগ্ৰী বাবদ ব্যয়	১,২০,০০০
ব্যবসায় হতে মুনাফা	৮,৮০,০০০	ঔষধ ও ডাঙ্গারের ফি	২৫,০০০
		কাপড়চোপড় ক্রয়	৩২,০০০
		লেখাপড়ার খরচ	৯৫,০০০
		ডাইনিং টেবিল ক্রয়	৪২,০০০
		আয়কর প্রদান	১৬,০০০
		কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়	৭৬,০০০
		গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল	৩৮,৫০০
		ডি পি এস জমা	৬০,০০০
		হাতে নগদ (৩১/১২/২০২৫)	২,০১,৫০০
	৯,২২,০০০		৯,২২,০০০

মিসেস রুবিনার পরিবারের

আয়-ব্যয় বিবরণী

২০২৫সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ :			
বেতন প্রাপ্তি	৮,২০,০০০		
ব্যবসায় হতে মুনাফা	৮,৮০,০০০		
			৯,০০,০০০
বাদ : ব্যয়সমূহ-			
বাড়ি ভাড়া	২,১৬,০০০		
খাদ্যসামগ্ৰী বাবদ ব্যয়	১,২০,০০০		
ঔষধ ও ডাঙ্গারের ফি	২৫,০০০		
কাপড়চোপড় ক্রয়	৩২,০০০		
লেখাপড়া খরচ	৯৫,০০০		
আয়কর প্রদান	১৬,০০০		
গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল	৩৮,৫০০		
যোগ: বকেয়া	২৪,০০০		
		৬২,৫০০	
			(৫,৬৬,৫০০)
আয় উত্তৃত			৩,৩৩,৫০০

মিসেস রুবিনার পরিবারের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ :			
হাতে নগদ			
আসবাবপত্র	১,৬৮,০০০		
যোগ: ডাইনিং টেবিল ক্রয়	৮২,০০০		
কম্পিউটার ও প্রিন্টার		২,১০,০০০	
ডি পি এস জমা		৭৬,০০০	
মোট সম্পদ		৬০,০০০	
			<u>৫,৮৭,৫০০</u>
দায়সমূহ :			
বকেয়া গ্যাস ও পানি বিল		২৪,০০০	
পারিবারিক তহবিল (নোট: ১)	১,৯০,০০০		
যোগ: আয় উদ্ধৃত	৩,৩৩,৫০০		
			<u>৫,২৩,৫০০</u>
			<u>৫,৮৭,৫০০</u>

নোট : ১. পারিবারিক তহবিল নির্ণয়

$$\text{নগদ তহবিল} + \text{আসবাবপত্র} = (২২,০০০ + ১,৬৮,০০০) = ১,৯০,০০০$$

উদাহরণ : ২

জনাব ওসমান গণির ১ জানুয়ারি ২০২৫তারিখে সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ ছিল- বাড়ি ২০,০০,০০০; আসবাবপত্র ২০,০০০; তৈজসপত্র ১৩,০০০ এবং গৃহ নির্মাণ খণ্ড ১৫,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তাঁর পরিবারের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নিম্নরূপ :

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
বেতন প্রাপ্তি	২,৫০,০০০	খাদ্যসামগ্ৰী ক্রয়	৪০,০০০
কৃষিখাত থেকে আয়	২০,০০০	মুদিৰ দোকান বিল	২,২৮০
পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়	২,০০০	পৌরুষৰ	৩,২২০
		কম্পিউটার ক্রয়	৫০,০০০
		গৃহনির্মাণ খণ্ডের সুদ	১০,০০০
		টেলিভিশন ক্রয়	৩২,০০০
		ফ্রিজ ক্রয়	৬০,০০০
		গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	৫,৬০০
		আপ্যায়ন	৭,০০০
		মনিহারি	২,৫০০
		খবরের কাগজের বিল	৮,৮০০
		যাতায়াত ও অন্যান্য	৮,৮০০
		ডাকঘর সংগ্রহ ব্যাখকে জমা	৪৮,০০০
		হাতে নগদ (৩১/১২/২০২৫)	২,২০০
	<u>২,৭২,০০০</u>		<u>২,৭২,০০০</u>

করণীয় : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫সোলের আয়-ব্যয় বিবরণী ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো।

সমাধান:

জনাব ওসমান গণির পরিবারের
আয়-ব্যয় বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
আয়সমূহ:		
বেতন	২,৫০,০০০	
কৃষি আয়	২০,০০০	
পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়	২,০০০	
	মোট আয়	২,৭২,০০০
ব্যয়সমূহ:		
খাদ্যসমগ্রী ক্রয়	৮০,০০০	
মুদি দোকানের বিল পরিশোধ	২,২৮০	
পৌরকর	৩,২২০	
গৃহনির্মাণ খণ্ডের সুদ	১০,০০০	
গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	৫,৬০০	
আপ্যায়ন	৯,০০০	
মনিহারি	২,৫০০	
খবরের কাগজের বিল পরিশোধ	৮,৮০০	
যাতায়াত ও অন্যান্য	৮,৮০০	
	মোট খরচ	৭৯,৮০০
আয় উদ্ধৃত/ ব্যয়াতিরিক্ত আয়		১,৯২,২০০

জনাব ওসমান গণির পরিবারের

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ:			
বাড়ি	২০,০০,০০০		
অস্বাবপত্র	২০,০০০		
তেজসপত্র	১৩,০০০		
কম্পিউটার	৫০,০০০		
টেলিভিশন	৩২,০০০		
ফ্রিজ ক্রয়	৬০,০০০		
ডাকঘর সংগ্রহ ব্যাংকে জমা	৮৮,০০০		
হাতে নগদ	২,২০০		
	মোট সম্পদ		২২,২৫,২০০
দায় ও পারিবারিক তহবিল:			
গৃহনির্মাণ খণ্ড	১৫,০০,০০০		
পারিবারিক তহবিল (মোট: ১)	৫,৩৩,০০০		
(+) আয় উদ্ধৃত	১,৯২,২০০		
		৭,২৫,২০০	
মোট দায় ও পারিবারিক তহবিল			২২,২৫,২০০

নেট : ১ - পারিবারিক তহবিল নির্ণয়

$$\begin{aligned}
 \text{পারিবারিক তহবিল} &= \text{থার্ডিক সম্পদ} - \text{থার্ডিক দায়} \\
 &= \text{বাড়ি} + \text{আসবাবপত্র} + \text{তেজসপত্র} - \text{গৃহনির্মাণ খাল} \\
 &= (২০,০০,০০০ + ২০,০০০ + ১৩,০০০) - ১৫,০০,০০০ \\
 &= ৫,৩৩,০০০ \text{ টাকা।}
 \end{aligned}$$

কাজ :

জনাব আব্দুল আজিজ পেশায় একজন চিকিৎসক। তিনি চাকরির পাশাপাশি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫সালের সমাপ্ত বছরের তার পরিবারের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব ছিল নিম্নরূপ :

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
হাতে নগদ (০১-০১-২০২৫)	২৫,০০০	শেয়ারে বিনিয়োগ	১,০০,০০০
ব্যাংক জমা (০১-০১-২০২৫)	৩৫,০০০	খাদ্যসামগ্ৰী ক্ৰয়	৮০,০০০
বেতন থেকে আয়	২,৫০,০০০	ড্রাইভারের বেতন	৬০,০০০
প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে প্রাপ্তি	১,২০,০০০	গাড়ি মেരামত ও জ্বালানি খরচ	৮৫,০০০
বাড়ি ভাড়া থেকে প্রাপ্তি	৩০,০০০	লেখাপড়ার খরচ	৫০,০০০
		আয়কর	৩১,০০০
		কম্পিউটার ক্ৰয়	৮০,০০০
		ঝণের সুদ	২০,০০০
		গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ খরচ	৩৭,০০০
		আলমারি ক্ৰয়	১৫,০০০
		হাতে নগদ (৩১-১২-২০২৫)	২২,০০০
	<u>৪,৬০,০০০</u>		<u>৪,৬০,০০০</u>

০১-০১-২০২৫ তারিখে জনাব আব্দুল আজিজ সম্পদ ও দায়ের উদ্বৃত্ত ছিল নিম্নরূপ :

আসবাবপত্র ১,২৫,০০০ টাকা, বাড়িৰ ৫,০০,০০০ টাকা, তেজসপত্র ৮০,০০০ টাকা, গাড়ি ৭,৫০,০০০ এবং খাল ২,০০,০০০ টাকা।

৩১.১২.২০২৫ তারিখে অন্যান্য তথ্য:

- ক) চলতি বছরের বেতন বকেয়া ৭,০০০ টাকা।
- খ) বাড়ি ভাড়া ৩,২০০ টাকা এখনও আদায় হয়নি।
- গ) ড্রাইভারের বেতন বকেয়া ২,৪০০ টাকা।

করণীয় :

- ১। জনাব আব্দুল আজিজের পরিবারের পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ২। জনাব আব্দুল আজিজের পরিবারের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
- ৩। উক্ত তারিখের জনাব আব্দুল আজিজের পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ

পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য যেকোনো ব্যক্তি ছোট খাটো আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ইঁস-মুরগি প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, মৌমাছি চাষ, তাঁত ও কুটির শিল্প ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। যেকোনো ব্যক্তিই এসব আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে উদ্যোক্তার দক্ষতা, মেধা এবং নির্ভুল হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর। নিম্নে দুইটি পারিবারিক আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

প্রকল্প - ১ : মৎস্য খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস :

	টাকা
নিজস্ব মূলধন	১,৩০,৯৫০
ব্যাংক ক্ষণ (১৬%)	২,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৩,৩০,৯৫০

ক) মূলধন বিনিয়োগ :

বিবরণ	টাকা
বার্ষিক লিজ খরচ	১,০০,০০০
পুরু সংকার	২০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	১,২০,০০০

খ) বাণসরিক ভিত্তিতে এক একর আয়তনের পুকুরে রাই মাছ চাষ প্রকল্পের ব্যয়ের বিবরণ

ব্যয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা
১) আনুষঙ্গিক খরচ রোটিন (৫ কেজি, ৪৫০ টাকা দরে) চুন (১০০ কেজি, ২০ টাকা দরে) পানি প্রবেশকরণ খরচ	২,২৫০	
২) মাছের পোনা (২০,০০০ টি, প্রতিটি ৫ টাকা দরে)	১,০০,০০০	
৩) সার প্রয়োগ: জৈব সার (২০০০ কেজি, ১০ টাকা দরে) ইউরিয়া সার (৬০ কেজি, ২০ টাকা দরে) টি এস পি (১৫০ কেজি, ১০ টাকা দরে)	২০,০০০	১,২০০
	১,২০০	১,৫০০
		২২,৭০০
৪) মাছের খাদ্য: সরিয়ার খৈল (২৫০ কেজি, ২০ টাকা দরে) প্যাকেটজাত খাদ্য (৭০ কেজি, ১০০ টাকা দরে)	৬,০০০	৯,০০০
		১২,০০০
৫) মজুরি: পাহারা, খাদ্য সরবরাহ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন		১৫,০০০
৬) মাছ সঞ্চাহ খরচ: পানি নিকাশন জেলে খরচ বিবিধ	২,০০০	২০,০০০
		৫,০০০
		২৭,০০০
মোট ব্যয়		১,৮৩,৯৫০

গ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার :

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয় : মাছ বিক্রয় (৩০০০ কেজি , ১৫০ টাকা দরে)		৪,৫০,০০০
বাদ : বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	১,২০,০০০	
পরিচলনা ব্যয়	১,৮৩,৯৫০	
ব্যাংক ঋণের সুদ (২০০০০০× ১৬%)	৩২,০০০	
নেট মুনাফা		৩,৩৫,৯৫০
		১,১৪,০৫০

প্রকল্প - ২ : হাঁস-মুরগির খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস :

	টাকা
নিঃস্ব মূলধন	১,৪৪,০০০
ব্যাংক ঋণ (১৫%)	৬,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৭,৪৪,০০০

ক) মূলধন বিনিয়োগ :

বিবরণ	টাকা
পুরুর লিজ খরচ	১,০০,০০০
পুরুর সংস্কার	১০,০০০
মুরগির ঘরের মূল্য	১,২০,০০০
হাঁসের ঘরের মূল্য	১,২০,০০০
মুজুরি	৩০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	৩,৮০,০০০

খ) হাঁস-মুরগির যৌথ চাষ প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ :

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাঁসের খরচ :		
৬ মাস বয়সের ২০০টি হাঁস, প্রতিটি ১০০ টাকা দরে	২০,০০০	
হাঁসের খাদ্য দৈনিক ৩০ কেজি, ২০ টাকা দরে (৩০×২০×৩৬৫)	২,১৯,০০০	
হাঁসের ঔষধ ও আনুষঙ্গিক খরচ	১০০০০	২,৪৯,০০০
মুরগির খরচ :		
মুরগির বাচ্চা (১ দিন বয়সের ৩০০ মুরগি, ৬০ টাকা দরে)	১৮,০০০	
মুরগির খাদ্য (৫০০০ কেজি, ১৫ টাকা দরে)	৭৫,০০০	
মুরগির খাবারের পানির পাত্রের মূল্য	৫,০০০	
ঔষধ	৭,০০০	
বিবিধ	১০,০০০	১,১৫,০০০
মোট ব্যয়		৩,৬৪,০০০

গ) হাঁস - মুরগির যৌথ চাষ প্রকল্পের বার্ষিক আয়ের বিবরণ :

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাঁস :		
ডিম বিক্রয় - প্রতি হাঁস বছরে গড়ে ১৮০টি, ৬ টাকা দরে (১৮০×৬×২০০)	২,১৬,০০০	
হাঁস বিক্রয় - প্রতিটি ২৫০ টাকা দরে (২৫০×২০০)	৫০,০০০	
মুরগির:		২,৬৬,০০০
ডিম বিক্রয় - প্রতি মুরগির বছরে গড়ে ২০০টি, ৬ টাকা দরে (২০০×৬×৩০০)	৩,৬০,০০০	
মুরগির বিক্রয় - প্রতিটি ২০০ টাকা দরে (২০০×৩০০)	৬০,০০০	
বছর শেষে হাঁস ও মুরগির ঘর বিক্রয়		৮,২০,০০০
		১,৮০,০০০
মোট আয়		৮,৬৬,০০০

ঘ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার :

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয়		৮,৬৬,০০০
বাদ: বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	৩,৮০,০০০	
প্রতিপালন ব্যয়	৩,৬৪,০০০	
ব্যাংক ঋণের সুদ (৬,০০,০০০×১৫%)	৯০,০০০	
নিট মুনাফা		৮,৩৪,০০০
		৩২,০০০

নমুনা প্রশ্ন**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবারকে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

- ক. মুনাফাভোগী খ. অমুনাফাভোগী
 গ. ব্যবসায়ী ঘ. অমুনাফাভোগী চলমান

২. পরিবারের বেশিরভাগ লেনদেন সংঘটিত হয়.....

- ক. নগদে খ. চেকে
 গ. ধারে ঘ. বিনামূল্যে

৩. পারিবারিক বাজেট কিসের ভিত্তিতে তৈরি হয়?

- ক. সম্ভাব্য আয় খ. প্রকৃত আয়
 গ. সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় ঘ. প্রকৃত আয় ও ব্যয়

৪. প্রাণ্তি ও প্রদান হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়-

- i. মূলধন জাতীয় প্রাণ্তি
- ii. মুনাফা জাতীয় প্রাণ্তি
- iii. মুনাফা জাতীয় প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. কোন মুনাফা জাতীয় খরচকে পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়?

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ক. শুধু চলতি বছরের | খ. বিগত ও চলতি বছরের |
| গ. চলতি ও পরবর্তী বছরের | ঘ. বিগত, চলতি ও পরবর্তী বছরের |

৬. পারিবারিক আর্থিক বিবরণী কয়টি পর্যায়ে প্রস্তুত করা হয়?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ২টি | খ. ৩টি |
| গ. ৪টি | ঘ. ৫টি |

৭. পারিবারিক মুনাফা জাতীয় খরচ

- i. বাড়িঘর নির্মাণ
- ii. শিক্ষা ব্যয়
- iii. সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. পারিবারিক বাজেট প্রস্তুতের প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ক. প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকাকরণ | খ. সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ |
| গ. দ্রব্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ | ঘ. দ্রব্য বা সেবার চাহিদা ও সরবরাহের তথ্য সংরক্ষণ |

৯. পারিবারিক আর্থিক বিবরণীর ধাপ হলো....

- i. নগদান হিসাব
- ii. প্রাণ্তি ও প্রদান হিসাব
- iii. আয়-ব্যয় বিবরণী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আহসান হাবিব মাসে ১২,০০০ টাকা বেতনে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এছাড়া তিনি একটি কলেজে পার্টটাইম লেকচারার হিসেবে মাসে ৫,০০০ টাকা সম্মানী পান। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তাঁর পরিবারের নগদ তহবিল ২,০০,০০০ টাকা এবং ডিপিএসে জমা ১,০০,০০০ টাকা ছিল। উক্ত বছরে তাঁর পরিবারের অন্যান্য লেনদেন নিম্নরূপ: খাদ্যসামগ্রী ক্রয় ৩০,০০০ টাকা। বাড়িতাড়া প্রদান ৮০,৮০০ টাকা। দৈনন্দিন বাজার খরচ ২৪,০০০ টাকা। আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা। মুদি ও মনিহারি বিল ২,৫০০ টাকা। গহনা ক্রয় ৬০,০০০ টাকা। ডিপোজিট পেনশন ক্ষিমে জমা ২৪,০০০ টাকা, পোশাক ক্রয় ১১,০০০ টাকা।

ক. উদ্দীপক হতে জনাব আহসান হাবিবের পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. জনাব আহসান হাবিবের পরিবারের সমাপনী নগদ তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে উক্ত পরিবারের আয় উদ্ভৃত বা ঘাটতি নির্ণয় করো।

২। ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ডা. মাহাদীর পারিবারিক অবস্থা নিম্নরূপ :

বাড়িতে ১০,০০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৯০,০০০ টাকা, বিনিয়োগ ১০,০০০ টাকা, গহনাপত্র ৮০,০০০ টাকা, হাতে নগদ ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক খণ্ড ৬,০০০ টাকা।

ডা. মাহাদীর পারিবারিক প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালের সমাপ্ত বছরের

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
হাতে নগদ (১/১/২৫)	৩,০০০	খাদ্যসামগ্রী ক্রয়	৬০,০০০
বেতন	৩,৬৩,০০০	দৈনন্দিন বাজার	১,২০,০০০
বিনিয়োগের সুদ	১,৫০০	টেলিভিশন ক্রয়	২৩,০০০
রোগী দেখে প্রাপ্তি	১,২০,০০০	খবরের কাগজের বিল	৩,৫০০
		শিক্ষা খরচ	২৮,০০০
		গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	২১,০০০
		ব্যাংকে স্থায়ী আমানত	২,২৫,০০০
		উদ্ভৃত (৩১/১২/২৫)	৭,০০০
	৪,৮৭,৫০০		৪,৮৭,৫০০

অন্যান্য তথ্য :

১. গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ খরচ ১,৫০০ টাকা বকেয়া আছে।
২. বিনিয়োগের সুদ ১,০০০ টাকা পাওয়া যায়নি।
- ক. ডা. মাহাদীর পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের তার পরিবারের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
- গ. উক্ত তারিখের ডা. মাহাদীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো।

৩। জনাব হাম্মান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি মাসে ৩০,০০০ টাকা বেতন পান এবং বছরে ২ বার ২০,০০০ টাকা করে বোনাস পান। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তার পরিবারের নগদ তহবিল ১২,০০০ টাকা, বাড়িঘর ৫,৫০,০০০ টাকা, সরঞ্জাম ৬,০০০ টাকা এবং সহকর্মীর নিকট ঝণ ছিল ৪০,০০০ টাকা। সারা বছরে তাঁর পরিবারের অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ :

খাদ্যসামগ্রী ক্রয় ৭৮,০০০ টাকা, সহকর্মীর ঝণ পরিশোধ ৩০,০০০ টাকা, ঔষধ ও ডাঙ্গারের ফি ১৮,০০০ টাকা, বাড়ি মেরামত খরচ ৩১,০০০ টাকা, মোবাইল সেট ক্রয় ১৪,০০০ টাকা। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খরচ ৮,৬০০ টাকা। কাপড়চোপড় ক্রয় ৭,৫০০, কৃষি ফসল বিক্রয় ৪৮,৫০০ টাকা, ফ্রিজ ক্রয় ৩৬,০০০ টাকা। লেখাপড়ার খরচ ৪২,০০০ টাকা, ডি.পি.এস এ জমা ৩৬,০০০ টাকা। এছাড়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৩,৪০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

- ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক পারিবারিক তহবিল নির্ণয় করো।
- খ. ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর উক্ত পরিবারের সমাপনী নগদ তহবিল নির্ণয়।
- গ. জনাব হাম্মানের পরিবারের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

৪। জনাব নামু মিয়ার পরিবারের ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপ :

নগদ তহবিল ২০,০০০ টাকা, বাড়িয়র ৩,৫০,০০০ টাকা, তৈজসপত্র ২৫,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৫০,০০০ টাকা, এবং ১২% ঝণ ৬০,০০০ টাকা। উক্ত বছরের শেষে তাঁর পরিবারের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব নিম্নরূপ :

প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব

২০২৫সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের

ডেবিট

ক্রেডিট

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
ব্যালেন্স B/D	২০,০০০	খাদ্যসামগ্ৰী ক্ৰয়	৭৭,৫০০
বেতন	১,৮০,০০০	বাড়ি মেৰামত	৮,০০০
পুৱাতন টেবিল বিক্ৰয়	৫,০০০	ফ্ৰিজ ক্ৰয়	২৮,০০০
কৃষি ফসল বিক্ৰয়	৩০,০০০	বিদ্যুৎ বিল	৬,০০০
ফার্মেসী ব্যবসায়ের মুনাফা	৭৫,০০০	চিকিৎসা খৰচ	৩,৫০০
		ডিপিএস জমা	৪৮,০০০
		সাইকেল ক্ৰয়	১২,০০০
		লেখাপড়াৰ খৰচ	১৪,৫০০
		কাপড়চোপড় ক্ৰয়	১৬,৭০০
		ঝণেৰ সুদ	৫,৮০০
		ব্যালেন্স C/D	৯০,০০০
	<u>৩,১০,০০০</u>		<u>৩,১০,০০০</u>

অন্যান্য তথ্য :

- ১) খাদ্যসামগ্ৰী ১,০০০ টাকার মজুদ আছে।
- ২) নির্ধাৰিত বিদ্যুৎ বিল ২ মাসের বকেয়া রয়েছে।

ক. চণ্ঠি বছরে উক্ত পরিবারের মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নিৰ্ণয় কৰো।

খ. উপর্যুক্ত তথ্য হতে পারিবারিক আয়-ব্যয় বিবৰণী প্রস্তুত কৰো।

গ. পারিবারিক তহবিল ৩,৮৫,০০০ টাকা ধৰে ৩১ ডিসেম্বৰ ২০২৫ তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবৰণী প্রস্তুত কৰো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তৰ প্ৰশ্ন :

১. পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২. পারিবারিক বাজেট কী ? ব্যাখ্যা কৰো।
৩. পারিবারিক প্রাপ্তি প্রদান হিসাব কীভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় ?
৪. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয়-ব্যয় বিবৰণী প্ৰস্তুতেৰ ২ টি নিয়ম লেখ।
৫. পারিবারিক তহবিল বলতে কী বুঝায় ? ব্যাখ্যা কৰো।

উত্তরমালা

অষ্টম অধ্যায়

অনুশীলনীর সূজনশীল প্রশ্ন : ১। (খ) ক্যাশমেমোর টাকার পরিমাণ ২৮,৫০০ টাকা। (গ) সমাপনী হাতে নগদ ৯৬,০০০ টাকা। ২। (ক) অফিস সরঞ্জামের মূল্য ৭৮,০০০ টাকা। (খ) সমাপনী হাতে নগদ ৩২,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ১,৫৫,০০০ টাকা। (গ) সমাপনী হাতে নগদ ১,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক জমা ৫৭,৫০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ১,০০০ টাকা এবং প্রাপ্তি বাট্টা ৫,০০০ টাকা। ৩। (ক) ৫৮,৫০০ টাকা (খ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদার যোগফল : নগদ ১,২৯,২৫০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ৭৫০ টাকা, বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা, দেনাদার ২৫,০০০ টাকা এবং অন্যান্য হিসাব ৬০,০০০ টাকা। (গ) নগদ প্রদান জাবেদার যোগফল : ক্রয় ২৫,০০০ টাকা, পাওনাদার ৩০,০০০ টাকা, অন্যান্য হিসাব ২৪,০০০ টাকা, প্রাপ্তি বাট্টা ১,০০০ টাকা এবং নগদ ৭৮,০০০ টাকা। ৪। (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ৬০,৭০০ টাকা। (গ) সমাপনী নগদ তহবিল ৫২,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৩,৫০০ টাকা। ৫। (ক) মোট কস্ট্রা এন্ট্রির পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ১৯,২৫০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ২৬,০০০ টাকা। (গ) সমাপনী নগদ তহবিল ৪৩,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১,৫০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ২০০ টাকা এবং প্রাপ্তি বাট্টা ২০০ টাকা। ৬। (ক) নগদ বাট্টার পরিমাণ ৩০০ টাকা, (খ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদার যোগফল; নগদ ২৭,০০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ১০০ টাকা, বিক্রয় ৭,৬০০ টাকা, দেনাদার ৫,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য হিসাব ১৪,০০০ টাকা। (গ) নগদ প্রদান জাবেদার যোগফল: ক্রয় ২৮,৫০০, পাওনাদার ৩,৫০০ টাকা, অন্যান্য হিসাব ৩,০০০ টাকা, প্রাপ্তি বাট্টা ২০০ টাকা এবং নগদ ৩৪,৮০০ টাকা। ৭। (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ২,৫০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ১৫০ টাকা এবং প্রাপ্তি বাট্টা ১৫০ টাকা। (গ) নগদ প্রদান জাবেদার যোগফল: ক্রয় ৭,০০০ টাকা, পাওনাদার ৯,০০০ টাকা, অন্যান্য হিসাব ৫,৫০০ টাকা, প্রাপ্তি বাট্টা ৮০০ টাকা এবং নগদ ২১,১০০ টাকা।

নবম অধ্যায়

অনুশীলনীর সূজনশীল প্রশ্ন : ১। (ক) ২৭,০০০ টাকা। (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ১,৭৫,৫০০ টাকা (গ) মুনাফা জাতীয় আয় ৫০,৫০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় ৫২,৫০০ টাকা। ২। (ক) ৪১,০০০ টাকা। (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ২,২৩,০০০ টাকা, অনিশ্চিত হিসাব (ক্রেডিট) ১০,০০০ টাকা। (গ) মূলধন জাতীয় ব্যয়

৯৫,০০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় ২০,০০০ টাকা। ৩। (ক) ৮০,০০০ টাকা। (খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয় ১,৬১,০০০ টাকা। (গ) রেওয়ামিলের যোগফল ২,৯৪,০০০ টাকা। ৪। (ক) ৩৭,০০০ টাকা। (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ২,৭৯,৫০০ টাকা। (গ) মুনাফা জাতীয় আয় ১,৬৭,৫০০ টাকা এবং ব্যয় ১,৫১,৫০০ টাকা। ৫। (ক) ২,৮৫,০০০ টাকা, (খ) সম্পদ ১,৬৫,০০০ টাকা এবং দায় ১,৩২,০০০ টাকা। (গ) রেওয়ামিলের যোগফল ৪,৭২,০০০ টাকা। ৬। (ক) সমর্পিত ত্রুটি ২,৬৫,০০০ টাকা, (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ৮,৭০,০০০ টাকা। (গ) সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব ৩,৫৬,৫০০ টাকা।

দশম অধ্যায়

১। নিট মুনাফা ১,০২,০০০ টাকা; সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব ১৫,৭২,০০০ টাকা, মোট সম্পদ ১৭,১০,০০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্ত্ব ও মোট দায় ১৭,১০,০০০ টাকা।

২। মোট মুনাফা ২,৩৩,০০০ টাকা, পরিচালন মুনাফা ১,৩৯,০০০ টাকা, নিট মুনাফা ১,৬৭,০০০ টাকা, সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব ১৩,৩২,০০০ টাকা, মোট সম্পদ ১৫,৬৮,০০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্ত্ব ও মোট দায় ১৫,৬৮,০০০ টাকা।

৩। মোট মুনাফা ২,১২,০০০ টাকা, পরিচালন মুনাফা ১,৫৭,৮০০ টাকা, নিট মুনাফা ২,১২,৩০০ টাকা, সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব ৭,৮৬,৩০০ টাকা, মোট সম্পদ ৮,৯৯,৮০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্ত্ব ও মোট দায় ৮,৯৯,৮০০ টাকা।

৪। মোট মুনাফা ১,৮২,০০০ টাকা, পরিচালন মুনাফা ১,১১,০০০ টাকা, নিট মুনাফা ১,১০,৬০০ টাকা, সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব ৭,৮৩,৬০০ টাকা, মোট সম্পদ ১০,৭৫,৬০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্ত্ব ও মোট দায় ১০,৭৫,৬০০ টাকা।

৫। মোট মুনাফা ১,১৫,০০০ টাকা, পরিচালন মুনাফা ৬৭,৫০০ টাকা, নিট মুনাফা ৯৪,৫০০ টাকা, সমাপনী মালিকানা স্বত্ত্ব ৬,২৪,৫০০ টাকা, মোট সম্পদ ৮,৪০,৫০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্ত্ব ও মোট দায় ৮,৪০,৫০০ টাকা।

একাদশ অধ্যায়

অনুশীলনীর সূজনশীল প্রশ্ন : ১। (ক) বিক্রয়যোগ্য আম ১,৯০০ কেজি। (খ) মোট ব্যয় ১,১২,০০০ টাকা। (গ) প্রতি ঝুড়ির বিক্রয়মূল্য ৭২৬.৩২ টাকা এবং প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য ৭২.৬৩ টাকা। ২। (ক) প্রতি রিম কাগজের ক্রয়মূল্য ৩৭৫ টাকা। (খ) প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় ২০.৫০ টাকা। (গ) প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয়মূল্য ২২ টাকা। ৩। (ক) রূপান্তর ব্যয় ৩১,০০০ টাকা, (খ) প্রতিটি ডায়রীর উৎপাদন ব্যয় ২২.৯১ টাকা। (গ) প্রতিটি ডায়রিতে লাভ ৯.১২ টাকা। ৪। (ক) ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ৩,৬৬,৫০০ টাকা। (খ) বিক্রীত শার্টের ব্যয় ১৭,৭২,৫০০ টাকা। (গ) নিট মুনাফা ১০,৭৬,৭০০ টাকা। ৫। (ক) উৎপাদিত ইট ২,১০,০০০ টি। (খ) উৎপাদন ব্যয় ৮,৫০,০০০ টাকা। (গ) নিট মুনাফা ৫,৯৩,০০০ টাকা।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুশীলনীর সূজনশীল প্রশ্ন: ১। (ক) পারিবারিক তহবিল ৩,০০,০০০ টাকা, (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ১,৫৭,১০০ টাকা (গ) ব্যয়াতিরিক্ত আয় ৫৬,১০০ টাকা। ২। (ক) পারিবারিক তহবিল ১১,৭৭,০০০ টাকা (খ) আয় উদ্ধৃত ২,৫১,৫০০ টাকা, (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ১৪,৩৬,০০০ টাকা। ৩। (ক) পারিবারিক তহবিল ৫,২৮,০০০ টাকা, (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ১,৫৯,৮০০ টাকা, (গ) আয় উদ্ধৃত ২,৬০,০০০ টাকা। ৪। (ক) মূলধন জাতীয় ব্যয় ৪০,০০০ টাকা, (খ) আয় উদ্ধৃত ১,৫১,৮০০ টাকা। (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ৫,৯৯,০০০ টাকা।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : হিসাববিজ্ঞান

আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি।

বল বীর
চির উন্নত মমশির



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।